ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 June 2019 ■ আগরতলা, ৯ জুন, ২০১৯ ইং ■ ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মাধ্যমিকে পাশের হার ৬৪.৬০ শতাংশ কৃতী তালিকায় দাপট দেখাল মফঃস্বল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন ।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষা ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এবছর পাশের হার সামান্য বেড়ে হয়েছে ৬৪.৬০ শতাংশ। একই সাথে মাদ্রাসা আলিম পরীক্ষারও ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। মাদ্রাসা আলিম পরীক্ষায় পাশের হার ৫৪.৮৪ শতাংশ। এদিকে, মাধ্যমিকে এবছর কৃতি তালিকায় স্থান পেয়েছেন ১৯ জন। প্রথম হয়েছেন উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্র তথাগত দত্ত। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৮১। উচ্চ মাধ্যমিকে মেয়েরা ছেলেদের থেকে এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, মাধ্যমিকে কৃতি তালিকায় এবং পাশের হারে ছেলেরা এগিয়ে রয়েছে। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানিয়েছেন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি ড. ভবতোষ সাহা। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় সেরা দশে স্থান পেয়েছেন ১৯ জন। তাদের মধ্যে আটজন মেয়ে এবং ১১ জন ছেলে। প্রথম স্থান অর্জন করেছেন উদয়পুর ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের তথাগত দত্ত। এছাড়া দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন তিনজন। তারা সুজাতা পাল, নরেনচন্দ্র পাল এবং সৌরদীপ দাস। তৃতীয় হয়েছেন সৌরদীপ ভট্টাচার্য। মাধ্যমিকে কৃতী তালিকায় এবার দাপট দেখিয়েছে মফঃস্বল। আগরতলার নামি বিদ্যালয়গুলিও টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তবে, আগরতলায় এ-বছর অনামি কয়েকটি বিদ্যালয় কৃতী তালিকায় স্থান করে নিয়েছে।

এবছর মাধ্যমিকে ৪৬ হাজার ৫৭১ জন পরীক্ষার্থী নথিভুক্ত করেছিলেন। তাদের মধ্যে পরীক্ষা দিয়েছিলেন ৪৪ হাজার ৭৪৭ জন। মাধ্যমিকে ছেলে ২০ হাজার ৯১১ জন এবং মেয়ে ২৩ হাজার ৮৩৬ জন পরীক্ষা দিয়েছেন। পর্ষদ সভাপতি জানিয়েছেন, ১০৪৩টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা রাজ্যের ৭৬টি পরীক্ষাকেন্দ্রভুক্ত মোট ১৫১টি বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়েছেন। তিনি আরও জানান, মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য এবছর দুটি নতুন পরীক্ষাস্থল বেছে নেওয়া হয়েছিল। গাবর্দি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং গর্জিবাজার উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবছর ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিয়েছেন।

পর্ষদ সভাপতির কথায়, মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা আলিম পরীক্ষা ২ মার্চ থেকে শুরু হয়েছিল। সমাপ্ত হয়েছে ২৮ মার্চ ও ৩ এপ্রিল। তিনি জানান, ২৫ এপ্রিল থেকে পরীক্ষা খাতা মূল্যায়ণ শুরু হয়েছিল এবং সমাপ্ত হয়েছে ১৫ মে। তাঁর দাবি, পরীক্ষা সমাপ্ত হওয়ার ৭১দিন পর ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিকে, এবছর ১০ জন দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থী এবং ২২ জন শারীরিক প্রতিবন্ধী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। তাদের মধ্যে ৯ জন দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থী এবং ১৭ জন শারীরিক প্রতিবন্ধি পাশ করেছেন। এছাড়া, এবছর বিশালগড় কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের একজন কয়েদী পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু, ওই পরীক্ষার্থী পাশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

পর্ষদ সভাপতি বলেন, এবছর মাদ্রাসা আলিম পরীক্ষায় নথিভুক্ত হয়েছিলেন ৬৫ জন। তাদের মধ্যে পরীক্ষা দিয়েছিলেন ৬৪ জন। ছেলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাধ্যমিকের কৃতী তালিকায় শীর্ষ স্থানাধিকারী উদয়পুর ইংরেজী মাধ্যম স্কুলের ছাত্র তথাগত দত্ত মা, বাবা ও ভাইয়ের সাথে। ছবি নিজস্ব।

কৈলাসহর ও বিলোনীয়ায় বোমা উদ্ধার ঘিরে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন ।। একই দিনে রাজ্যের পৃথকস্থানে দুইটি বোমা উদ্ধার হয়েছে। একটি রাস্তায়, অপরটি রাবার বাগানে পাওয়া গিয়েছে। দুইটি বোমাই দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি বলে পুলিশ জানিয়েছে এবং দুইট বোমা নিস্ক্রিয় করা হয়েছে। তবে, হঠাৎ ত্রিপুরার দুই জায়গায় বোমা উদ্ধারের ঘটনা জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। শনিবার সাত সকালে রাস্তায় বোমা উদ্ধারের ঘটনায় কৈলাসহরে আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। তবে, সঠিক সময়ে বোমাটি নিস্ক্রিয় করে ফেলায় বিপদ এড়ানো গিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

এদিন সকাল ৮টা নাগাদ উত্তর ত্রিপুরা জেলার কৈলাসহর মহকুমার ডলুগাও বীরচন্দ্রনগর এলাকায় মূল রাস্তায় একটি প্লাস্টিকে মোড়ানো ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন পথচারীরা। তাঁদের সন্দেহ হওয়ায় খবর পাঠানো হয় কৈলাসহর থানায়। খবর পেয়ে কৈলাসহরের এসডিপিও চন্দন দাস বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌছান। ওই ব্যাগটি পরীক্ষা করে তাতে বোমা রয়েছে তা জানতে পারে পুলিশ। আরো বিস্তারিত পরীক্ষার জন্য আগরতলায় বোম স্কোয়াডকে ডাকা হয়।

এ-বিষয়ে কৈলাসহরের এসডিপিও চন্দন দাস জানিয়েছেন, বোমা সন্দেহেই আগরতলা থেকে বোম স্কোয়াডকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। তারা এসে পরীক্ষা করে তাতে বিস্ফোরকের সন্ধান পেয়েছে। তবে, বোম উদ্ধারের ঘটনা চিন্তার কোন বিষয় ছিল না। কারণ, দেশী বোমা বানানোর জন্য যে বারুদ ব্যবহৃত হয়, তা পাওয়া গিয়েছে। সাথে একটি ছোট ব্যাটারি এবং সিরিঞ্জ উদ্ধার হয়েছে।

চন্দনবাবু জানিয়েছেন, লক্ষ্মীছড়া ব্রীজের পাশে নিরাপদ স্থান একটি গর্ত করে ওই বোমা নিস্ক্রিয় করা হয়েছে। তাঁর দাবি, রাস্তায় এধরনের বোমা কেউ ফেলে রেখে গিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু, এর পেছনে কি উদ্দেশ্য রয়েছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

তিনি জানান, নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি নেই। চারিদিকে কড়া নজরদারি রেখেছে পুলিশ। স্থানীয়দের বক্তব্য, বছরখানেক আগে কামরাঙাবাড়ি এলাকায় ৭টি বোমা পাওয়া গিয়েছিল। তবে, ওই বোমগুলি বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় সেখানে রাখা হয়েছিল, যা তখন উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু, রাস্তায় বোমা কেন রাখা হয়েছে, সেই প্রশ্নে জনমনে এখনো আতঙ্ক বিরাজ করছে।

এদিকে, দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়া মহকুমার গাবতলি এলাকায় রাবার বাগানে দেশী বোম উদ্ধার হয়েছে। রাবার চাষীরা বাগানে রাবার সংগ্রহে গিয়ে বোম দেখতে পেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে শ্রীরামপুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে বোম পরীক্ষা করে দেখেন। বিস্তারিত পরীক্ষার জন্য ডাকা হয়েছিল বোম স্কোয়াডকে। তারা বোমাটি পরীক্ষা করে দেখেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মদ্যপ ব্যক্তির তান্ডব ঘিরে উত্তেজনা বীরগঞ্জে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন ।। এক মাতালের তান্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন এলাকার লোকজন। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় পুলিশের দ্বারস্থ হলেও কোন সহযোগিতা না পেয়ে ক্ষোভে এলাকার মহিলারা থানা ঘেরাও করলেন। জনরোষে পুলিশ অবশ্য ওই মাতালকে আটক করে। কিন্তু, সেখানেও পুলিশের কলঙ্ক। পুলিশের হেপাজত থেকেই ওই মদ্যপ ব্যক্তি পালিয়ে গা ঢাকা দেয়। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ জেলার অমরপুর মহকুমার বীরগঞ্জ থানার অধীন পশ্চিম রাঙামাটি এলাকায়। ওই মদ্যপ ব্যক্তির নাম বিশু দাস। পেশায় দিন মজুর।

সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাত্যে বিশু দাস আকন্ঠ মদ্যপান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পর্ষদের পরীক্ষায় তীক্ষ্ণ নজরদারী চালাতে কমিটি গঠন করবে এসসিইআরটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন ।। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় আবারও সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গৃহিত হবে বলে দাবি করেছেন শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাঁর কথায়, মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তরপত্র মূল্যায়ণ এবং পরীক্ষার্থীদের শিক্ষার মান যাচাই করার জন্য, সাথে পারদর্শীতা আনতে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এসসিইআরটি-কে একটি কমিটি গঠন করতে বলা হয়েছে। ওই কমিটি মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় তীক্ষ্ণ নজরদারী চালাবে। তাতে, ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। সাথে যোগ করেন, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মূল্যায়ণ করা যাবে সহজে। এদিকে, শিক্ষামন্ত্রী আজ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। যারা সফল হতে পারেনি তাদের হতাশ না হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, এখন প্রত্যেক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের বিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষককে নিয়ে অন্তত ৫টি খাতা দেখতে হবে এবং ছাত্রদের ত্রুটিগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন। শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, ছাত্রদের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাতে, আগামী বছর ছাত্রছাত্রীদের একই ধরনের ত্রুটি সম্পর্কে বোঝানো যাবে।

তিনি আরও জানান, ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার খাতা রিভিউ করার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া, ছাত্রছাত্রীরা সেল্ফ ইনস্পেক্সন করার জন্য প্রদেয় ফি ৫০০ টাকা থেকে কমিয়ে ২৫০ টাকা করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা চাই একশ শতাংশ ছাত্রছাত্রী যেন পরীক্ষায় পাশ করেন। সেক্ষেত্রে, তাঁদের আগে থেকেই গড়ে তুলতে হবে। তাতে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও বিরাট ভূমিকা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাবার বাগানে যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ পরিবারের দাবি অভিমানে আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন ।। বাবার সাথে ঝগড়া করে অভিমানে আত্মঘাতি হলেন এক যুবক। শনিবার দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত প্রতিছড়ি ড্রপগেইট সংলগ্ন এলাকায় রাবার বাগানে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছেন, রমেন্দ্র নোয়াতিয়া(১৯) ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে।

এলাকাবাসীর বক্তব্য, আজ সকালে রাবার বাগানে ল্যাটেক্স সংগ্রহ করতে গিয়ে ওই যুবকের দেহ গাছে ঝুলে থাকতে দেখা গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। শান্তিরবাজার থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

ওই যুবকের পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, গতকাল রাতে রমেন্দ্র নোয়ানিয়ার সাথে তার বাবা ভাগ্যপদ নোয়াতিয়ার ঝগড়া হয়েছিল। তখন বাড়ি বের হয়ে গিয়েছিলেন রমেন্দ্র। সারা রাত ধরে অনেক খোজাখুজির পরও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সকালে তার মৃত্যুর খবর এসেছে, ক্ষোভের সাথে বলেন ওই যুবকের জনৈক আত্মীয়।

শান্তিরবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে অনুমান ওই যুবক আত্মহত্যা করেছে। কারণ, মৃতদেহের আশেপাশে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। তবে, ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসলে সঠিকভাবে এ-বিষয়ে বলা সম্ভব হবে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহবধূ নির্যাতন গ্রেপ্তার শাশুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন ।। গত সাড়ে তিন মাস পূর্বে ভালবেসে বিয়ে হয় অন্তরা বনিক ও সত্যজিৎ দাসের। স্বামী সত্যজিৎ দাস পেশায় চিকিৎসক। অন্যদিকে অন্তরা বনিক বি এস সি নার্সিং উত্তীর্ণ। পরিবারের অভিযোগ ভালবাসা চলাকালীন সময়ে দুজনে বিয়ে করবে বলে ঠিক হয়। কিন্তু মাঝে অন্তরার কিছু বিষয়ে অসঙ্গতি চোখে পড়ে। সে বিয়ে করবে না বলে পরিবারকে জানায়। কিন্তু প্রেমীক সত্যজিৎ দাস বিয়ে করবে বলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, দাবি নীতি আয়োগের

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি.স.) : নীতি আয়োগের বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন না বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ১৫ জুন নীতি আয়োগের বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলে আশা প্রকাশ করেছেন নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব কুমার।

শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজীব কুমার বলেন, যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে পরিচালন সমিতির বৈঠকে তিনি উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করছি। নীতি আয়োগের কাজকর্মকে কি করে উন্নতি করা যায় সেই পরামর্শ দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। পরিসংখ্যানের নিরিখে দেশের বেকারত্ব ২০১৮ সালে বেড়ে গিয়েছে, এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রাজীব কুমার বলেন, আর্থিক বৃদ্ধি সঙ্গে কর্মসংস্থানের যোগ রয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার যথ্যোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর্থিক বৃদ্ধি কি ভাবে বাড়ানো যায়, তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ১৫ জুন নীতি আয়োগের পরিচালন সমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে দিল্লিতে। বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন দেশের প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এই বৈঠক হবে। বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিরা। অন্যদিকে লোকসভা নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় শ্রম দফতরের পর থেকে জানানো হয় বেকারত্বের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬.১ শতাংশ।

বৃদ্ধা মা নিখোঁজ জানিই না, মৃতদেহ শনাক্ত করতে গিয়ে বলল ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন ।। খোয়াই নদী থেকে এক বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ওই বৃদ্ধা শনাক্ত হয়েছেন। তাঁর নাম জ্যোৎস্না সরকার (৯১)। খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার উত্তর কৃষ্ণপুর রামবাবু পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। বৃদ্ধার ছেলে মৃতদেহ শনাক্ত করেছেন।

সাত সকালে নদীতে বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা বিধাতা নিষ্ঠুর পরিহাস বলে মনে যেতেই পারে। কারণ, ওই বৃদ্ধা বাড়ি থেকে কবে নিখোঁজ হয়েছেন, তাঁর ছেলে তা জানেন না।

এদিন সকালে স্থানীয় জনগণ খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমায় মোহরছড়া ব্রীজের নীচে নদীতে এক মৃতদেহ ভেসে থাকতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে তেলিয়ামুড়া থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে নদী থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে। স্থানীয় জনগণ মৃতদেহ শনাক্ত করেন এবং তাঁর বাড়িতে খবর দেন। খবর পেয়ে বৃদ্ধার ছেলে ছুটে আসেন এবং মৃতদেহ শনাক্ত করেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই বৃদ্ধার মৃত্যু নিয়ে তাঁর ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তিনি জানেন না তাঁর মা কবে নাগাদ বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়েছেন। তবে, বৃদ্ধার ছেলে মনে করেন, স্নান করার সময় হয়তো অসাবধানতাবসত নদীতে তলিয়ে গিয়েছেন। অবশ্য, এই যুক্তি অনেকেই মানতে রাজী নন। বৃদ্ধাকে খুন করা হয়েছে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন স্থানীয় জনগণ। পুলিশ অবশ্য এ-বিষয়ে এখনো কোন প্রতিক্রিয়া দিতে চাইছে না। পুলিশের বক্তব্য, মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন ও ভারতে মুসলিম অনুপ্রবেশ নিয়ে কড়া সওয়াল আন্তর্জাতিক আলোচনাসভায়

কলকাতা, ৮ জুন (হি. স.) : বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন এবং ভারতে মুসলিম অনুপ্রবেশ রোধে কড়া ব্যবস্থা না নিলে দু'দেশের সম্পর্কের উন্নয়ন হবে না। শনিবার এক সম্মেলনে আলোচনায় অধ্যাপক মোহিত রায়ের এই মন্তব্যের জেরে আন্তর্জাতিক আলোচনাসভার কিঞ্চিত তাল কাটে। আলোচনার বিষয় ছিল 'সোসিও পলিটিক্যাল টাইজ, পিপল টু পিপল কন্ট্যাকট এন্ড কালচারাল রিলেশনস'।

মোহিতবাবু বলেন, "বাংলাদেশ তৈরী হয়েছে হিন্দুদের মৃতদেহের অপর দিয়ে। একাত্তরের গনহত্যায় কত লক্ষ হিন্দুকে ওদেশে খুন করা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। ৮০ শতাংশ ছিলেন হিন্দু। কিন্তু বিষয়টা সেভাবে আলোচিত হয়নিউ প্রকাশ্যেও এসেছে কম। সেই বাংলাদেশে আজও হিন্দুদের ওপর নির্যাতন অব্যাহত আছে।" বাংলাদেশ যত ধর্ষণ হচ্ছে, তার প্রায় ৯৯ শতাংশ হচ্ছে হিন্দুদের ওপর। এই মন্তব্য করে মোহিতবাবু এ দিন আলোচনায় বলেন, "বাংলাদেশের পত্রপত্রিকা এ নিয়ে লেখালেখি করছে। সরকার এবং প্রশাসন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিচ্ছে না। সব মিলিয়ে অত্যাচারের মাত্রা এমন হয়েছে, লক্ষ লক্ষ হিন্দু বাংলাদেশের পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে এ দেশে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। ঐতিহাসিক আবুল বরকত পর্যন্ত স্বীকার করেছেন, কয়েক বছরে ওদেশের ১ কোটি ১৩ লক্ষ হিন্দু ভিটে ছেড়ে চলে গিয়েছেন" মুসলিম অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে মোহিতবাবু বলেন, "সমস্যাটা নতুন নয়। ১৯৯৭ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিত গুপ্ত প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন, অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ১ কোটি হবে। এর পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও বিষয়টি নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেন। ২০০৪-এর ১৪ জুলাই স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কংগ্রেসের প্রকাশ জয়সওয়াল জানান, অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ।"

গত প্রায় ছয় দশকে কিভাবে বাংলাদেশের হিন্দু জনসংখ্যা কমেছে, এবং পশ্চিমবঙ্গে কিভাবে মুসলিম জনসংখ্যা বেড়েছে, বিভিন্ন রেখচিত্রের মাধ্যমে তা পর্দায় তুলে ধরেন মোহিতবাবু। তিনি বলেন, "এই অবস্থার উন্নতি না হলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নের চেষ্টা সফল হবে না" অধ্যাপক শুভদীপ ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে মোহিতবাবুর বক্তব্যের সমর্থনের পাশাপাশি রোহিঙ্গা শরনার্থীদের ফলে কি সঙ্কট হতে পারে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ২৩৬ ◘ ৯ জুন ২০১৯ ইং ◘ ২৫ জ্যৈষ্ঠ ◘ রবিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

রাজনৈতিক খুনের তথ্য সন্ধান

ত্রিপুরায় রাজনৈতিক খুনোখুনির ঘটনা বাম আমলেই মাত্রা ছাড়াইয়াছিল। এই পার্বতী রাজ্য একসময় রক্ত বিধৌত হইয়াছে। ১৯৭৮ সালে এরাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম অভিষেক হয়। ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থা জারী করিয়াও ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ধরাশায়ী হন। ক্ষমতার দম্ভে তিনি এতটাই বেপরোয়া হইয়া গিয়াছিলেন যে, নিজের দলের জনপ্রিয় নেতার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতেও দ্বিধা করেন নাই। ত্রিপুরায় কংগ্রেসের উর্বর মাটি ছিল। মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহকে শিক্ষা দিতে ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করেন ইন্দিরা। ক্ষুব্ধ শচীন্দ্রলাল দলবল সহ যোগ দেন বাবু জগজীবন রামের কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসিতে। এরাজ্যে কংগ্রেসের মৃত্যু ঘন্টা বাজাইয়া দেন ইন্দিরা স্বয়ং। ত্রিপুরায় সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস সরকার থাকা সত্বেও শচীন্দ্রলালকে শিক্ষা দিতে ইন্দিরা রাষ্ট্রপতির শাসন দেওয়ার ঘটনা ছিল নজীরবিহীন। সেই ইন্দিরার দৌলতেই ১৯৭৮ সালের নির্বাচনে বিপুল আসনে জয় হইয়া ত্রিপুরার ক্ষমতা দখল করে বামফ্রন্ট। বামেদের সেই জয়যাত্রায় বিরোধী কংগ্রেস সেই যে ধরাশায়ী হয় আর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। ত্রিপুরায় সেই বাম রাজত্বেই শুরু হয় রক্তের হোলি খেলা। বিরোধী কংগ্রেস দলের উপর শাণিত হয় একের পর এক আক্রমণ। এর আগে ক্ষমতালোভী কংগ্রেস বিধায়করা কেউ জনতা দলে কেউ সিএফডি দলে যোগ দেন। বামেরা তখন প্রথমে সিএফডির সঙ্গে সরকার গড়ে। সেই সরকারের পতন ঘটাইয়া জনতা- বামফ্রন্ট তিনমাসের সরকার প্রতিষ্ঠা হয়। এই সরকার গড়ার নাটক করিয়া সিপিএম বিপ্লবী চরিত্র তুলিয়া ধরিয়া রাজ্যবাসীর সমর্থন আদায় করিয়া নেয়। ১৯৭৮ সালের বামফ্রন্টের বিপুল জয় ত্রিপুরায় নতুন যুগের সূচনা হয়।

বামফ্রন্টের ক্ষমতায় আসীন হইতে না হইতেই বিরোধী বহু কর্মী খুন হইয়া যান। খুন হইয়াছেন কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের বিধায়কও। ১৯৮০ সালে বাম শাসনেই রাজ্যে জাতি উপজাতির মধ্যে নজীরবিহীন ভয়াবহ দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ইন্দিরা সেনা বাহিনী নামাইয়া এই দাঙ্গা প্রশমিত করিয়াছিলেন। এই দাঙ্গার আগুন নিভিয়া আসিলেও রাজ্যে রাজনৈতিক সন্ত্রাস বাড়িয়া যায়। রাজ্যে বহু উগ্রপন্থী সংগঠনের উৎপাতে জনজীবন তখন অতিষ্ঠ। রাজ্যে এতবড় দাঙ্গা হইয়া গেল। কিন্তু, কাহারা এই দাঙ্গার হোতা তাহার তদন্ত করিল না বাম সরকার। সিপিএম বা বামফ্রন্ট ত্রিপুরায় বিরোধীদের মাথা তুলিবার সমস্ত পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। একের পর এক রাজনৈতিক খুন সংঘটিত হয়। ত্রিপুরায় লাল দূর্গ মজবুত করিতে বিরোধীদের মথা তুলিতে দেওয়া হইত না। ১৯৭৮ হইতে ১৯৮৮ সাল বামফ্রন্টের একচ্ছত্র রাজত্ব মানুষ দেখিয়াছে। ১৯৮৮ সালেই কংগ্রেস খুব সীমিত জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরই দক্ষিণ ত্রিপুরায় অন্তত সাতজন সিপিআইএম কর্মীকে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়। জোট সরকার এই খুনের বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনও বসাইয়াছিল। ১৯৮৮ সাল হইতে ১৯৯৩ সালে কংগ্রেস যুব সমিতির শাসনে সিপিআইএম একেবারে দূর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। আবার কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিজের গদী বাঁচাইতে ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করিয়া রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন সম্পন্ন করান। ফলে কংগ্রেস যুব সমিতি আবার পর্যুদস্ত হয়। কেন্দ্রের কংগ্রেসের পরোক্ষ সহযোগিতায় ত্রিপুরায় আবার ক্ষমতাসীন হয় বামফ্রন্ট বা সিপিএম। ত্রিপুরায় কংগ্রেসের সর্বনাশে হাত ছিল কংগ্রেস হাইকমান্ডের। এরাজ্যে বামেদের উত্থানের মূলে কংগ্রেস। অথচ এই বামেরা কংগ্রেস কর্মীদের নির্বিচারে খুন করিয়াছে। কংগ্রেস হাইকমান্ডের দ্বিমুখী ও নীতিহীন রাজনীতির কারণেই কংগ্রেসের এখন প্রায় তলাইয়া যাইবার অবস্থা। এরাজ্যে বহু কংগ্রেসী দল করিতে গিয়া প্রাণ দিয়াছে। তাহার কানাকড়ি মূল্যও দেয় নাই কংগ্রেস হাইকমান্ড।

বামফ্রন্টকে হঠাইয়া বিজেপি ক্ষমতায় আসীন হইয়াছে। কংগ্রেস হাইকমান্ড যদি দুমুখো নীতি পরিত্যাগ করিয়া দলের জন্য সত্যি সত্যিই আন্তরিক হইতেন তাহা হইলে এত দীর্ঘকাল বামেরা রাজ্যের ক্ষমতায় থাকিত না। আর বামেরা বুঝিয়াছেন কংগ্রেসকে কোতল করিতে পারিলেই রাজ্যে তাহাদের রাজত্ব চিরস্থায়ী রূপ পাইবে। কথায় আছে না, 'তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে'। রাম বাহিনী যে তাহাদের এরাজ্যে বামেদের মৃত্যু ঘন্টা বাজাইবে তাহা বামাচারী নেতারা ভাবিতেও পারেন নাই। স্বাধীনতার পর হইতেই কম্যুনিস্টরা কংগ্রেসের মৃত্যু কামনাই করিয়া আসিয়াছে। ত্রিপুরায় দীর্ঘ সময় খুনের রাজনীতি হইয়াছে। এগুলির বিচার হয় নাই। ধামাচাপা দেওয়া হইয়াছে। রাজ্যের বিজেপি জোট সরকার সেই খুনের মামলাগুলির অনুসন্ধানে তৎপর হইয়াছে। আইনমন্ত্রীর নেতৃত্বে কমিটি গঠিত হইয়াছে। বিজেপি জোট সরকারের এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। অতীতের খুনের বিচার পর্ব শুরু হইলে খুনীরাও এই পথে পা বাড়াইতে চাহিবে না। খুনের রাজনীতির বিরুদ্ধে জোট সরকারের পদক্ষেপ নিশ্চয়ই সুফল নিয়া আসিবে।

ব্রিটেনে ভারতীয় হাই-কমিশনারের বাসভবনে আমন্ত্রিত ইন্ডিয়া

লন্ডন, ৮ জুন (হি.স.) : দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে বৃহস্পতিবারই লন্ডনে পা রেখেছে ভারতীয় দল। কেনিংটন ওভালে আগামীকাল রবিবার কোহলিদের প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। তার আগে শুক্রবার বৃষ্টির কারণে পন্ড হল ভারতীয় দলের গোটাদিনের অনুশীলন। আর এই ফাঁকে কোহলি অ্যান্ড কোম্পানি একেবারেই হোটেলবন্দি না থেকে শুক্রবার ভারতীয় দল পৌঁছে গিয়েছিল ব্রিটেনে ভারতীয় হাই-কমিশনারের বাসভবনে।

যুক্তরাজ্যে ভারতীয় হাই-কমিশনারের লন্ডনের বাসভবনে এদিন আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন বিরাটরা। শুধুমাত্র বিরাট বা তাঁর সৈনিকরাই নন, উপস্থিত ছিলেন হেডস্যার রবি শাস্ত্রী এবং দলের সাপোর্ট স্টাফেরাও। সেখানে পৌঁছে ভারতীয় হাই-কমিশনারের সঙ্গে চলে বিরাটদের ফটোসেশন। টুইটারে ফটোসেশনের ছবি পোস্ট করা হয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফ থেকে। পাশাপাশি অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম পেজেও সেই ছবি পোস্ট করে বিসিসিআইয়ের তরফ থেকে লেখা হয়, 'লন্ডনে হাই-কমিশনারের বাসভবনে ভারতীয় দল।'

অধিনায়ক বিরাট সহ দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের নায়ক রোহিত শর্মা ও কোচ রবি শাস্ত্রীকে খোশমেজাজে গল্প করতে দেখা যায়। গ্লাভস বিতর্কের মাঝেও ধোনি ছিলেন ফুরফুরেই। এছাড়াও কেএল রাহুল, শিখর ধাওয়ান, বিজয় শঙ্কর কিংবা বুমরাহরা ছিলেন ছুটির মেজাজেই। বোলারদের দাপুটে পারফরম্যান্স ও রোহিতের ধ্রুপদী শতরানে প্রথম ম্যাচে প্রোটিয়াদের ৬ উইকেটে ধরাশায়ী করে ভারতীয় দল।

পানীয় জল অপচয় করে গাড়ি ধোঁয়া, বিরাটকে জরিমানা করল পৌরনিগম

গুরুগ্রাম, ৮ জুন (হি.স.) : বিপুল পরিমাণ পানীয় জল দিয়ে বিলাসবহুল গাড়ি ধোঁয়ার জের। ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে আর্থিক জরিমানা করল গুরুগ্রাম পৌরনিগম।

গুরুগ্রামে বিরাট কোহলির বাসভবন ডিএলএফ ফেজ ১-এ রয়েছে ছয়টি বিলাসবহুল গাড়ি। আর সেইগুলিকে ধোঁয়ার জন্য কয়েক হাজার লিটার পানীয় জল অপচয় করছে বিরাটের বাড়িতে কাজ করা কর্মীরা। বিষয়টি নিয়ে গুরুগ্রাম পৌরনিগমের কাছে দ্বারস্থ হয় বিরাট কোহলির প্রতিবেশীরা। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে বিরাট কোহলির বিরুদ্ধে ৫০০ টাকা জরিমানা ধার্য করা হয় পৌরনিগমের তরফে। জরিমানার পরিমাণ সামান্য হলেও অভিযোগ যে গুরুতর, তা মনে করছে দেশের ওয়াকিবহাল মহল। তীব্র দাবদাহে গোটা উত্তর ভারত জলের অভাবে ভুগছে। নাজেহাল দশা সাধারণ মানুষের। এমনকি গুরুগ্রাম পৌরনিগমের অন্তগর্ত বহু এলাকায় সাধারণ মানুষ জলের অভাবে ভুগছে। এমন পরিস্থিতিতে গাড়ি ধুয়ে জল অপচয় করা বিরাটের মতো দায়িত্বভান নাগরিকের কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয়। যদিও বর্তমানে বিশ্বকাপ খেলতে ইংল্যান্ডে রয়েছে বিরাট।

শুধু কংগ্রেস নয় বিভিন্ন দলেই সগৌরবে পরিবারতন্ত্রের ছায়া

বরুণ দাস

আগে কেবল নেহরু পরিবারের দিকেই অভিযোগের আঙুল উঠত---ওই পরিবারের লোকজনেরাই কেন দল ও দেশশাসনের সুযোগ পাবেন? দলের অন্য নেতারা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কেন সুযোগ পারেন না? অভিযোগের সারবত্তা যে একেবারেই ছিল না তা কিন্তু নয়। কারণ মতিলাল নেহরু থেকে রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস নামক প্রাচীন দলটির দীর্ঘ যাত্রাপথে নেহরু (পরে গান্ধি) পরিবারের প্রাধান্য ছিল দৃষ্টিকটু। এমনকী ওই দল যখনই শাসন ক্ষমতায় ছিল, নেহরু-গান্ধি পরিবারের প্রতিনিধিরাই প্রধানমন্ত্রীর পদে বসেছেন।

সবাই কমবেশি, জানেন, তবু আলোচনার সূত্রেই বলতে হচ্ছে যে, পরাধীন ভারতে মতিলাল নেহরু যেমন কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে ছিলেন, তংার মৃত্যুর পরে দলের নেতৃত্বে এলেন পুত্র জওহরলাল নেহরু। স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদেও তিনি বসেন। যদিও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আবুল কালাম আজাদের মতো যোগ্য নেতাও দলে ছিলেন। নেহরুজির মৃত্যু পর দল ও সরকারের মাথায় এলেন জওর-কন্যা ইন্দিরা গান্ধি। পরে পারিবারিক প্রথা মেনে ইন্দিরাজি তাঁর ছোট পুত্র সঞ্জয় গান্ধিকে দলের সেক্রেটারি জেনারেলের পদে বসান। যেহেতু জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজনীতিতে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু সঞ্জয়ের অকালমৃত্যর পর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের স্বার্থেই ইন্দিরাজি রাজীবকে দলের মাথায় বসান। নিজের রক্ষীর হাতে ইন্দিরাজির মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে অনৈতিকভাবে টপকে তড়িঘড়ি অনভিজ্ঞ রাজীব গান্ধিকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসানো হয়। এ ঘটনা তামাম ভারতবাসীকে কিছুটা বিস্মিত করেছিল বৈকি। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের কর্মী তথা বিমানচালক এলেন দেশের চালক হয়ে। বিস্ময়ের তখনও অনেকটাই বাকি!

এরপর রাজীবজির অকালমৃত্যুর পর কিছুটা ব্যবধানে রাজনীতিতে একেবারে অনেকেরা তাঁর স্ত্রী গৃহবধূ সোনায়া গান্ধি দলের সভানেত্রীর পদে বসেন। দলে যোগ্য নেতার অভাব ছিল না। কিন্তু রাজতন্ত্রের মতোই 'পরিবারিক' অধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে সীতারাম কেশরীকে গলাধাক্কা মেরে সোনিয়াজি হলেন দলনেত্রী। ইউপিএ ক্ষমতায এলে কোনও এক অজানা কারণে (সোনিয়াজির কথায় 'অন্তরাত্মার ডাকে') তিনি প্রধানমন্ত্রীপদ থেকে সরে দাঁড়ান। তবে ইউপিএ-র চেয়ারপার্সনের পদে বহাল হন। সরকারের ক্ষমতার রাশ বাঁধা থাকে তাঁর হাতে।

ড.মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রীর পদে থাকলেও টিকিটি বাঁধা থাকে গান্ধি পরিবারের কর্ত্রী সোনিয়াজির হাতে। পুত্র রাহুল তখন বিদেশে পড়াশোনা করছেন। দীর্ঘ ১৯ বছর দলের মাথায় থেকে উপযুক্ত সময় বুঝে রাজনীতিতে আনকোরা পুত্র রাহুলকে প্রথমে দলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি এবং পরে সভাপতির পদে বসান। তার আগেই পুত্রকে গান্ধি পরিবারের নির্ভরযোগ্য লোকসভা কেন্দ্র আমেথি থেকে সাংসদ করে এনেছেন। কংগ্রেস দল একে কিম্বা জোট হিসেবে ক্ষমতায় এলে রাহুল গান্ধিই প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার হতেন।

রাজীব-কন্যা শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা পথম দিকে রাজনীতিতে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু মা ও দাদাকে নির্বাচনী প্রচারে সাহয্য করেছেন। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে তাঁকে দলের সর্বভারতীয় সম্পাদিকা করা হয়েছে। দলের হয়ে তিনি উত্তরপ্রদেশের দায়িত্ব ছিলেন। এই হল ভারতের নেররু-গান্ধি পরিবারের (পড়ুন রাজপরিবার) রাজনীতিতে সম্পৃক্ত থাকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সুতরাং বিরোধীরা নেহরু-গান্ধি পরিবারের দিকে 'ক্ষমতার ক্ষীর' ভক্ষণের অভিযোগ তুললে তাকে কি কোনওভাবে নস্যাৎ কার যায়?

এখন অবশ্য দেশের রাজনৈতিক পটচিত্র অনেকটাই বদলেছে। অনেক রাজনীতিকই তাঁদের পরিবারের লোকজনদের রাজনীতিতে নিয়ে এসেছেন। পশুখাদ্য মামলায় অভিযুক্ত লালুপ্রসাদ যাদব তাঁর হাজতবাসকালে স্ত্রীকে গোয়ালঘর থেকে টেনে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসান। কারণ পুত্ররা তখন বয়সে একেবারে নবীন। যদিও তাঁর দল আরজেডিতে তখন যোগ্য নেতার অভাব ছিল না। কিন্তু ক্ষমতার মৌসরীপাট্টা যাদব পরিবারের বাইরে যেতে দিতে নারাজ তিনি। আরজেডিকে তিনি পারিবারিক দলে পরিণত করেছেন। এখন তো হাজবাসী লালুপ্রসাদের স্ত্রী, দুই পুত্র তেজপ্রতাপ আর তেজস্বী সহ কন্যা মিসাও পুরোপুরি রাজনীতিতে। দলের মাথায় রয়েছেন। বিহারের দলিত নেতা রামবিলাস পাশোয়ানও তাঁর পুত্রকে রাজনীতিতে এনেছেন। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও। করেছেন তিনি। উত্তরপ্রদেশেও একই ঘটনা। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজাবাদী পার্টির সুপ্রিমো মুলায়ম সিং যাদব রাজনীতিতে এনেছেন তাঁর ভাই, পুত্র (অখিলেশ), পুত্রবধূ (ডিম্পল)-কে পুত্র অখিলেশ যাদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিত্ব সামলেছেন পাঁচ বছর।

দুর্ভাগ্য অনুঢ়া বহেনজি মায়াবতী দেবীর। তাঁর তেমন সুযোগ ভাগ্যে জোটেনি। জুটলে তিনিও পরিবারের সদস্যদের রাজনীতিতে নিয়ে আসতেন নিশ্চিত। জাঠনেতা চরণ সিং, দেবীলালের পুত্ররাও রাজনীতিতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। পশ্চিমের মহারাষ্ট্রেও একই চিত্র। জাতীয় কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এনসিপি গড়ে তোলেন প্রবীণ রাজনীতিক শারদ পাওয়ার। প্রথমে কন্যা এবং পরে পুত্রকেও নিয়ে এসেছেন রাজনীতিতে। দুজনেই সাংসদ এবং দলের মাথায়। শিবসেনা দলেব নেতৃত্বেও বংশপরস্পরা তথা পারিবারিক দাপট চলছে।

দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতেও পরিবারের সদস্যরা সম্পৃক্ত। প্রয়াত ডিএমকে প্রধান এম করুণানিধিও তাঁর পুত্র-কন্যা (স্ট্যালিন-কানিমোঝি)-কে রাজনীতিতে এনেছেন। উত্তরের মায়াবতীর মতো দক্ষিণে তামিল নেত্রী জয়ললিতাও অনূঢ়া থাকয় পরিবারের সদস্যদের রাজনীতিতে আনার সুযোগ পাননি। তবে প্রিয়বান্ধবী শশীকলা ও তাঁর স্বামীকে দল ও সরকারে প্রাধন্য দিয়েছেন বরাবর।

জগন্মোহন রেড্ডিও তাঁর অকালপ্রয়াত পিতার সূত্রেই রাজনীতিতে এসেছেন। কর্ণাটকে এইচ ডি দেবগৌড়ার পুত্র কুমারস্বামী সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

এবার আসা যাক পশ্চিবঙ্গে। এখানেও প্রায় একই চিত্র। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাতারাতি দলের দ্বিতীয় প্রধান নেতা হয়ে উঠেছেন। যোগ্য যুবনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে রাতারাতি তাঁর পদ থেকে সরিয়ে ভাইপোকে এই পদে বসানো হয়েছে। নাম যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হলেও তিনিই এখন দলে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে স্বীকৃত। যদিও দলে অভিজ্ঞ রাজনীতিকের অভাবে নেই। তবে বাম আমলে রাজনৈতিক ক্ষমতা পারিবারিক নিয়ন্ত্রণে চলে যায়নি। যদিও নেতাদের পুত্র-কন্যারা ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন।

মেদিনীপুরের কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রে প্রবীণ তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শিবির অধিকারীও তাঁর দুই পুত্র শুভেন্দু অধিকারী ও নিব্যেন্দুকে রাজনীতিতে নিয়ে এসেছেন। কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে আসা ডা.মানস ভুঁইয়াও তাঁর স্ত্রীকে রাজনীতিতে এনেছেন। নিজের ছেড়ে যাওয়া সবং বিদানসভায় স্ত্রীকে পাঠিয়েছেন। জাতীয় কংগ্রেসের রাজ্য নেতাদের মধ্যে সোমেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে রাজনীতিতে নিয়ে এসেছেন। স্ত্রী বিধায়ক ছিলেন পুত্র যুব কংগ্রেস নেতা। প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির স্ত্রী দীপা দাশমুন্সিও অনেকদিন রাজনৈতিতে আছেন।

সম্প্রতি বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাইপোকে নিয়ে বিরোধীদের তির্যক মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন, আমি তো আমার দলের নেতাদের প্রায়ই বলি, আপনাদের ছেলেমেয়েদের রাজনীতি আনছেন না কেন? ওরা না এলে রাজনীতির হাল ধরবে কারা? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এমন সরল মন্তব্য দোষের কিছু নেই। রাজনীতিকদের পরিবারের কেউ রাজনীতিতে এলে ক্ষতি কী? সমালোচনারও বা কী আছে? যে কেউ রাজনীতিতে আসতেই পারেন । তাই রাজনীতিতে আসা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন অন্যত্র।

রাজনীতিকদের পুত্র-কন্যা বা পরিবারের ঘনিষ্ঠ কাউকে রাতারাতি দলের মাথায় বসিয়ে দেওয়া নিয়েই যত আপত্তি। দলে নবাগতরা ধীরে ধীরে রাজনীতির ময়দানে নিজেদের গড়ে তুলুক। তারপর নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন খরে ধাপে ধাপে তারা উঠে আসুক দলের ওপরে। এটাই সুস্থ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। কিন্তু দলের প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ নেতাদের টপকে রাতারাতি নবাগতদেরদলের মাথায় বসানোতেই আপত্তি অনেকের। দলের মূল কাণ্ডারির পরিবারের সদস্য কিংবা তাঁর 'কাছের লোক' হওয়ার ফলে সবার ওপর 'ছড়ি ঘোরানোর অবাঞ্ছিত প্রবণতা জন্মে ওই নবাগত হঠাৎ নেতার মধ্যে। এতে দলের প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ নেতারা অপমান ও অস্বস্তি বোধ করেন। দলের মধ্যে তাঁরা কোণঠাসা হয়ে ধীরে ধীরে দলের ওপর আন্তরিকতা, আগ্রহ ও আস্থা হারন। দলের ভাবমূর্তিও নষ্ট হতে থাকে। অনেক দল ছেড়ে দেন কিংবা অন্য দলে নাম দেখান। দল তখন আর দলীয় সদস্য, সমর্থক, পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ীদের নয়, পারিবারিক দলে পরিণত হয়।

বিহারের রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি), উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টি (সপা) মহারাষ্ট্রে ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি)-যেখানেই তাকান সেখানেই দলের মধ্যে পারিবারিক দ্বন্দ্বের ছবি কিন্তু বেশ স্পষ্ট আসলে ক্ষমতার বিনাস নিয়ে কোথাও খোদ পিতা-পুত্র কিম্বা -কাকা-ভাইপো, কোথাও পুত্র-কন্যা, কোথাও আবার পুত্রদের মধ্যেই রাজনৈতিক অবাঞ্ছিত বিবাদ দেখা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, গান্ধি পরিবারের পুত্রবধূ সঞ্জয়-জায়া মেনকা গান্ধিও পরিবারচ্যুত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইন্দিরাজি বেঁচে থাকতেই পারিবারিক বিভাজন ঘটে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গান্ধি প্ররিবারচ্যুত শ্রীমতি মেনকা গান্ধি ও তাঁর পুত্র বরুণ গান্ধি, ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গী। একজন মন্ত্রী তো অনজেন সাংসদ। যে 'বিতর্কিত' দলটির সঙ্গে নেহরু গান্ধি পরিবারের তীব্র রাজনৈতিক সংঘাতের কথা সবাই কমবেশি জানেন। ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাস থেকে যাঁরা নেহরু গান্ধি পরিবারের 'অবদান' মুছে দিতে বদ্ধপরিকর। সে প্রসঙ্গ অবশ্য আলাদা।

পরিশেষে বলার এই যে দলের কান্ডারিদের ছেলেমেয়েরা রাজনীতিতে আসুন, কোনও আপত্তি নেই। প্রত্যেকেরই রাজনীতিতে অংশ নেওয়ার নৈতিক অধিকার আছে। নেতানেত্রীর পুত্র-কন্যা বা পরিবারের সদস্য হলে ক্ষতি কী! কিন্তু তাঁরা রাজনীতিতে আসুন শিক্ষানবীশ হিসেবে। প্রাথমিক পর্যায়ে কর্মী হয়ে, নেতা হয়ে নয়। দলে থেকে রাজনীতির প্রাথমিক পাঠ তথা দেশ ও দশের সম্বন্ধ অভিজ্ঞতা অর্জন সমাজসেবা, জনসংযোগ, যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মানসিকতা তৈরির অনিবার্য বিষয়গুলি।

আর এভাবেই পর্যায়ক্রমে প্রাসঙ্গিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে তাঁদের রাজনৈতিক বোধ ও চেতনার ক্রমবিস্তার ঘটুক। তারপর দলের প্রয়োজনেই তিনি দলের নেতৃত্বে উঠে আসন। এতে কারও কোনও আপত্তি থাকবে না। দলও পাবে একজন যোগ্য নেতৃত্বকে। কিন্তু নিছক খুঁটির জোরে অযোগ্য কিম্বা অনভিজ্ঞ কেউ রাতারাতি নেতৃত্বে এলে সে দলের বিস্তার ঘটা সম্ভব নয়। নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ কিম্বা পরিবারের লোক বলেই দলের মাথায় চড়ে বসলে তার পরিণাম কখনও ভলো হয় না। এর প্রমাণ অনেক আছে। কিন্তু শিক্ষা নিতে আগ্রহী নই আমরা।

(সৌজন্যে-স্টেটসম্যান)

ডাইনি-অলৌকিক ঘটনায় উৎকণ্ঠা

অনুত্তম বন্দ্যোপাধ্যায়

গোটা ব্যাপারটার মধ্যে একটা বিনুনি থাকে। অথবা, বিনুনির মধ্যে ব্যাপারটা থাকেও বলা যায়।

সাম্প্রতিক কালে ডাইনি নিয়ে যে ক'টা বলিউডি ছবি দেখেছি তাতে কঙ্কণা সেনশর্মা থেকে শুরু করে হুমা কুরেশি, শ্রদ্ধা কাপুর সবাই চুলের গোছা সামলাতে তৎপর। চোখের পাতা ঝলসে দেওয়া রূপ, কানের লতিতে ফোসকা ফেলা গলার স্বর, হাতের চেটো ঘামিয়ে দেওয়া আবেদন, সম্মোহন ফলিয়ে একে-তাকে বগলদাবা করে চম্পট, তারপর সুযোগ বঝে ঘাড় মটকে আত্মসাৎ—সব ক্ষমতার মূলে নাকি চুল। হয়তো সেজন্যই কাউকে ডাইনি সন্দেহ করার পর তাকে আগেভাগে ন্যাড়া করে দেওয়া হয়। এত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকতে চুল কেন চক্ষুশুল হল তা তলিয়ে দেখা দরকার। মনোবজ্ঞানের ব্যাখ্যায়, চুল কেটে দেওয়ার সঙ্গে যৌনক্ষমতা ছেঁটে দেওয়ার একটা সম্পর্ক আছে। এ প্রায় লিঙ্গচ্ছেদের সমার্থক। তাহলে কারা ডাইনি? যৌনতার সঙ্গে তাদের অশুভ ক্ষমতাকে কেনই বা এক ব্যাকেটে পুরে ফেলা হয়? হয়, কারণ যৌনতা মানেই সাধারণত অশুভ, দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া।

সেব নারী বৈধ পুরুষটির সঙ্গে দাম্পত্যের খাটে নিজেকে বিছিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের যৌনতা (পড়ুন জনন) অবশ্যই শুভ, কারণ সেটি স্বামীসেবার অংশ। পরিবারবৃদ্ধির কার্যালয়। কিন্তু যে নারী সেই অর্থে কোনও প্রথায় বা প্রতিষ্ঠানে নিজেকে জড়াননি, যে নারী অকপটে বলেন 'আমার মা হতে ইচ্ছে করে না', যে নারী সঙ্গীর কাছে নির্লজ্জ আদরের দাবি জানান, যে মেয়েটি আরেক নারীর সঙ্গে ভালবেসে ঘর বাঁধেন, কিংবা ভিনধর্মে প্রেম করে 'অনার কিলিং'-এর ঝুঁকি নেন---তাঁদের সকলের মধ্যেই সমাজ ডাইনি' দেখে।

বিয়ের কিছুদিনের মাথায় সৌমি বিধবা হয়। তার স্বামীর মৃত্যু হয় বাইক দুর্ঘটনায়। শোক-থিতনোর আগেই যৌথ পরিবারের বিভিন্ন ঘরে একটি গুঞ্জন ওঠে। সৌমির কানে আসতে থাকে—সে-ই নাকি তার স্বামীকে খেয়েছে। পোষা বিড়ালটিকেও তার শাগরেদ ধরে নিয়ে শুরু হয় অবহেলা, কারও ঘরের কাছে গেলেই গায়ে জল ছিটিয়ে সরিয়ে দিত শ্বশুরাবড়ির লোকজন। না, তাকে সরাসরি 'ডাইনি' বলে ডাকা হত না। মধ্য কলকাতার আপাত শিক্ষিত পরিবারটি ওটুকু সহবত দেখিয়েছিল। কিন্তু ভাশুরপো মাধ্যমিক দিতে যাওয়ার আগে সৌমির ঘর থেকে বেরানো নিষেধ ছিল। সে তো অপয়া, যেন তার মুখ দেখলেই গাড্ডা! ননদের মেয়ের অন্নপ্রাশনে সে নিমন্ত্রিত হলেও বাড়িসুদ্ধ লোক সজাগ ছিল যাতে বাচ্চা তার কোলে না যায়। আমার ক্লিনিতে আসার সপ্তাহখানেক আগে সে খেয়াল করে, চাড়া বিড়ালটি তার বেড়ে দেওয়া খাবার না ছুঁয়ে রোদ চাইছে। ওই দিন প্রথম তারও প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি সে সত্যি অশুভ? ডাইনি? সেশনেও সে বারবার বলছিল, 'আমার পায়ের পাতাটাও বোধহয় বদলে যাচ্ছে, আগে যে সাইজের জুতো গলত, এখন তাতে আঁটছি না।' বিড়ালের অরুচি হতে পারে, এক একটা দোকানের জুতোর সাইজে ফারাক থাকতে পারে---এইসব সহজ ব্যাখ্যা সৌমিকে আর আশ্বস্ত করছিল না। অ্যাদ্দিন ধরে বাকিরা যে নজরে তাকে দেখেছে, এবার সে-ও সেই চোখ রপ্ত করে নিয়েছিল। আমার 'দেবী' ছবিতেও একই ঘটনা দেখেছি।

আমার মা মারা যাওয়ার পর কিছু প্রতিবেশী এসে বলেছিলেন, 'কতখানি পূণ্যবর্তী, একমাথা সিঁদুর (জন্মে পরতেন না) নিয়ে স্বর্গে যাচ্ছে' বাবা আগে গলে মা এমন অভ্যর্থনা পেতেন কি না জানি না। আমরা নিজেদের তাগিদে কাউকে 'দেবী বানাই, কাউকে 'ডাইনি'। যার সত্তার ওপর অলৌকিক পরিচয় চাপানো হল, সে নিজের অজান্তেই বহু সময় তাতে বিশ্বাস করতে শুরু করে। এখানেই স্টিগমার আসল কেরামতি। একজন মানুষকে কুৎসিত তকমা দিয়ে এমনভাবে কোণঠাসা করবে যে, সে নিজেই সেই কোণ ছেড়ে বেরতে সংকোচ করবে, পাছে অন্যের ক্ষতি করে ফেলে? যে নারী একা, তাকে নিয়ে সমাজ বরাবর তটস্থ। তাদের নিয়ে আমাদের জল্পনা আর কৌতূহল রাতারাতি মগডালে ওঠে। এই বুঝি পুরুষ-অভিভাবকহীন একদল অরক্ষিতা নারী একঢাল যৌবন নিয়ে এর -তার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়ে দেবে। ডাইনির মধ্যে মেনকাসুলভ বৈশিষ্ট্য বাধ্যতামূলক।

যার শরীরে বিভঙ্গ আছে কিন্তু এয়ো -স্ত্রী চিহ্ন নেই, সেই বিদ্যুৎলতাটি যেন অন্যের নটে গাছ মুড়োবে বলে তক্কে তক্কে আছে। যে মেয়ের নিজের সংসার ধর্ম নেই, সে নির্ঘাত অন্যের বরকে ফুঁসলে নেবে বলে ব্রত নিযেছে। নিজের নেই বলে অন্যের তুলতুলে বাচ্চার প্রতি বিষদৃষ্টি হানছে। ডাইনি প্রসঙ্গে প্রচলিত আখ্যানগুলোতে আমার আকছার শুনি— অন্যের বর বাচ্চার ওপর হামলায় নাকি তারা ওস্তাদ। আহা, সেই দুধের ঝিনুক ঠেঁটে-সাঁটা বরই বা কী করে? ডাইনির অমন ডায়নামিক ডাক উপেক্ষা করা যায়? সব দায় তার। ঘরগুলি দাহ্য ছিল কি না দেখব না, যে মেয়ের সঙ্গে পরকীয়া হয়, আগুন তার ডাইন সে। তাকে পুড়িয়ে মারাই যেন নৈতিক সমাধান।

আসলে ভয়টা তাকে নিয়ে নয়, আমাদের যে প্রবৃত্তিগুলো তাকে দেখা গা ঝাড়া দেয়, ভয়টা তাদের নিয়ে। তার চারপাশে বেড়া দিতে পারলে যেন আমার বেয়াড়া ইচ্ছেগুলো ঝিমিয়ে পড়বে। অতএত তার মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হয়, মুখে কালি মাখানো হয়, তাকে 'ডিসেক্সুয়ালাইজ' করার বন্দোবস্ত চলে। আমরা তো গানেও শুনেছি, 'রূপের ওই প্রদীপ ওই প্রদীপ জ্বেলে কী হবে তোমার ....যদি কেউ না থাকে নেবার'। নারী যতক্ষণ অন্যর জন্য প্রাণপাত করছে, নিজের চাকরি লাটে তুলে বরের সঙ্গে অন্য শহরে উড়ান দিচ্ছে, অম্বলের ওষুধ খেয়েও সন্তানের মঙ্গলকামনায় উপোস করছে, ততক্ষণ সে সতী। কিন্তু যে নারী অকুণ্ঠিতভাবে নিজের আবেদনকে উদ্‌যাপন করে, কোনও নির্দিষ্টি পুরষের কাছে চোখ-কান বুজে নিজেকে নিবেদন করার তোয়াক্কা করে না, যার ইতিহাসে একাধিক সম্পর্কে গমনের দলিল আছে, তাকে পুরুষতন্ত্র দমিয়ে দিতে চাইবেই। যাকে খোপে ফেলা যায না , খাপে পোরা যায় না, তার জন্য খাপ পঞ্চায়েত বসে।

যে মেয়ে নিয়ম মেনে ছককাটা পথে হাঁটছে না, তার সঙ্গে ছক করা যেতে পারে, তাকে স্টক করা যেতে পারে , কিন্তু তাকে সম্মান করতে আমাদের বাধে। আমরা শিক্ষিত বাংলায় তাকে 'বিপথগামী' বলি, আর মনে মনে ভাবি 'ডাইনি'। সোজা পথ নিচ্ছে না মানেই পায়ের পাতা উল্টো।

আরেক ধরনের গুলতাপ্পির ডাইনি আছে। এতক্ষণ যাদের কথা বলছিলাম, তারা সত্যিকারের ডাইনি, এমন নয়। কিন্তু তাদের দাপট, তাদের লাস্য, তাদের উদ্দামতাকে সহ্য করতে না পারলেও আমরা একটু সমঝে চলি।

(সৌজন্যে-প্রতিদিন)

শনিবার ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হয়। ছবি- নিজস্ব।

অন্নপ্রাশনে চারাগাছ উপহার দিয়ে নজির গড়লেন সুন্দরবনের যুবক

ক্যানিং, ৮ জুন (হি. স.) : সদ্য উদযাপিত হয়েছে পরিবেশ দিবস। আর সেই পরিবেশ দিবসের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার অন্নপ্রাশনে উপহার হিসেবে চারাগাছ দিয়ে নজির সৃষ্টি করলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবনের ঝড়খালির এক যুবক। প্রশান্ত সরকার নামে এই যুবকের এহেন উপহারে প্রথমে আগত অতিথিরা সকলে নাক সিটকালেও পড়ে তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে যুবককে সাধুবাদ জানিয়েছেন প্রত্যেকেই।

ইদানীং বিয়ে বা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে রক্তদান, কিম্বা অতিথি অভ্যাগতদের হাতে চারাগাছ তুলে দিয়ে অনেকেই সমাজকে বার্তা দিতে চেয়েছেন। এবার গৃহকর্তা নয়, খোদ আমনন্ত্রিত অতিথিই সমাজকে বার্তা দিতে এই ধরনের এক সামাজিক উদ্যোগ নিলেন। শুক্রবার অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে প্রশান্ত সরকার নামে এক যুবক উপহার স্বরূপ অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু ছোট্ট হিয়ার হাতে তুলে দিলেন একটি ফলের চারাগাছ। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ঝড়খালি গ্রাম পঞ্চায়েতের পার্বতীপুরের এই অনুষ্ঠান বাড়িতে এ ধরনের উপহার দেখে অতিথি অভ্যাগতরা প্রথমে সকলেই চমকে যান। পরেশ মণ্ডল ও মল্লিকা মণ্ডলের মাস ছয়েকের মেয়ে হিয়ার অন্নপ্রাশনে অন্যান্য অতিথিরা যেখানে সোনা বা রূপার গহনা, দামী খেলনা বা দামী পোশাক নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন সেখানে এই যুবক কেন গাছের চারা নিয়ে উপস্থিত হলেন তা নিয়ে আগত অতিথিদের মধ্যে কানাঘুষো ও শুরু হয়ে যায়। কিন্তু তাতে কর্ণপাত না করে প্রশান্ত হিয়ার বাবা ও মায়ের হাতে জামরুল গাছটি তুলে দিয়ে বলেন, "সারা বিশ্বজুড়েই ধ্বংস হচ্ছে সবুজ। দিনের পর দিন আমাদের সুন্দরবন ও ধ্বংস হচ্ছে। সবুজ রক্ষা না করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বাঁচবে না। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। তাই একে প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য অবিলম্বে প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগানো প্রয়োজন। একমাত্র গাছই পারে আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষা করতে। তাই ছোট্ট হিয়ার জন্য এর থেকে ভালো উপহার আমি কিছু খুঁজে পাইনি"। অতিথিরা প্রথমে অনেকেই নাক সিটকালেও পরে সকলেই প্রশান্তের এই উদ্যোগকে কুর্ণিশ জানিয়েছেন। নতুন এই উপহার পেয়ে খুশি হয়েছেন হিয়ার বাবা, মাও। শুধুমাত্র হিয়াকে নয়, এদিন এই অন্নপ্রাশনে আগত আরও অন্তত কুড়িটি শিশুর হাতে এই ধরনের চারাগাছ তুলে দেন এই যুবক। কেন ফলের গাছ উপহার হিসেবে তুলে দিলেন তিনি? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রশান্ত বলেন, " সাধারণত ফলের গাছ অনেকেই ফল পাওয়ার আশায় অনেক বেশী যত্ন করে লাগান ও তার পরিচর্যা করেন। সেই কারণেই ফলের গাছকেই বেছেছি"। আগামী দিনে সমস্ত আমন্ত্রণ বাড়িতেই এই গাছই উপহার হিসেবে নিয়ে যাবেন বলেই জানিয়েছেন বছর তিরিশের এই যুবক।

গরমে নাজেহাল দিল্লিবাসী, আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি. স.) : দিনকয়েক আগেই চলতি বছরকে শুষ্কতম বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। জুন মাস পড়ে গেলেও এখনও দেখা নেই বর্ষার। দেশজুড়ে কয়েকটি জায়গায় সামান্য ঝড়বৃষ্টি হলেও অধিকাংশ স্থানে তাপপ্রবাহ অব্যাহত, সেই সঙ্গে উত্তর ভারত সহ একাধিক অঞ্চলে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তাপমাত্রা। দু-দিন আগেই স্বল্প ঝড়ের পূর্বাভাস থাকলেও শনিবার তাপপ্রবাহ অব্যাহত রইল রাজধানী দিল্লিতে। সকাল সাড়ে আটটাতেই সফদরজংয়ের হাওয়া অফিস এদিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা চলতি মরশুমের স্বাভাবিক তাপমাত্রা। দিল্লির আবহাওয়া দফতর এদিন জানায়, আগামী দু-দিনের মধ্যে তাপমাত্রা হ্রাস পাবে বলে আশা করা হচ্ছে না। সফদরজংয়ের আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, এদিন দিল্লির বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৫৬ শতাংশ।

এদিন শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে বলে জানিয়েছে দিল্লির আবহাওয়া দফতর। আবার, বেসরকারি স্কাইমেট ওয়েদার পূর্বাভাস দিয়েছে, দিনের তাপমাত্রার পারদ সর্বোচ্চ ৪৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস সীমাও স্পর্শ করতে পারে। দিল্লির আবহাওয়া দফতরের এক কর্তা বলেন, 'অন্যান্য দিনের মতোই আকাশ পরিষ্কার থাকবে। আগামী দুই দিনের মধ্যে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।' ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বৃহত্তর এলাকায় পরপর দু"দিনের তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকলে সেখানে তাপপ্রবাহ এবং তাপমাত্রার পারদ চড়ে ৪৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছালে সেখানে প্রবল তাপপ্রবাহ ঘোষণা করা হয়। সেক্ষেত্রে, রাজধানী দিল্লির মতো এলাকায়, একদিনের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছালেই তাপপ্রবাহ ঘোষণা করা হয়।

কেন্দ্র-রাজ্য বিবাদে ক্ষতি রাজ্যেরই, মন্তব্য অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদদের

কলকাতা, ৮ জুন (হি.স.) : কেন্দ্রের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে কোনও রাজ্যের লাভ হয়নি। শনিবার এই মন্তব্য করেন অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদ তথা 'অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটস'-এর সদ্য-প্রাক্তন সভাপতি পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী। ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে এক আলোচনাসভার ফাঁকে তিনি এ কথা বলেন।

১৯৭৭ ব্যাচের 'ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস'-এর আমলা পিনাকবাবু 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "কেন্দ্র-রাজ্য মতানৈক্য থাকতেই পারে। কিন্তু রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করে। সম্পর্কের অবনতির জন্য সেই বরাদ্দ কমে গেলে ক্ষতি হবে রাজ্যের।"

পিনাকবাবুর মতই দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন ১৯৭৭-এর আর এক আইএফএস অন্তর রাষ্ট্রীয় সহযোগ পরিষদের সভাপতি তথা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি শিক্ষক বীরেন্দ্র গুপ্ত। 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "গণতন্ত্রের স্বার্থে কেন্দ্র-রাজ্য দু'পক্ষকেই পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়নের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। রাজনৈতিক মতানৈক্য থাকতেই পারে। কিন্তু তারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। ওঁদের রায়কে মর্যাদা দিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্ব দিতে হবে। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ওপরে মানুষের রায়কে মান্যতা দিতে হবে।"

মৌলনা আবুল কালাম আজাদ ইন্সটিট্যুট অফ এশিয়ান স্টাডিজের অধিকর্তা শশী কুমার 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, নানা কারণে কেন্দ্র-রাজ্য মতানৈক্য হয়। কখনও ভাষা, কখনও অর্থনীতি অনেক কারণেই এই মতবিরোধ হতে পারে। তবে, এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মার খেলে তা রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে।

আপাতত স্বস্তি, খোলা আকাশের নীচে 'বিদেশি' অভিযোগে বন্দি প্রাক্তন সেনা আধিকারিক সানা উল্লাহ

গুয়াহাটি, ৮ জুন (হি.স.) : অন্তর্বর্তী জামিনে মুক্তি পেয়ে খোলা আকাশের নীচে এলেন 'বিদেশি' ঘোষিত গোয়ালপাড়া কারাগারের ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি প্রাক্তন সেনা আধিকারিক, কারগিল যুদ্ধের অন্যতম প্রথমসারির সেনানি, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত মহম্মদ সানা উল্লাহ। শুক্রবার গুয়াহাটি উচ্চ আদালত তাঁকে অন্তর্বর্তী জামিনে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল।

ওই নির্দেশের ভিত্তিতে আজ শনিবার দুপুরের দিকে সানা উল্লাহকে গোয়ালপাড়া ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে গুয়াহাটির আমিনগাঁও থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এখানে আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে তাঁর পরিবারের হাতে সমঝে দিয়েছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, এগারো দিন কারাগারে বন্দি জীবন কাটিয়ে আজ পরিবারের সঙ্গে মিলেছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন সেনা আধিকারিক তথা অসম পুলিশের সদ্য-প্রাক্তন এসএসআই মহম্মদ সানা উল্লাহ। গত ২৯ মে সানা উল্লাহকে গ্রেফতার করে গোয়ালপাড়ার ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিয়েছিল বর্ডার পুলিশ।

মহম্মদ সানা উল্লাহ ১৯৮৭ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। এর পর টানা ৩০ বছর বিভিন্ন পদে চাকরি করে ২০১৭ সালে সেনাবাহিনীর সাম্মানিক ক্যাপটেন পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন তিনি। চাকরির সময়কালে ১৯৯৯ সালে কারগিল যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। তিনি ২০০৮ সালে মণিপুরে জঙ্গি-বিরোধী অভিযানেও অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে গত ২০০৯ সালে ফরেনার্স ট্রাইবুনালে মামলা রুজু হলেও এ-সম্পর্কে তিনি জানতে পারেন অবসর গ্রহণের পর গত ২০১৭ সালে।

এত সবের পরও রহস্যজনকভাবে চলতি বছরের ২৩ মে কামরূপ জেলার বকোয় অবস্থিত ২ নম্বর ফরেনার্স ট্রাইবুনাল তাঁকে বিদেশি বলে ঘোষণা করে। এই ঘোষণার পর গত ২৯ মে তাঁকে পুলিশ গ্রেফতার করে পাঠিয়ে দিয়েছে গোয়ালপাড়া কারাগারের ডিটেনশন ক্যাম্পে। এ ঘটনার পর রাজ্যজুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালকেও ময়দানে নেমে বলতে হয়েছিল, টানা ৩০ বছর খ্যাতির সঙ্গে সেনাবাহিনীতে চাকরিরত একজন ব্যক্তিকে কী করে বিদেশি বলে শনাক্ত করা হল, সে-সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত করা হবে।

সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর এক্স-সার্ভিস ম্যানের কোটায় ৫২ বছরের সানা উল্লাহকে অসম পুলিশের সীমান্ত শাখার এএসআই পদে চাকরি দেওয়া হয়। কিন্তু বিদেশি বলে ঘোষণা করার পর পুলিশের চাকরি থেকে গত ১ জুন তাঁকে অব্যাহতি দিয়েছে রাজ্যের সংশ্লিষ্ট প্রশাসন। অসম পুলিশের সীমান্ত শাখার স্পেশাল ডিরেক্টর জেনারেন ভাস্করজ্যোতি মহন্তের বক্তব্য, আইন মোতাবেক তিনি মহম্মদ সানা উল্লাহকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। ট্রাইবুনালের রায়ের ওপর ভিত্তি করেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, দাবি ডিজিপি (সীমান্ত)-র।

সানা উল্লাহের পত্নীর অভিযোগ, ফরেনার্স ট্রাইবুনাল উপযুক্ত নথিপত্র যাচাই না করে তাঁর স্বামীকে বিদেশি বলে কী করে ঘোষণা করেছে তা তদন্ত-সাপেক্ষ। সানা উল্লাহকে বিদেশি মামলা সম্পর্কে কোনও পুলিশ অফিসারও কোনওদিন এসে জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। তবে তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে আইনি যুদ্ধের অবতীর্ণ হয়েছেন, জানান পত্নী। বিদেশি ট্রাইব্যুনাল প্রদত্ত রায়কে চ্যালেঞ্জ করে এবং তাঁর জামিন চেয়ে ইতিমধ্যে ডব্লিউপি (সি) ৩৬১৭ / ২০১৯ নম্বরে গুয়াহাটি উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন দাখিল করা হয়েছিল। পাশাপাশি আইএ (সিভিল) ১৮৭৭ / ২০১৯ নম্বরের আরেকটি আবেদন দাখিল করেছিলেন সানা উল্লাহ-এর কেঁসুলি ইন্দিরা জয়সিং। তাঁকে সহযোগিতা করেছেন দুই সিনিয়র আইনজীবী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী এবং সৈয়দ বুহানুর রহমান।

দুটি আবেদনের ওপর শুক্রবার শুনানি গ্রহণ করে গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের দুই বিচারপতি মনোজিৎ ভুঞা এবং প্রশান্তকুমার ডেকার ডিভিশন বেঞ্চ। শুনানি শেষে দুই জামিনদার এবং ২০ হাজার টাকার বন্ডে ডিভিশন বেঞ্চ শর্ত সাপেক্ষে সানা উল্লাহের অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করে। শর্ত বেঁধে বিচারপতি মনোজিৎ ভুঞা এবং প্রশান্তকুমার ডেকার ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে মুক্তি দেওয়া হলেও সীমান্ত শাখার পুলিশ সুপারের অনুমতি এবং অনুমোদন ছাড়া সানা উল্লাহ কামরূপ এবং কামরূপ মেট্রো-র সীমাক্ষেত্রের বাইরে যেতে পারবেন না। তাছাড়া জামিনের মুক্তি দেওয়ার আগে তাঁর দু চোখের মণি, দু হাতের আঙুলের বায়োমেট্রিক ছাপ এবং ফটো তুলে রাখতেও নির্দেশ দিয়েছেন দুই বিচারপতি।

এদিকে সানা উল্লাহের দায়েরকৃত আবেদনে বিবাদী হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, জেলাশাসক, সীমান্ত শাখার পুলিশ সুপার, এনআরসি-র রাজ্য সমন্বয়ক, প্রতিরক্ষা মন্ত্রালয় এবং সীমান্ত শাখার পূর্বতন তদন্তকারী আধিকারিক চন্দ্রমল দাসকে চার সপ্তাহের সময়সীমা বেঁধে উপযুক্ত জবাব চেয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে উচ্চ আদালত। পাশাপাশি বকোর ২ নম্বর বিদেশি ট্রাইব্যুনানের ১৯৭৮ / ২০১৬ নম্বরের মামলার কেস ডায়েরিও তলব করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সীমান্ত শাখা পুলিশের যে তদন্তকারী অফিসারের রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাক্তন সেনা আধিকারিক মহম্মদ সানা উল্লাহকে বিদেশি বলে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে, সেই পুলিশ অফিসার চন্দ্রমল দাসের বিরুদ্ধে বকো থানায় এজাহার দাখিল করা হয়েছে। আমজাদ আলি আহমেদ, সোবাহান আলি এবং কুরান আলি নামের তিনজন দাখিল করেছেন এজাহার। সানা উল্লাহের বিরুদ্ধে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে সাক্ষী হিসেবে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছিল এই তিনজনের নাম। কিন্তু সমগ্র ঘটনার কথা অস্বীকার করেছেন এজাহারকারী আমজাদ আলি আহমেদ, সোবাহান আলি এবং কুরান আলি। ঘটনা সম্পর্কে তাঁরা বিন্দুবিসর্গ জানেন না বলে দাবি করেছেন তাঁরা। তিনজনই জানান, সাক্ষ্য প্রদান করতেও তাঁদের ডাকা হয়নি। তাঁদের অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁদের সই জাল করা হয়েছে।

অন্যদিকে সীমান্ত শাখার পুলিশ অফিসার চন্দ্রমল দাস বলেছেন, নামে গণ্ডগোল বেঁধেছে। তিনি সেনা আধিকারিক মহম্মদ সানা উল্লাহের নামে প্রতিবেদন দাখিল করেননি। একই নামের অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিদেশি সংক্রান্ত রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন তিনি। নাম বিভ্রাটে এমন হয়েছে বলে দাবি করেছেন চন্দ্রমল।

নিউ ইয়র্কে হামলার পরিকল্পনার অভিযোগ বাংলাদেশি আশিকুলের বিরুদ্ধে

ঢাকা, ৮ জুন (হি. স.) : নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর পরিকল্পনা করার অভিযোগ আনা হয়েছে বাংলাদেশী অভিবাসী আশিকুল আলমের বিরুদ্ধে। ৬ জুন তাকে গ্রেফতার করা হয়। ৭ জুন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। এর আগে তিনি কুইন্সে বসবাস করতেন।

কর্তৃপক্ষ বলেছে, জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস এবং আল কায়েদার সাবেক প্রধান ওসামা বিন লাদেনের ভীষণ প্রশংসা করেন আশিকুল আলম। তিনিই টাইমস স্কয়ারে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। এজন্য ছদ্মবেশী এক গোয়েন্দা এজেন্টের কাছ থেকে একজোড়া আধা-স্বয়ংক্রিয় পিস্তল কেনার বন্দোবস্ত করেছিলেন। বলা হয়েছিল, ওই পিস্তলের ক্রমিক নম্বর তুলে ফেলে তার কাছে সরবরাহ করতে হবে।

এই অস্ত্র দিয়ে তিনি জনবহুল ম্যানহাটানে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের আইন মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়েছে। এই খবর প্রকাশ করেছে টাইমস অব ইসরাইল, মালয়েশিয়ার নিউ স্ট্রেইটস টাইমস। খবরে বলা হয়েছে, আশিকুল আলম চোখে চশমা ব্যবহার করেন। কিন্তু হামলা চালানোর সময় যদি চশমা পড়ে যায় তাহলে তার দৃষ্টিশক্তির সমস্যা হবে। এজন্য তিনি সম্প্রতি চোখের দৃষ্টিশক্তি উন্নত করাতে অস্ত্রোপচার করিয়েছেন।

অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, তিনি টাইমস স্কয়ারে আত্মঘাতী ভেস্ট অথবা এআর-১৫ রাইফেল দিয়ে হামলা চালাতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি ও ছদ্মবেশী ওই এজেন্ট বেশ কয়েকবার প্রাথমিক অনুমান হিসাব নির্ধারণে টাইমস স্কয়ার পরিদর্শন করেছেন। আশিকুর মনে করেছিলেন, সেখানে এমন হামলা চালানো গেলে 'লিজেন্ডে পরিণত হবেন। কিন্তু তাকে সঙ্গ দেওয়া ব্যক্তি যে ছদ্মবেশী এজেন্ট তা বুঝতে পারেননি আশিকুল আলম। অভিযোগে বলা হয়েছে, তার খায়েস ছিল একটি রকেট লঞ্চার দিয়ে লোয়ার ম্যানহ্যাটানে নতুন বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র ধ্বংস করে দেয়ার। তিনি ওসামা বিন লাদেনের ভূয়সি প্রশংসা করেন। বলেন, লাদেনের মিশন পুরোপুরি সফল হয়েছে। তার হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের হাজার হাজার সেনা নিহত হয়েছে এবং শত শত কোটি ডলার ক্ষতি হয়েছে যুদ্ধে। নিউ ইয়র্কে এফবিআইয়ের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা উইলিয়াম স্বয়েনি বলেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল একটি সন্ত্রাসী হামলা চালানো। তিনি অস্ত্র কিনে এই ভয়াবহ হামলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। হত্যা করতে চেয়েছিলেন নিউ ইয়র্কারদের, টার্গেট করতে চেয়েছিলেন নির্বাচিত কর্মকর্তাদের এবং হামলা করতে চেয়েছিলেন পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে।

অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, ২০১৮ সালের আগস্টে ছদ্মবেশি ওই গোয়েন্দা এজেন্টের সঙ্গে আশিকুল আলমের প্রথম সাক্ষাত হয়। তবে কিভাবে তারা দু'জন একত্রিত হয়েছিলেন সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। এনিয়ে ওই ছদ্মবেশী এজেন্টের সঙ্গে মোমের আলোতে ১০ মাস ধরে বৈঠক চলতে থাকে। এতে পরিকল্পনা, অস্ত্র কেনা নিয়ে আলোচনা হয়। এই সময়ই আশিকুল আলম আল কায়েদা ও আইএসের প্রশংসা করেন। আদালতের দলিল অনুযায়ী, ২০১১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলাকে তিনি একটি পরিপূর্ণ সফলতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

মিডটাউন ম্যানহ্যাটানে টাইমস স্কয়ারের চারপাশে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সব স্থাপনা। এখানে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু হামলার চেষ্টা হয়েছে। ২০১৭ সালে একটি পাতালপথের করিডোরে পাইপবোমা বিস্ফোরণ ঘটায় এক ব্যক্তি। এই করিডোরটি ব্যস্ততম পোর্ট অথরিটি বাস টার্মিনাল থেকে টাইমস স্কয়ার পর্যন্ত সংযুক্ত করেছে। ওই বিস্ফোরণে তখন কম্পিউটার যোগাযোগ বিঘ্নিত হয়। ভীতি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। যে ব্যক্তি এই হামলা করেছিলেন তিনিই এতে গুরুতর আহত হন। এই ঘটনায় গত বছর সন্ত্রাসের অভিযোগে অভিযুক্ত হন আইএসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশী আকায়েদ উল্লাহ।

ওয়ানাডে গিয়ে নরেন্দ্র মোদীর নিন্দায় মুখর রাহুল

মালাপ্পুরম, ৮ জুন (হি.স.) : কেরলের ওয়ানাড সফরের দ্বিতীয় দিনে নরেন্দ্র মোদীর নিন্দায় মুখর হলেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। দেশকে ভাগ করার জন্য বিষ ছড়াচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। শনিবার এমনই দাবি করলেন কংগ্রেস সভাপতি।

এদিন ওয়ানাডের কালপেট্টায় এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, জাতীয় স্তরে কংগ্রেস বিষের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। দেশকে ভাগ করার জন্য বিষ ছড়াচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। নির্বাচনে জেতার জন্য মিথ্যা কথা বলেছেন তিনি। রাগ এবং ঘৃণার মাধ্যমে দেশকে ভাগ করতে চাইছেন নরেন্দ্র মোদী। রাগ, ঘৃণা, নিরাপত্তাহীনতা, মিথ্যার প্রতীক হচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। কংগ্রেসের জন্য দলমত নির্বিশেষে সবার জন্য দরজা খোলা রয়েছে।

তিনদিনের ওয়ানাড সফরে গিয়েছেন রাহুল গান্ধী। প্রথমদিন শুক্রবার বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে রোড-শো করেন কংগ্রেস সভাপতি। সেই রোড-শোতে উপস্থিত ছিল বহু কংগ্রেস নেতা-কর্মী। শনিবার সকালে ওয়ানাডে বিভিন্ন প্রতিনিধিদের

ছয়ের পাতায়

'দিদির ভরসা প্রশান্ত', ফেসবুকে তৃণমূল সুপ্রিমোকে কটাক্ষ অধীর চৌধুরির

কলকাতা, ৮ জুন (হি.স.) : 'দিদি'র মন শান্ত করতে বাংলায় 'প্রশান্ত'র আগমণ।' ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর ও তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠক নিয়ে কটাক্ষ করলেন বহরমপুরের কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরি। তাঁর মতে ভোটে সাফল্যের মুখ দেখতে 'দিদির ভরসা প্রশান্ত।'

শনিবার ফেসবুকে পোস্ট করেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। সেখানেই তিনি লেখেন, 'বিপদে পড়ে হিন্দু বলে ভগবান ভরসা, মুসলিম বলে এলাহী ভরসা, খ্রিস্টান বলে যীশু ভরসা, কংগ্রেস বলে জনগণ ভরসা, আর মমতা ব্যানার্জি বলেন প্রশান্ত ভরসা!'

লোকসভা ভোটের আগে বাংলায় ৪২ এ ৪২ এর ডাক দেন তৃণমূল নেত্রী। বাস্তবে, গেরুয়া ঝড়ে মমতার স্বপ্ন অঙ্কুরও ফোটাতে ব্যর্থ। নিজের দলেরই আসন সংখ্যা কমেছে জোড়াফুল শিবিরের। যা নিয়ে ফেসবুকে তৃণমূল নেত্রীকে টিপ্পনি কাটতে ছাড়েননি প্রদেশ কংগ্রেসের এই ডাকাবুকো নেতা। তিনি লেখেন, '৪২ এ ৪২ টা আসন দখল করতে না পেরে অশান্ত 'দিদি'র মন শান্ত করতে বাংলায় 'প্রশান্ত'র আগমণ!!!'

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার বিকেলে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রায় চল্লিশ মিনিট কথা হয় প্রচার কুশলী প্রশান্ত কিশোরের। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাসংদ তথা মমতার ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তৃণমূল সূত্রে খবর, মমতা সঙ্গে প্রশান্ত কিশোরের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল লোকসভা ভোটে তৃণমূলের খারাপ ফল। প্রশান্ত কিশোর আসন ধরে ধরে তাঁর মতামত ব্যাখ্যা করেন মমতার কাছে।

জানা গিয়েছে, বাংলায় গেরুয়া বাহিনীকে ঠেকাতে তৃণমূলের হয়ে এবার কাজ করতে পারেন প্রশান্ত কিশোর। উল্লেখ্য, ভোট কুশলি প্রশান্ত ২০১৪ সালে মোদীর নির্বাচনী প্রচারে নজর কেড়েছিলেন ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি জেডিইউ-তে যোগ দেন এবং এক মাস পরে সে দলের জাতীয় সহ সভাপতি হন। ২০১৫ সালের বিহার বিধানসভা ভোটে নীতীশ কুমারের নির্বাচনী প্রচারের কৌশল রচনা করেছিলেন তিনি। এবার ওয়াইএসআর কংগ্রেসের চাণক্য রূপে কাজ করেও সাফল্য এনে দেন। রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, তাহলে কী মোদী ক্যারিশ্মর কাছে ম্লান মমতা ম্যাজিক। নিজের প্রচার কৌশলে আর ভরসা নেই দিদির। নাকি, ভাইদের

ছয়ের পাতায়

বারাণসী মতো প্রিয় কেরল : নরেন্দ্র মোদী

গুরুভায়ুর, ৮ জুন (হি.স.) : বারাণসীর মতোই কেরল আমার কাছে খুবই প্রিয়। লোকসভা নির্বাচনে বিপুল জয়ের পর কেরলে প্রথম জনসভায় এমনই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন কেরলের গুরুভায়ুরে জনসভার বক্তব্য রাখতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেন, লোকসভা নির্বাচনে কেরলে কোনও আসন পায়নি বিজেপি। তা সত্বেও বারাণসীর মতো কেরল আমার কাছে খুব প্রিয়। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে সমস্ত রকমের সহযোগিতা যাতে কেরলবাসী পায়, তা নিশ্চিত করা হবে। মতানৈক্য থাকলেও সমস্ত রকমের সহযোগিতা কেরল সরকারকে করা হবে। নির্বাচনে জেতা-হেরা লেগেই থাকবে। কিন্তু দেশের সেবা এবং উন্নয়নের সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই উন্নয়নের ধারা থেকে কেরলও বঞ্চিত হবে না। নিপাহ ভাইরাস রুখতে সমস্ত রকমের সাহায্য কেরল সরকারকে করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এমনকি নিপাহ মোকাবিলা করার জন্য সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলার জন্য জনগণকে অনুরোধ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, গণতন্ত্রে নির্বাচনের যথাযথ স্থান রয়েছে। যে জিতছে তার দায়িত্ব ১৩০ কোটি মানুষের খেয়াল রাখার। যা আমাদের ভোট দিয়েছে আর যারা দেয়নি দুই পক্ষই আমার খুব প্রিয়।

এর আগে কেরলের গুরুভায়ুরের বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে শনিবার সকালে পুজো দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মন্দিরের ভেতর তুলাভরম করেন তিনি। এই প্রথার মাধ্যমে এক ব্যক্তির সমান ওজনের জিনিস, যেমন ফুল, শস্য, ফল সহ অন্যান্য বস্তু ভগবানের নামে উৎসর্গ করা হয়। এর জন্য এদিন বিপুল পরিমাণ পদ্মফুল মন্দির কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত রেখেছিল।

ফরিদাবাদের একটি কনভেন্ট স্কুলে আগুন, মৃত ৩

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি. স.) : শনিবার সকালে বিধ্বংসী আগুন লাগে দিল্লির কাছে ফরিদাবাদের একটি কনভেন্ট স্কুলে। এই আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছে দুই পড়ুয়া সহ তিন জন। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় দমকল। জানা গিয়েছে, ফরিদাবাদের ডাবুয়া কলোনিতে রয়েছে এই কনভেন্ট স্কুল। স্কুলের নীচে একটি কাপড়ের দোকান ছিল। সেখানেও আগুন

ছয়ের পাতায়

১০ মে-র হাইলাকান্দি : আসছেন অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, সোমবার গণ-শুনানি

হাইলাকান্দি (অসম), ৮ জুন (হি.স.) : গত ১০ মে দুপুরে হাইলাকান্দি শহরের প্রকাশ্য রাস্তায় জুম্মার নামাজ আদায়কে কেন্দ্র করে গোটা শহরে দাঙ্গা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। উন্মত্ত জনতা ইট পাটকেল ছোঁড়া থেকে শুরু করে গাড়ি-ঘোড়ায় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল। আগামী ১০ জুন হাইলাকান্দি এসে ওই ঘটনার শুনানি গ্রহণ করবেন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজীবকুমার বরা।

সরকারি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এদিন অর্থাৎ আগামী সোমবার সকাল ১০টা থেকে হাইলাকান্দির আবর্ত ভবনে গণ-শুনানি গ্রহণ করবেন তিনি। শুনানি পর্বে স্থানীয় বাসিন্দা, কোনও প্রত্যক্ষদর্শী, সংগঠন বা কোনও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের সামনে হাজির হতে প্রশাসনের তরফ থেকে আনুরোধ করা হয়েছে। ১০ মে সংগঠিত সংঘর্ষ সম্পর্কে জড়িত যে-কোনও তথ্য লিখিত বা মৌখিকভাবে জমা দেওয়া যাবে। প্রসঙ্গত, ঘটনার সূত্রপাত গত ১০ মে হাইলাকান্দি শহরের মাড়োয়ারিপট্টি মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে। বেলা বারোটায় শুক্রবারের জুম্মার নমাজ আদায়ে ভিড় জমিয়েছিলেন বহু ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তাঁরা মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রকাশ্য রাস্তায় নমাজ আদায়ের জন্য অবস্থান নিলে বিবাদের সূত্রপাত। স্থানীয়রা রাস্তায় নামাজ আদায় না করার আবেদন জানাতে গেলে আচমকা মারমুখি হয়ে ওঠেন নমাজিরা। শুরু হয় মারপিট, ইট পাটকেল ছোঁড়া, ভাঙচুর। সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে গোটা শহরে। এখানে-সেখানে ভাঙচুর করা হয় যাত্রীবাহী ছোট গাড়ি, অটো রিকশা, টোটোয়। অগ্নিসংযোগ করা হয় যানবাহনে। সাধারণ মানুষ ও পথচারীরা এদিক-ওদিক দৌড়ে পালাতে থাকেন। মারমুখি জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ প্রথমে লাঠিচার্জ করে। তাতে কাজ না হওয়ায়

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

নিজেকে সুস্থ রাখতে প্রয়োজন নিয়মিত ধ্যান

এক বিষয়ে মনকে একাগ্র করতে পারলে যে-কোন বিষয়ে মনকে একাগ্র করতে পারা যায়। ধ্যান হল মনের ব্যায়াম। কোন বিষয়ে মনের কেন্দ্রীয়করণের নামই ধ্যান। নীরবে বসে সুনির্দিষ্ট ভাবে অনুশীলন করলে ধ্যানের মাধ্যমে মনোযোগ বাড়ে, সচেতনতা ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়। মনের স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ইতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গি সৃষ্টি হয়। প্রশান্তি ও সুখানুভূতি বাড়ানোর পাশাপাশি অন্তর জাগরণ ঘটে।মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে, সুস্থ থাকতে, উন্নতি করতে, জীবন উপভোগ করতে, সুখী হতে ধ্যানের গুরুত্ব অপরিসীম। ধ্যান এমন একটি ব্যায়াম যার প্রতি পদে পদে শুধু উপকার আর উপকারই আছে। ধ্যান নিজেকে নিয়ন্ত্রন করতে শেখায়। নিজের ভিতরটা বদলালে পৃথিবী বদলে যাবে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে সারা পৃথিবীর সুখ-শান্তি অর্জন করা যায়। সুখ-শান্তি অন্য কোথাও না নিজের ভিতরেই বাস করে।আমাদের দেশের শহরাঞ্চলের খুব সচেতন কিছু নারী ধ্যান বা মেডিটেশন করেন। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। মেডিটেশন বা ধ্যান মস্তিষ্কের জন্য খুব উপকারী। আমাদের মস্তিস্ক সব সময় কাজ করতে থাকে। আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখনো কাজ করে। মস্তিষ্ক সারা শরীরের নিয়ন্ত্রক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। অর্থাত বিরামহীন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। আমাদের ঘুমানোর সময়, চোখ বন্ধ করে রাখার সময় বা ধ্যান করার সময় মস্তিষ্কের বিশ্রাম হয়। এই বিশ্রামের ফলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ে। তখন সারা শরীরের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা হয়ে ওঠে আরও বেশি শক্তিশালী।ধ্যান বা মেডিটেশনের সময় মানুষ চোখ বন্ধ করে রাখে। ফলে চোখ, কপাল, ঘাড়, মাথা, চোখের চারপাশের স্নায়ু ও মাংসপেশির বিশ্রাম হয়। ধ্যানের সময় মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষেরও বিশ্রাম হয়। তখন মাথাব্যথা, ঘাড় ব্যথাও কমে। মস্তিষ্কের প্রতিটি প্রান্তে অক্সিজেন পৌঁছে যায়। এই অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত শিরা-উপশিরার মাধ্যমে সারা শরীরে সঞ্চালিত হয়। এতে শরীরের অন্যান্য অঙ্গেরও পুষ্টি হয়। অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত দেহের কার্যক্ষমতা বাড়ায়। পরিণামে কমে যায় স্ট্রেস হরমোন বা

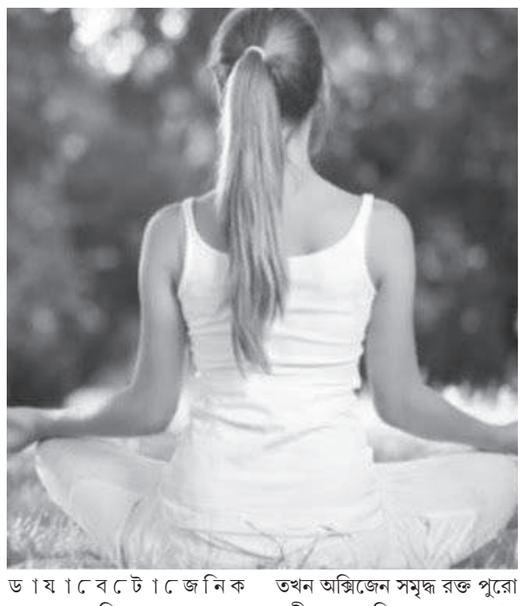

ডায়াবেটোজেনিক হরমোন।পরিণত বয়সের সব নারী-পুরুষের জন্য মেডিটেশন খুব জরুরি। আমাদের উচিত কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নিজেদের ধ্যান করা, আত্মীয়স্বজনসহ প্রতিবেশী পরিচিতদের এতে উতসাহিত করা।মস্তিষ্কের বিশ্রাম হলে এতে অক্সিজেনের মাত্রা বেড়ে যায়, তখন অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পুরো শরীরে সঞ্চালিত হয়। চোখের স্নায়ুগুলোর বিশ্রাম হয়। চোখ বন্ধ করে ধ্যান করার সময় চোখের মাংসপেশিরও বিশ্রাম হয়। নিয়মিত মেডিটেশন করলে হৃদরোগের ঝুঁকিও কমে।ধ্যান মানুষকে তার মন ও চিন্তা-চেতনা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে, বাড়িয়ে তোলে আত্মবিশ্বাস।

চুল সিল্কি করতে গাজরের চমতকার উপকারিতা!

বিনোদন ডেস্ক : গাজর যেমন সুস্বাদু, তেমনই পুষ্টিকর।সালাদেই খান বা হালুয়ায়।গাজর খেলে স্বাস্থ্য অনেক ভাল থাকে, তেমনই চুলও উজ্জ্বল হয়। আবার গাজরের মাস্ক, গাজর তেল মাখলেও চুলের সমস্ত সমস্যা সমাধান করা যায়গাজরের উপকারিতা-গাজরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, কে, সি, বি৬, বি১, বি২, ফাইবার, পটাশিয়াম, ফসফরাস রয়েছে। যা স্বাস্থ্য, চুল ও ত্বকের জন্য খুবই উপকারী। দৃষ্টিশক্তি ভাল থাকে এবং গাজর খেলে বয়সের ছাপ দেরিতে পড়ে।আরও দিক রয়েছে সেগুলো হচ্ছে-*গাজরের মাস্ক চুল সিল্কি করে, মসৃণতা আনে।*ময়লা আবহাওয়া থেকে চুলকে রক্ষা করে।*রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে উজ্জ্বলতা বাড়ায়*চুলের গোড়া শক্ত করে*চুল বাড়াতে সাহায্য করে*চুল ভেঙে যাওয়া ও পড়ে যাওয়া বন্ধ করতে সাহায্য করে থাকে গাজর। গাজরের তেল- সপ্তাহে এক দিন শ্যাম্পু করার আগে এই তেল মাথায় মাসাজ করুন।বাড়িতেই বানাতে পারেন গাজরের তেল। গাজর ভাল করে কুরিয়ে নিন। কোরানো গাজর একটা জারে অলিভ অয়েল, নারকেল তেল বা তিলের তেল মিশিয়ে রেখে দিন এক সপ্তাহ। কমলা রঙ ধরলে বুঝবেন গাজর তেল ব্যবহারের জন্য তৈরি।গাজরের মাস্ক- একটা গাজর ও একটা কলা নিন। খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরোয় কেটে নিন। এর সঙ্গে অলিভ অয়েল মিশিয়ে ব্লেন্ডারে ভাল করে বেটে নিয়ে দই মিশিয়ে নিন। এই মাস্ক চুলে লাগিয়ে আধ ঘণ্টা রেখে হালকা শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এই মাস্ক লাগালে চুলের গোড়া ভাঙবে না, চুলের বৃদ্ধি ভাল হবে, সিল্কি হবে।গাজর ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন।টুকরো গাজরের সাথে অলিভ অয়েল, নারকেল তেল, এসেনশিয়াল অয়েল ও মধু মিশিয়ে নিন।এই মিশ্রণ দু''তিন মিনিট গরম করুন।পরে নামিয়ে দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। চুলের গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত এই মিশ্রণ ভালভাবে লাগিয়ে ২০-২৫ মিনিট রেখে শ্যাম্পু করে ফেলুন। চুল বাড়াতে, সিল্কি করতে সাহায্য করবে। সপ্তাহে একদিন করবেন।বাজারে ক্যারট সিড অয়েল কিনতে ও পাওয়া যায়। নারকেল তেলের সঙ্গে এই তেল দু''তিন ফোঁটা মিশিয়ে নিন। মাথায় মালিশ করে এক ঘণ্টা পরে শ্যাম্পু করে ফেলুন।

ইমতিয়াজের পর এবার আনন্দ এল রাই-এর সিনেমাতে কার্তিক-সারা?

মহানগর ওয়েবডেস্ক: ইমতিয়াজ আলির ''লাভ আজকাল-২'' নিয়ে ব্যস্ত সারা ও কার্তিক। তাঁর মাঝেই ফের একবার বড় প্রজেক্ট হাতে পেলেন সারা আলি খান ও কার্তিক আরিয়ান। সূত্রের খবর, আনন্দ এল রাই-এর আগামী সিনেমাতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন এই দুই নব তারকা। গতকাল রাতে কার্তিক আরিয়ান ও সারাকে আনন্দ এল রাই-এর অফিসের বাইরে দেখা গিয়েছে বলে খবর। তাই বলিউডের অন্দরে কানা ঘুষো শোনা যাচ্ছে এবার হয়ত এই জনপ্রিয় পরিচালকের সঙ্গে কাজ করতে দেখা যাবে এই দুই নব তারকাকে।''লাভ আজ কাল'' সিনেমার সিক্যুয়ালে ফের একবার অভিনয় করতে দেখা যাবে তাঁদের। এই সিনেমার শুটিং দৃশ্যে মাঝে মাঝেই দেখা যাচ্ছে কার্তিক ও সারাকে।
কখনও টিনেজারের চরিত্রে আবার কখনও লাভার বয়ের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাচ্ছে তাঁদের। কখনও যুবকের দৃশ্যে আবার কখনও স্কুল বয়ের দৃশ্যে অভিনয় করতে দেখা যাচ্ছে কার্তিককে। তাঁদের শুটিং-এর ভিডিও মাঝে মাঝেই সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়। কার্যত কখনও শুটিং-এর মাঝে একসঙ্গে সময় কাটাতে দেখা যাচ্ছে সারা আলি খান ও কার্তিক আরিয়ানকে। কখনও কফি ডেটে আবার কখনও ঈদের ছুটি কাটাতে দেখা যাচ্ছে সারা ও কার্তিককে।এই সিনেমা ছাড়াও কার্তিককে দেখা যাবে ''পতী পত্নি ওর ওহ'' সিনেমার রিমেকে অভিনয় করতে দেখা যাবে কার্তিককে। অপরদিকে ডেভিড ধাওয়ানের সিনেমা ''কুলি নং-১'' রিমেকে বরুণের বিপরীতে অভিনয় করতে দেখা যাবে সারা আলি খানকে।

পিটি উষা প্রসঙ্গে ক্যাটরিনা

মহানগর ওয়েবডেস্ক: মাত্র তিন দিনের মধ্যে সলমান এবং ক্যাটরিনা অভিনীত ''ভারত'' ছবিটি ১০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করেছে। ছবিটির সাফল্য উপভোগ করছেন ছবির কলাকুশলীরা। প্রথম দিনেই ছবিটি ৪২.৩০ কোটির ব্যবসা করে ফেলে। এরপর দুদিনের মধ্যে তা ১০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করে ফেলে। ফের একবার প্রথমসারির অভিনেত্রীদের তালিকায় ফিরে এসেছেন ক্যাটরিনা কাইফ। কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল, পিটি উষার বায়োপিকে কাজ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল অভিনেত্রীকে। যদিও সেই বিষয়ে ক্যাটরিনা কোনও মন্তব্য করেননি। তবে এবার পিটি উষার বায়োপিক নিয়ে মুখ খুললেন বলিউডের ''বার্বি গার্ল''।তিনি বলেন, ''ছবি সই করার আগে আমি এই বিষয়ে কোনও আলোচনা করতে চাইনা। আমি নিশ্চয়ই করব, যদি ছবির কাহিনী ঠিক থাকে আমার জন্য।'' তবে খুব শীঘ্রই তাঁকে দেখা যাবে রোহিত শেট্টির পরিচালিত ''সূর্যবংশী'' ছবিতে। অক্ষয়ের বিপরীতে তাঁকে দেখা যেতে চলেছে।জানা গিয়েছে, ষষ্ঠবার অক্ষয়ের সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন তিনি। ''নমাস্তে লন্ডন'' দিয়ে অক্ষয়ের সঙ্গে প্রথম যাত্রা শুরু করেন। ছবিটি বক্স অফিসে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল। এরপর ''দে দানা দান'', ''ওয়েলকাম'', ''হামকো দিওয়ানা কার গায়ে'', ''তিস মার খান'' এবং ''সিং ইজ কিং'' ছবিতে দেখা গিয়েছিল ক্যাট-অক্ষয়ের জুটিকে।

অক্ষয়ের মতো কিছুটা হলেও সফল হতে পারলে সিনেমা থেকে বিরতি নিয়ে নেব:তাপসী পান্নু

মহানগর ওয়েবডেস্ক: দক্ষিণী থেকে বলিউডে এসেছিলেন নিজের মাটি শক্ত করতে। মাটি শক্ত করেছেন বটেই পাশাপাশি বেশ কয়েকটি হিট ছবি দিয়েছেন তাপসী পান্নু। ''চাশমে বাদ্দুর'' ছবি দিয়ে বলিউডে ডেবিউ করেন তাপসী। ডেভিড ধাওয়ানের ছবি দিয়ে তিনি বলিপাড়ায় ডেবিউ করেছেন। এরপর ''বেবি'', ''নাম হে শাবানা'', ''জুড়বা ২'', ''বাদলা'', ''পিঙ্ক''-এর মতো জনপ্রিয় ছবিতে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। তবে বেশিরভাগ ছবিতে অক্ষয়ের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন অভিনেত্রী। অক্ষয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাপসী। অভিনেতার কাজকে তিনি বেশ পছন্দ করেন।এক সাক্ষাতকারে তাপসী জানান, আমার সঙ্গে অক্ষয়ের বেশ ভালোই কথাবার্তা হয়। এই বছরে আমার চারটে ছবি মুক্তি পাবে। তবে মনে করি, যদি আমি অক্ষয়ের মতো কাজ করতে পারি অর্থাত আজ অক্ষয় যে স্থানে রয়েছে সেই স্থানে যেতে পারি তাহলে এরপর আমি কাজ থেকে বিরতি নিয়ে নেব। তিনি একসঙ্গে অনেক কাজ করে যাচ্ছেন। এই বছরই মুক্তি পেয়েছে ''বাদলা'' ছবিটি। ছবিতে অমিতাভ বচ্চন এবং তাপসী পান্নুকে মুখ্য চরিত্রে দেখা গিয়েছে। ছবিটি বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করেছে।পাশাপাশি অনুরাগ কাশ্যপের ছবিতেও দেখা যাবে তাপসীকে। ছবিটি ২০১৯-এ মুক্তি পাবে।তাছাড়াও ''মিশন ''মঙ্গল'' ছবিতে তাঁকে দেখা যাবে অক্ষয়ের সঙ্গে। এই ছবিতে কাজ করছেন বিদ্যা বালন, সোনাক্ষী সিনহা, শারমান জোশি, কৃতি কুলহারি এবং নিত্যা মেনন। ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল ১৫ আগস্ট কিন্তু ১৫-র বদলে ছবি মুক্তি পেতে চলেছে ৯ আগস্ট।

লিভারে বিষ জমার ফলে কি কি শারীরিক উপসর্গ দেখা দেয়

লিভারের কাজ শরীরে জমে থাকা টক্সিক বা বিষক্রিয়া জমলে তা শরীর থেকে বের করে শরীরের কার্যকারিতা ঠিক রাখা। কিন্তু সেই লিভার যখন ঠিকমত কাজ করে না তখন শরীরে বিষ জমে নানা রোগের উতপাত শুরু হয়। লিভারে যদি বিষ জমে থাকে তাহলে কিছু উপসর্গ দেখা দেয়। জেনে নেয়া যাক লিভারে বিষ জমলে শারীরিক কোন উপসর্গ দেখা দেয়।শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হলে বুঝতে হবে লিভার ঠিক মতো কাজ করছে না। যেহেতু লিভার শরীরের অন্যতম বড় একটি অঙ্গ এ কারণে অতিরিক্ত গরম হলে লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন ঘামের মাধ্যমে শরীর ঠাণ্ডা হয়।লিভারের কার্যকারিতা ঠিক না থাকলে অতিরিক্ত ক্লান্ত লাগে। তখন মাথা ঘোরানো, দুর্বল লাগা এসব উপসর্গ বেড়ে যায়।লিভারে টক্সিক জমা হলে ত্বকে সমস্যা দেখা দেয়। সাধারণত যতক্ষণ না ত্বকে কোনও ধরনের ফুসকুড়ি দেখা দেয় তার আগ পর্যন্ত ত্বকের সমস্যা হলে কেউ লক্ষ্য করেন না। ত্বকের সমস্যা বেড়ে গেলে বুঝতে হবে লিভারে কোনও ধরনের সমস্যা হয়েছে। যদি ব্রাশ করার সময় দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ে তাহলে বুঝতে হবে লিভারে বিষ জমা হয়েছে।যদি পিরিয়ড চলাকালীন সময়ে নারীদের হরমোনের ভারসাম্যজনিত সমস্যা হয় তাহলে বুঝতে হবে লিভার ভাল ভাবে কাজ করতে পারছে না। হরমোনের সমস্যা হলে সাধারণত ঘন ঘন মুড পরিবর্তন হয়, ওজন ওঠা-নামা করে এবং মানসিক চাপ বেড়ে যায়। লিভারে টক্সিক জমা হলে মুখে দুর্গন্ধ হয়।

কালো টমেটোর বিস্ময়কর ক্ষমতা!

বাদামি, কমলা, সবুজ, লাল, সাদা টমেটোর ক্ষমতা সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু বিরল প্রজাতির কালো টমেটো সম্পর্কে কে কতটুকু জানেন? জানবেন কোত্থেকে, এর আগে তো কালো টমেটো চোখেই দেখেননি। দেখবেন বলে হয়তো আশাও করেননি। তবে সবাইকে অবাক করে দিয়ে যুক্তরাজ্যে প্রথমবারের মতো সফলভাবে চাষ হয়েছে কালো টমেটোর। ভাল উতপাদনও হয়েছে। আর এই টমেটোর রয়েছে বিস্ময়কর ক্ষমতা। ক্যান্সারের মতো কঠিন রোগ প্রতিরোধে এই কালো টমেটো অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।উজ্জ্বল কালো রঙের এই টমেটোতে রয়েছে এন্থোসেনিন নামক এন্টিঅক্সিডেন্ট যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। আশা করা হচ্ছে ডায়াবেটিস, ক্যান্সার এবং স্থুলতা রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এই বিরল প্রজাতির টমেটো। ৬৬ বছর বয়সী রে ব্রাউন জানান, বাগান করার শখে তিনি পৃথিবীর সব জায়গা থেকে বীজ সংগ্রহ করেন। কালো রঙের এই টমেটো দেখে তিনি চমকে যান।রে জানান, তার বাগানে বাদামী এবং কমলা রঙের টমেটো গাছ রয়েছে। অনেকে কালো রঙের টমেটোর বিষয়টি অসম্ভব বলে মনে করে। আমার জানা মতে পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এ ধরণের টমেটো জন্মেনি।রে আরো জানান, ''আমার বাগানে কালো টমেটোর তিনটি গাছ রয়েছে। প্রত্যেকটি গাছে ২০টি করে টমেটো ধরেছে। টমেটোগুলোতে সূর্যের আলো পড়লে অসাধারণ এক রং ধারণ করে। আলো প্রতিফলিত হতে থাকে।তিনি বলেন, টমেটোর উপরের অংশ কালো হলেও ভিতরের অংশ লাল। দেখতে কালো এই টমেটোর স্বাদ চমতকার। কয়েকবার এই টমেটো খেয়েছেন বলে জানান রে।

বিয়ের আগে খুনসুটি নিখিল-নুসরতের

বিয়ের খবর পাওয়া গিয়েছিল আগেই। সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর আর অপেক্ষা করেননি অভিনেত্রী নুসরত জাহান। জুনেই বিয়ে সেরে ফেলছেন নব নির্বাচিত সাংসদ। শাড়ি ব্যবসায়ী নিখিল জৈনের সঙ্গেই সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন। যদিও নিখিলের সঙ্গে তাঁর আলাপ বেশিদিনের নয়। কিন্তু দুজনের মধ্যে জমাটি বন্ধুত্ব টের পাওয়া গেল টিকটক ভিডিয়োয়।হুবু বর-বউ দুজনেই মেতেছেন টিকটকে। আবার নিখিল বলছেন, তিনি নাকি নুসরতকে তাঁর প্রেমকাহিনীতে মুখ্য ভূমিকায় রেখেছেন। নুসরতের মাকেও জানিয়েছেন! এ কি কান্ড! বিয়ের আগে বেশ দিন কাটাচ্ছেন নিখিল-নুসরত।প্রসঙ্গত, বলিউডের দীপিকা-অনুষ্কার মতো নুসরতও করছেন ''ডেস্টিনেশন ওয়েডিং''। ১৯ থেকে ২১ জুন ইস্তানবুলে বসছে নুসরতের বিয়ের আসর। সদ্য বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন নুসরত।

রাগ নয়, যুক্তিতেই লক্ষ্যভেদ

রাগ মানুষের আবেগের অন্যতম এক স্বতস্ফূর্ত উপাদান। একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের এই অনুভূতিটি সবল। তবে অনেক সময় রাগ মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে ধ্বংসাত্মক রূপ নেয়। যা ব্যক্তির জীবন ও বিভিন্ন সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকারক।
রাগ কী
রাগ এক প্রকার আবেগীয় বহিঃপ্রকাশ যা ব্যক্তির মনের অসহনীয় অবস্থা বা বিরক্তিবোধ থেকে উৎপত্তি হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, যখন কোনো ব্যক্তি রেগে যান তখন তার দেহে অ্যাড্রিনালিন ও নর অ্যাড্রিনালিন হরমোন নিঃসৃত হয়। একইসঙ্গে হৃৎপিণ্ডের গতি ও রক্তচাপ বেড়ে যায়।
রাগ ও ক্ষোভ এক নয়
রাগ ও ক্ষোভ দু'টো এক নয়। তৎক্ষণাৎ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তির সাময়িক বহিঃপ্রকাশ হলো রাগ। এর সময়কাল স্বল্পকালীন।

কাঁচা বাদাম নাকি ভাঁজা বাদাম?

শরীর সুস্থ রাখতে স্বাস্থ্যকর থাকতে চিকিতসকেরা রোজ বাদাম খাওয়ার পরামর্শ দেন। বাদাম স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। অনেকেই বাদাম কাঁচা কিংবা জলে ভিজিয়ে, দুভাবেই খেয়ে থাকেন।এক মুঠো বাদামে দুইশ ক্যালোরি পাওয়া যায়। বাদামে যে ধরনের চর্বি পাওয়া পাওয়া যায়, তা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভাল। দৈনিক এক মুঠো বাদাম শরীরে ছঙ্গজ্র কোলেস্টেরল বাড়ায় যা স্বাস্থ্যকর। বাদাম এত স্বাস্থ্যকর হওয়ার কারন এতে রয়েছে ভিটামিন, খনিজ, আঁশ, মনস্যাচুরেটেড ও পলিস্যাচুরেটেড চর্বি আর ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড প্রভৃতি। তবে তেলে ভাজা বাদাম, মধু বা চিনি মেশানো বাদাম খেলে উপকারের পরিবর্তে অপকারই বেশি হবে। এতে ওজন বাড়বে। রক্তচাপ বাড়বে। বাদাম দৈনিক এক মুঠোর বেশি খাওয়া উচিত নয়। পোলাও, হালুয়া, ফিরনি, জর্দা প্রভৃতির সাথে বাদাম খেলে লাভের চেয়ে ক্ষতি হওয়ার আশংকাই বেশি।কাচা বাদাম শরীরের জন্য বেশি উপকারী কেননা ভাজা বাদামে প্রচুর ফ্যাট থাকে এতে এসিডিটি ও বাড়ে যাদের এসিডিটির সমস্যা আছে তাদের ভাজা বাদাম এড়িয়ে চলাই ভালোবাদামের প্রোটিন দেহ গঠনে ও মাংসপেশী তৈরিতে সাহায্য করে। কাঁচা বাদাম কোলন ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সার ও হার্টের রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।এতে রয়েছে প্রচুর ক্যালসিয়াম, যা হাড় গঠনে সাহায্য করে। বাদামে রয়েছে প্রচুর আয়রন, যা রক্তে লোহিতকণিকার কার্যক্রমে সহায়তা করে। বাদামের ভিটামিন ই এবং ক্যারোটিন ত্বক ও চুল সুন্দর রাখে। ত্বকে বলিরেখা বিলম্বিত করে।বয়স্ক নারী ও পুরুষের জন্যও বাদাম ভীষণ জরুরি। কারণ, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ করে আমাদের দেশে ৪০ বছরের পর বেশির ভাগ মানুষের অসটিও পোরোসিস হয়, এই অসুখে হাড় দুর্বল হয়ে যায়, যা পুরো শরীরের ওপর ফেলে ক্ষতিকর প্রভাব।এমন অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজন দেহের ওজন কমানো, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা ও নিয়মিত ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া।

অ্যাকশান ভিত্তিক ছবির জন্য হৃত্বিক পেলেন ৪৮ কোটি টাকা?

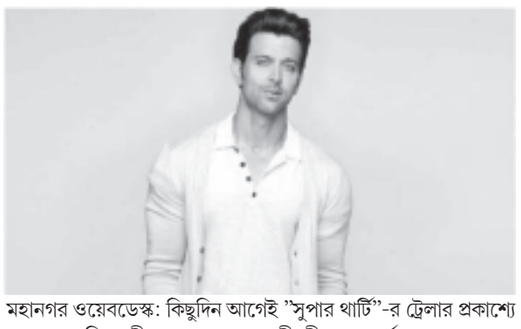

মহানগর ওয়েবডেস্ক: কিছুদিন আগেই ''সুপার থার্টি''-র ট্রেলার প্রকাশ্যে এসেছে। গণিতজ্ঞবীদ আনন্দ কুমারের জীবনীকে বড়পর্দায় তুলে ধরেছেন হৃত্বিক রোশন। ছবিতে তাঁর লুক নিয়েও চর্চা হচ্ছে বেশ। পাশাপাশি বলিউডের তারকারাও হৃত্বিকের অভিনয়ের প্রশংসা করছেন। স্বয়ং আনন্দ কুমার তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা করে টুইটারে একটি পোস্ট শেয়ার করেন। তিনি লেখেন, আমরা সপরিবারে বসে এই ট্রেলারটি দেখেছি। আমার পরিবারের চোখে জল চলে এসেছে। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে ''সুপার থার্টি''-র পাশপাশি অভিনেতাকে দেখা যাবে যশ রাজের পরবর্তী অ্যাকশনভিত্তিক ছবিতে। যেখানে হৃত্বিক ছাড়াও রয়েছেন টাইগার শ্রফ এবং বানি কাপুর। তবে শোনা যাচ্ছে, এই ছবির জন্য হৃত্বিককে মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।সূত্রের খবর, অভিনেতাকে ইতিমধ্যেই ৪৮ কোটি টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছবিটি অ্যাকশন ভিত্তিক হতে চলেছে। ছুটির দিনেই ছবি মুক্তি পাবে বলে জানা গিয়েছে। তবে শুধু হৃত্বিক নয়, এর আগে বহু অভিনেতাদের কয়েক কোটি টাকার পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে। সলমান থেকে শাহরুখ এবং অক্ষয়, অন্যদিকে রণবীর কাপুরদেরও নাম এই তালিকায় রয়েছে। জানা গিয়েছে, প্রযোজকরা এই বিষয়ে কোনও আপত্তি জানাননি। তাঁদের বিশ্বাস হৃত্বিক এই কাজটি করতে পারবেন। কারণ অভিনেতার প্রত্যেকটা ছবি ভালো ব্যবসা করে।জানা গিয়েছে, এই ছবির জন্য কয়েক কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। পাশাপাশি এই ছবিটি বলিউডের অনান্য অ্যাকশন ছবিগুলোর থেকে একেবারেই আলাদা। তবে এই প্রথমবার দর্শকেরা হৃত্বিক এবং টাইগারকে একসঙ্গে দেখতে চলেছেন। এক সাক্ষাতকারে

শনিবার নয়াদিল্লিতে মালডিভাসের ভাইস প্রেসিডেন্ট এর সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি- পিআইবি।

পর্যটক আকর্ষণে ভারত থেকে আসছে দুই টুরিস্ট জাহাজ

ঢাকা, ৮ জুন (হি.স.) : নৌপথে পর্যটক আকৃষ্ট করার জন্য ভারত থেকে আগামী আগস্ট ও অক্টেবর মাসে দুটি বিলাসবহুল টুরিস্ট জাহাজ আসছে। এরমধ্যে চলতি বছর আগস্টে একটি জাহাজ অসমের গৌহাটি বন্দর থেকে ঢাকা-বরিশাল-চাঁদপুর-মংলা হয়ে কলকাতা যাবে। আর একটি অক্টোবরে কলকাতা খিদিরপুর বন্দর থেকে ছেড়ে মংলা-বরিশাল-চাঁদপুর-ঢাকা হয়ে গৌহাটি যাবে। ভারতের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে পর্যটকদের ভিসা সমস্য সমাধানের জন্য চিলমারী ও আংটিহারায় ইভিসার চালুর আদেন করা হয়েছে।জানা গেছে, পর্যটকদের নৌপথে ভ্রমনে বাংলাদেশের যাত্রীদের আগ্রহ কম। এছাড়া বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পর্যকদের চলাচলের উপযোগি টুরিস্ট জাহাজ নেই।
বিইডব্লিউটিএ'র পক্ষ থেকে টুরিস্ট জাহাজ তৈরির জন্য বেসরকারী জাহাজ মালিকদের সাথে যোগাযোগ তরা হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। তবে ভারতের সমুদ্র উপকুল ও কম গভীরতায় চলাচলকারী পাচঁতারা হোটেল মানের টুরিস্ট জাহাজ রয়েছে বলে বিইডব্লিউটিএ সূত্রে জানা গেছে।
সংশ্লিষ্ট জানা গেছে, ভারতের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে পর্যটকদের চলাচলের সময় নিজেরাব্যবহারের জন্য সিগেরেট ও মদ পরিবহন এবং সেবন করার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। পর্যটকরা বাংলাদেশে আসার পরে সিগেরেট বা মদ খাওয়ার জন্য যাতে কোন আইনিসমস্যায় পড়তে না হয়। কেননা বাংলাদেশে মদ খেতে হলেও লাইনেন্স থাকতে হয়। কিন্তু ভারতে মদ বা সিগেরেট খাওয়া ও ব্যবহারের জন্য পরিবহন করলে কোন সরকারীবিধিনিষেধ নেই। তাই এ বিষয় জেনেই ভারতের পক্ষ থেকে এব্যাপারে অনুমতি চাওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।গত ২৯ মার্চ দুপুর সাড়ে ১২টায় প্রথমবারের মতো কলকাতার খিদিরপুর বন্দর থেকেভারতীয় জাহাজ আর ভি বেঙ্গল গঙ্গা বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। জাহাজটিতেআমেরিকা, ইংল্যান্ড, ইতালি ও অস্ট্রেলিয়ার ছয়জন পর্যটক সহ ১৯ জন যাত্রী ও ৩০ জনক্রু ছিল। সুন্দরবন হয়ে ৩০ মার্চ সন্ধ্যায় খুলনার আংটিহারা বন্দরে জাহাজটি কাস্টমস ওইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া শেষে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এরপর মোংলা, বরিশাল ও চাঁদপুর হয়েনারায়ণগঞ্জে এসে নোঙর করে। ভারতের এ বিলাসবহুল জাহাজে বার, সুইমিংপুল থেকে শুরু করে পর্যটক আকর্ষণের জন্য সবধরণের সুযোগসুবিধা রয়েছে।প্রসঙ্গত ভারতের সাথে একসময় বাংলাদেশের নৌ-পথে যোগাযোগ থাকলেও ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পরে এক সময় তা বন্ধ হয়ে যায়। গত ২৯ মার্চ ৬১ জন পর্যটকসহ ১৩৭জনের প্রথম বহর নিয়ে বাংলাদেশ থেকে কলকাতা যায় এমভি মধুমতি। পাগলায় মেরিএন্ডারসনের ভিআইপি ঘাট থেকে ওই জাহাজ ছেড়ে ৩১ মার্চ দুপুরে কলকাতা পৌঁছায়।এরমাধ্যমে দীর্ঘ ৭০ বছর পর পুনরায় নৌপথে যাত্রাবাহী জাহাজ চালু হলো দুই দেশেরমধ্যে। তবে স্বাধীনতার পর থেকেই দুই দেশের মধ্যে পণ্যবাহী জাহাজ চালু রয়েছে।উল্লেখ্য বৃটিশ কোন সময় থেকে আসাম কলকাতা স্টিমার সার্ভিস শুরু হয়। প্রায় শত বছর আগে থেকে ইংল্যান্ডের রিভার অ্যান্ড স্টিম নেভিগেশন (আরএসএন) কোম্পানিরবিশাল সব স্টিমার চলাচল করত উপমহাদেশে। তবে ১৯২৬ সালের দিকে বৃটিশ শাসনামলে এদেশে যাত্রা শুরুহয় প্যাডেল স্টিমারের।
কলকাতার হলদিয়া থেকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ হয়ে সদরঘাট এসে থামতো। এর সংযোগ ছিলো আসাম, বেঙ্গল রেলওয়ের সাথে। ভারত ভাগের পড়ে তা বন্ধ হয়েযায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পড়ে ১৯৭২ সালে দুই দেশের মধ্যে নৌ-প্রটোকল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু ১৯৮০ সালের ৪ অক্টোবর দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়।
এর পর থেকে এ প্রটোকলটি বাণিজ্যচুক্তির অংশ হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। ভারতে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পড়ে ২০১৫ সালের ১৬ নভেম্বর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কোস্টাল এবং প্রটোকল রুটে প্যাসেঞ্জার ও ক্রুজ সার্ভিস চালুর জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়।

পাঁচতলা সমান উঁচু গাছের পাতা ধুয়ে দূষণ রোধের চেস্টা পুরসভার

কলকাতা, ৮ জুন (হি.স.): গাছ লাগানো সত্ত্বেও দূষণের পরিমান ততটা কমছে না শহরেউ ধুলোর আস্তরন জমে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে পত্ররন্ধ্রউ ফলে গাছ লাগিয়েও লাভ হচ্ছেনা কিছুউ এবার থেকে সেই পাঁচতলা সমান উচুঁ গাছগুলির পাতার জমা ধুলো জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করার অভিযান শুরু করতে চলেছে কলকাতা পুরসভাউ পুরমন্ত্রী তথা মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নির্দেশে শহরজুড়ে কাঁদুনে দেবদারু ও নিমগাছ বসানোর পাশাপাশি তিলোত্তমার বুক থেকে দুষিত বায়ু টেনে নিতে দুই ওয়ার্ড পিছু একটি করে বিশ্বমানের 'এয়ার পিউরিফায়ার' যন্ত্র বসানোর ভাবনাও শুরু হয়েছে পুরভবনে। নবান্ন থেকে অনুমতি ও আর্থিক মঞ্জুরি পেলেই পাশচাত্যের শহরের মতো যন্ত্রেই কলকাতার বায়ু পরিশোধন হবে বলে ইঙ্গিত মিলেছে পুরসভার তরফে।
যে পরিমান গাড়ি কলকাতায় বর্তমানে চলছে সেই পরিমান উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছেউ এর সাথেই বাতাসে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কালো ধোঁয়া-ধুলো এবং কার্বন কণার হার। এর ফলে এই ধোঁয়া ও ধুলো গাছের পাতায় গিয়ে জমে মোটা আস্তরণ তৈরি হচ্ছে। আগে বৃষ্টির জলে এইসব ধুলো ধুয়ে যেত কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে প্রকৃতিও বিরূপ হয়েছেউ গাছ কেটে ফেলার ফলে বৃষ্টির পরিমান কমেছেউ এই কারণেই গাছের সবুজ পাতার রন্ধ্রপথ দিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়ে সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াও অনেকটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে দ্রুতই পাতা তার সবুজ রঙ হারিয়ে হয়ে পরছে বিবর্ণ। পার্ক ও উদ্যান বিভাগের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার জানিয়েছেন, "গাছের পাতার জমা মোটা ধুলোর স্তর সরাতে আপাতত দশটি বিশেষ গাড়ি নামানো হচ্ছে। এই গাড়ি দিয়ে পাঁচতলা উচ্চতা পর্যন্ত শহরের সমস্ত গাছের পাতা ধুয়ে ফেলা যাবে। পুজোর আগে আরও দশটি গাড়ি আসবে। তখন ২০টি গাড়ি একসঙ্গে ভোরের আলোয় শহরের সবুজ পাতাকে স্নান করিয়ে মালিন্য মুক্ত করবে।" দেবাশীষবাবু আরও জানান, "গাড়ি ছাড়াও রাস্তার মাঝের ডিভাইডার ও পার্কে যে সমস্ত ছোট গাছ এবং গুল্ম আছে সেখানেও পাইপ দিয়ে জল ছিটিয়ে ধুয়ে ফেলার কাজ চলবে। শহরে গাছের সবুজ পাতা যত বেশি পরিচ্ছন্ন রাখা যাবে ততই বাতাস বেশি পরিশুদ্ধ হবে"।

সোপোরে থানায় গ্রেনেড হামলা, আহত দুই পুলিশকর্মী

শ্রীনগর, ৮ জুন (হি. স.) : উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার সোপোর থানায় সন্ত্রাসবাদীদের গ্রেনেড হামলায় গুরুতর আহত হন দুই পুলিশকর্মী। এসডিএইচ সোপোর হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। দুজনের অবস্থাই স্থিতিশীল। এলাকায় এখনও চলছে সার্চ অপারেশন।
শুক্রবার রাতে বারামুল্লা জেলার সোপোর থানায় গ্রেনেড হামলা চালায় সন্ত্রাসবাদীরা। যদিও ঘটনার পিছনে কোন সংগঠনের হাত রয়েছে সে বিষয়ে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে শনিবার সোপোর থানার সিনিয়র পুলিশ সুপার (এসএসপি) জাভেদ ইকবাল জানিয়েছেন, থানার প্রধান গেটের কাছে গ্রেনেড বিস্ফোরণটি ঘটে। হামলার সময় দুই পুলিশকর্মী আবদুল আজিজ এবং আলি মহম্মদ সেখানে টহলরত ছিলেন। সন্ত্রাসীদের হামলায় গুরুতর আহত হন আবদুল আজিজ এবং আলি মহম্মদ। চিকিৎসার জন্য তাঁদের দ্রুত এসডিএইচ সোপোর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে দুজনেরই অবস্থা স্থিতিশীল। শুক্রবার রাতে হামলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সোপোর থানা এলাকা ঘিরে ফেলে প্রতিরক্ষা বাহিনী। হামলাকারীদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান এখনও চলছে। এলাকায় জারি রয়েছে হাই অ্যালার্ট।

অনন্তনাগে নিরাপত্তার বাহিনীর গুলিতে খতম এক জঙ্গি

অনন্তনাগ, ৮ জুন (হি.স.) : দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগের ভেরিনাগে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের তুমুল গুলির লড়াই। খতম এক জঙ্গি। সংঘর্ষ এখনও চলছে বলে জানা গিয়েছে।
গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে শনিবার ভোরে অনন্তনাগের ভেরিনাগের নওগামে তল্লাশি অভিযান চালায় রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ, সিআরপিএফ এবং রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের জওয়ানরা। গোটা এলাকাটি ঘিরে ধরে তল্লাশি চালানো হয়। সেই সময় জওয়ানদের লক্ষ্য করে স্বয়ংক্রীয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। শুরু হয় তুমুল গুলির লড়াই। নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয় এক জঙ্গি। গুলির লড়াই এখনও চলছে বলে জানা গিয়েছে। গোটা এলাকায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মোবাইল ও ইন্টারনেট পরিষেবা। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে দুই থেকে তিনজন জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বাড়তি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

অবশেষে বর্ষা শুরু হল কেরলে

তিরুবনন্তপুরুম, ৮ জুন (হি. স.) : শেষপর্যন্ত শনিবার কেরল উপকূলে পৌঁছাল বর্ষা। আগামী চারমাস বর্ষা চলবে দক্ষিণের ওই রাজ্যে। ভারতের আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র জানিয়েছেন, অবশেষে বর্ষা শুরু হল কেরলে। এর আগে অবশ্য প্রাক বর্ষার বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তা আশানুরূপ হয়নি। বেসরকারি আবহাওয়া অফিস স্কাইমেট জানিয়েছে, গত ৬৫ বছরে এত কম প্রাক বর্ষার বৃষ্টি হয়নি। কম বৃষ্টি হওয়ার ফলে ইতিমধ্যে দেশের নানা স্থানে চাষে সমস্যা দেখা গিয়েছে। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে জলাধারগুলিতে জল কমছে।
আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী ১০ জুন ত্রিচুরে ও ১১ জুন এর্নাকুলম, মালাপ্পুরম ও কোঝিকোড়ে অতি ভারী কিংবা চরম বৃষ্টিপাত হতে পারে। এছাড়া থিরুঅনন্তপুরম, কোল্লাম, আলাপ্পুঝা এবং এর্নাকুলমের কোনও কোনও অংশে ৯ ও ১০ জুন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। সেখানে 'অরেঞ্জ অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছে। গতবছর ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছিল কেরল। ৩০০-র বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। সেজন্য এবার আগে থেকে সতর্ক আছে রাজ্য প্রশাসন। রাজ্যের আবহাওয়া দফতরের সচিব শেখর কুরিয়াকোস বলেন, ২০১৮ সালে যেমন বন্যা হয়েছিল, তার আগের ৯৮ বছরে তেমন হয়নি। ২০১৬ ও '১৭-য় কেরল ভয়াবহ খরার কবলে পড়েছিল। দিল্লি থেকে ভারতের আবহাওয়া দফতর কেরলকে সতর্ক করে বলেছে, আগামী কয়েকদিনে রাজ্যের নানা জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিচ্ছে কেরল প্রশাসন। প্রতিটি জেলার কালেক্টরকে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বিশেষ নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। ২০১৭ সালে কেরলে আঘাত করেছিল সাইক্লোন ওখি। উপকূলবর্তী চেল্লানাম অঞ্চলে ১০০ টি বাড়ি ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছিল। ১৮০ টি পরিবার স্থান নিয়েছিল ত্রাণ শিবিরে। সেবার বিপর্যয় মোকাবিলায় বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল কেরল সরকার। রাজ্য প্রশাসনের দাবি, সেই অভিজ্ঞতা এবার কাজে লাগবে।

ফেডেরাকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে ফরাসি ওপেনের ফাইনালে নাদাল

প্যারিস, ৮ জুন (হি.স.) : স্ট্রেট সেটে রজার ফেডেরাকে হারিয়ে ফরাসি ওপেনের ফাইনালে উঠলেন রাফায়েল নাদাল। গোটা খেলা জুড়ে আধিপত্য বজায় রেখে ৬-৩, ৬-৪, ৬-২ সেটে শুক্রবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ফেডেরাকে হারায় ক্লে-কোর্টের রাজা নাদাল।
নোভাক জকোভিচ এবং ডোমিনিক থিয়েমের মধ্যে যে জিতবে তাঁর সঙ্গে ফাইনালে মুখোমুখি হবে নাদাল। এবার জিততে পারলে ১২ ফরাসি ওপেন জিতবে বছর ৩৩-এর এই স্পেনীয়। শুক্রবার পুরুষ সিঙ্গলসের শেষচারের লড়াইয়ে ফিলিপ কার্টায়ার কোর্টে রজারের অসহায় আত্মসমপর্ণ দেখল টেনিস দুনিয়া। গত ১১ বছরে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর রাফার কাছে এটি সবচেয়ে খারাপ হার ফেডেরারের। এদিন রজারকে হারিয়ে রাফা বলেন, রজারের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস্য জয়। ৩৭ বছরেও রজার যে ধরনের টেনিস খেলছে তা অবিশ্বাস্য। ফরাসি সমর্থকদের ধন্যবাদ জানায়। আশা করি, একটা দারুণ ফাইনাল হবে। এখানে খেলতে আমার সবসময় ভালো লাগে। রজারের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলা সবসময় কঠিন। প্যারিসের ক্লে কোর্টে তৃতীয় বাছাই নাদালের জয় ও হারের রেকর্ড ৯২-২। অর্থাৎ মাত্র দু'টি ম্যাচ হেরেছেন রাফা। ফরাসি ওপেনে সুইস তারকা ফেডেরারকে ছ'বার হারিয়েছেন নাদাল। ক্লে কোর্টে তিনি যে অপ্রতিরোধ্য, এটাই তা প্রমাণ করে। ঘাসের কোর্টে ফেডেরার রাজা হলেও ক্লে কোর্টে শাসন করেন নাদাল। বিগত দুই বছরে প্রথমবার ক্লে-কোর্টে খেলতে নেমেছিলেন ফেডেরা। গোটা টুর্নামেন্ট জুড়ে অসাধারণ খেললেও শেষ চারের লড়াইয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হারতে হয় বছর ৩৭ ফেডেরাকে। এদিনের খেলায় ছয়বার ফেডেরার সার্ভিস ব্রেক করে নাদাল।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আনুষ্ঠানিক ভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ জগনমোহনের

অমরাবতী (অন্ধ্রপ্রদেশ), ৮ জুন (হি.স.) : অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন জগনমোহন রেড্ডি। শনিবার অমরাবতীর সচিবালয়ে গিয়ে সকাল ৮টা ৩৯ মিনিট নাগাদ আনুষ্ঠানিক ভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি।
এদিন বিভিন্ন দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা ফুলের মালা দিয়ে রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। এদিন রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পাঁচজন শপথ নেবে বলে জানা গিয়েছে। জগনমোহন রেড্ডি শুক্রবার ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর মন্ত্রিসভায় পাঁচজন উপ-মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। সমাজের বিভিন্ন স্তর

ছয়ের পাতায়

চোপড়ায় কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে পাকরাও করতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ, গুলিবিদ্ধ সাব ইন্সপেক্টর

চোপড়া, ৮ জুন (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় এক কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে পাকরাও করতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ। গুলিবিদ্ধ এক সাব ইন্সপেক্টর। আরেক জন সাব ইন্সপেক্টরের এর মাথায় ধারালো অস্ত্রের কোপ দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। গ্রেফতার করা হয়েছে কুখ্যাত দুষ্কৃতী মহম্মদ সওদাগরকে।
আহত পুলিশ কর্মীদের প্রথমে ইসলামপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রবীণ গুরুং নামে পুলিশ আধিকারিকের মাথার আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাকে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আরেক আধিকারিক পিন্টু বর্মনের পেটের ডান দিকে গুলি লাগে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে তাঁকে।
শুক্রবার গভীর রাতে ডাঙ্গাপাড়ায় মহম্মদ সওদাগর নামের ওই দুস্কৃতীর খোঁজে যায় পুলিশ। সওদাগর খুন ও ডাকাতির একাধিক অপরাধে অভিযুক্ত বলেই পুলিশ সুত্রে জানা গেছে। পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলেছে টের পেয়েই পুলিশের ওপর চড়াও হয় সওদাগর ও তার দলবল। পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় তাঁরা। গুলিবিদ্ধ হন সাব ইন্সপেক্টর পিন্টু বর্মন। সাব ইন্সপেক্টর প্রবীণ গুরুং এর মাথায় ধারালো অস্ত্রে গভীর ক্ষত হয়েছে। তবে এই আচমকা আক্রমণের পরেও পিছু হটেনি পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার করা হয় কুখ্যাত দুষ্কৃতী সওদাগর ও তার বেশ কয়েকজনকে। চোপড়া থানায় হাজির হয়েছেন জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

জগন্নাথ ঘাটের রাসায়নিক গুদামে আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের ২০টি ইঞ্জিন

কলকাতা, ৮ জুন (হি.স.) গভীর রাতে একটি রাসায়নিক গুদামে আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল কলকাতার জগন্নাথ ঘাটে। ঘটনাস্থলে দমকলের ২০টি ইঞ্জিন। আগুনের ভয়াবহতা এতটাই ছিল যে ভেঙে পড়ে গুদামের একাংশ। শুক্রবার গভীর রাত ২টা ৩০মিনিটে নাগাদ ঝু পড়ি তে আগুন লাগে। তৎক্ষণাৎ তা ছড়িয়ে পড়ে পাশে থাকা রাসায়নিক গুদামে। গুদামের ভেতর বিপুল পরিমানে রাসায়নিক মজুত থাকার কারণে আগুন বিধ্বংসী আকার ধারণ করে। গুদামের ভেতর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা ও ঘন কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা দমকলে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ২০টি ইঞ্জিন। আগুন যাতে আসে পাশে ছড়িয়ে যেতে না পারে তার জন্য তৎপর হয় দমকল কর্মীরা। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে দমকল

ছয়ের পাতায়

কেরলে গুরুভায়ুর শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে পুজো দিলেন প্রধানমন্ত্রী

তিরুবনন্তপুরম, ৮ জুন (হি.স.) : কেরলের গুরুভায়ুরের বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে শনিবার সকালে পুজো দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মন্দিরের ভেতর তুলাভরম করেন তিনি। এই প্রথার মাধ্যমে এক ব্যক্তির সমান ওজনের জিনিস, যেমন ফুল, শস্য, ফল সহ অন্যান্য বস্তু ভগবানের নামে উৎসর্গ করা হয়। এর জন্য এদিন বিপুল পরিমাণ পদ্মফুল মন্দির কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত রেখেছিল।
মন্দিরের ভেতর এদিন ২০ মিনিট থাকেন প্রধানমন্ত্রী। কেরলের ঐতিহ্যবাহী ধুতি এবং উত্তরীয় পরে পুরোহিতদের সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন তিনি। এই মন্দিরে ২০০৮ সালেও একবার এসেছিলেন মোদী। সেসময় তিনি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী পদে ছিলেন। গুরুবায়ুড় দেবাসম বোর্ডের চেয়ারম্যান কে বি মোহনদাস জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই এই প্রাচীন মন্দিরে পুজো দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তুলাভরনম অনুষ্ঠান করারও ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়েই এই অনুষ্ঠান হবে। মন্দিরের পাশে থাকা একটি গেস্টহাউজে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তিন মিনিট পায়ে হেটে মন্দিরে প্রবেশ করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যপাল পি সত্যশিভম, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী ভি মুরলীধরণ। প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। এর আগে ৯টা ৫০ মিনিট নাগাদ কোচি থেকে বিশেষ বিমানে করে গুরুভায়ুর মন্দিরে আসেন তিনি।

যোগ্য উত্তরসূরী খুঁজে তবেই সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিক রাহুল, দাবি বীরাপ্পার

বেঙ্গালুরু, ৮ জুন (হি.স.) : যোগ্য উত্তরসূরী খুঁজে তবেই কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত রাহুল গান্ধীর। শনিবার এমন দাবি করলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বীরাপ্পা মইলি।
এদিন বীরাপ্পা মইলি বলেন, কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা উচিত রাহুল গান্ধী। কিন্তু একান্ত ভাবেই তিনি যদি পদত্যাগ করতে চান, তবে যোগ্য উত্তরসূরী খুঁজেই কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া উচিত রাহুল গান্ধীর। দলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বীরাপ্পা মইলি বলেন, দলের শৃঙ্খলা কয়েকটি রাজ্যে ভেঙে পড়েছে। মোটেও আরাম করার পরিস্থিতি এখন নয়। রাহুল গান্ধী এখনও দলের সভাপতি, তাই তাঁকে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সোনিয়া গান্ধীর দলের সভানেত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করার সময়ও দলের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু দায়িত্বভার নেওয়ার পর যোগ্য ভাবে দল পরিচালন করেছিলেন সোনিয়া গান্ধী। এমনকি এখনও পর্যন্ত সোনিয়া ও রাহুল গান্ধী যোগ্যভাবেই দল পরিচালন করেছিলেন, তাই দলে এখনও কোনও ফাটল দেখা দেয়নি।

অন্ধ্রপ্রদেশে শপথ নিল ২৫ নতুন মন্ত্রী

অমরাবতী, ৮ জুন (হি.স.) : শপথ নিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের নতুন ২৫ মন্ত্রী। শনিবার নতুন মন্ত্রীদের শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল ইএসএল নরসিমহান। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি।
৩০ মে শপথ নিয়েছিলেন জগনমোহন। আর এদিন শপথ নিলেন পাঁচ উপ-মুখ্যমন্ত্রী সহ ২৫ জন মন্ত্রী। যারা এদিন শপথ নেন, তারা হলেন ধর্মনা কৃষ্ণ দাস, বোটচা সত্যনারায়ণ, পামুলা পুশা শ্রীভানি, মুট্টামশেট্টি শ্রীনিবাস রাও, কে কান্না বাবু, পি সুভাষ চন্দ্র বসু, পাইনেপি বিশ্বরূপ, আলা কালি কৃষ্ণ শ্রীনিবাস, রঙ্গনাথ রাজু, তানেতি শ্রী ভানিতা, কোডালি শ্রীভেঙ্কটারা রাও, পেমি ভেঙ্কট্রামাইয়া, ভেল্লামপাল্লি শ্রীনিবাস রাও, মিকাতোতি সুচরিতা, মোপিদেবী ভেঙ্কটা রামানা রাও, বালিনেনি শ্রীনিবাস রেড্ডি, আদিমুলাপু সুরেশ, কে অনিল যাদব, মেকাপাটি গৌতম রেড্ডি, পেডিরেড্ডি রামচন্দ্র রেড্ডি, কে নারায়ণ স্বামী, বুগগানাথ রাজেন্দ্রনাথ রেড্ডি, গুমনারু রাজারাম, এস বি আমজাদ ভাষা, এম শঙ্কর নারায়ণ, আদিমালুপু সুরেশ, মেদাপাট্টি গৌতম। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান তত্বাবধান করেন রাজ্যের এল ভি সুব্রাহ্মনিয়াম।
জগনমোহনের মন্ত্রিসভায় রয়েছেন সাতজন অনগ্রসর শ্রেণী, পাঁচ তপশিলি জাতি, একজন করে তপশিলি উপজাতি এবং মসুলমান। পাশাপাশি চারজন করে রেড্ডি এবং কাপু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রয়েছে। এছাড়াও কায়াস্থ, বৈশ্য, কাম্মা থেকে একজন করে প্রতিনিধি মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছে। মন্ত্রিসভায় তিনজন মহিলাও রয়েছে।

গেটম্যানের অসতর্কতায় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত ট্রাক্টর চালক, রেল অবরোধে ব্যাহত ট্রেন চলাচল

বহরমপুর, ৮ জুন (হি.স.) : মুর্শিদাবাদের রেজিনগরের রেল লাইন পেরোতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মারা গেলেন ট্রাক্টর চালক। আহত আরও তিনজন। ঘটনার প্রতিবাদে গেটম্যানকে আটকে রেখে বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এর জেরে শনিবার শিয়ালদহ-লালগোলা শাখায় ব্যাহত ট্রেন চলাচল। শেষ খবর অনুযায়ী, অবরোধ উঠে গেলেও, এখনও ঘাতক ট্রেনটি দাঁড়িয়ে আছে রেজিনগরেই।
রেল ও স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার সকাল দশটায় মুর্শিবাদের রেজিনগর ও বেলডাঙা স্টেশনের মাঝে ওমরপুরে লেভেল ক্রসিংটি খুলে দিয়েছিলেন গেটম্যান। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ইঞ্জিনের পিছনে যে শিয়ালদহগামী লালগোলা প্যাসেঞ্জার আসছে, তা খেয়াল করেননি রেলের গেটম্যান। এদিকে ততক্ষণে লেভেল ক্রসিংটি পেরোনোর জন্য রেললাইনে চলে এসেছে একটি ট্রাক্টর। ওই ট্রাক্টরটিকে সজোরে ধাক্কা মারে লালগোলা প্যাসেঞ্জার। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন চালক-সহ তিনজন। সকলেই নিয়ে যাওয়া হয় বেলডাঙা হাসপাতালে। সেখানে ট্রাক্টর চালককে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। বাকি দু'জনের মধ্যে একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। আর একজনকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে।
এদিকে এই দুর্ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। রেজিনগরে লেভেল ক্রসিংয়ের গেটম্যানকে আটকে রেখে শুরু হয় বিক্ষোভ। রেজিনগর ও বেলডাঙা স্টেশনের কাছে অবরোধ চলে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক। সকালের ব্যস্ত সময়ে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয় শিয়ালদহ-লালগোলা শাখায়। শেষপর্যন্ত রেল ও পুলিশের পদস্থ আধিকারিকদের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা।

জল্পনার অবসান ঘটিয়ে রেকর্ড অঙ্কের চুক্তিতে রিয়াল মাদ্রিদে হ্যাজার্ড

লন্ডন, ৮ জুন (হি.স.) : রেকর্ড অঙ্কের চুক্তিতে লন্ডন থেকে মাদ্রিদে পাড়ি দিচ্ছেন ইডেন হ্যাজার্ড। সূত্রের খবর, রেকর্ড ১০০ মিলিয়ন ইউরোয় পাঁচবছরের জন্য রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিতে চলেছেন এই বেলজিয়ান ফুটবল তারকা।
স্পেনের ক্লাবটির পক্ষ থেকে টাকার অঙ্ক ঘোষণা না করা হলেও ক্লাবে হ্যাজার্ডের যোগদানের বিষয়ে তাঁরা একটি বিবৃতি মারফৎ শিলমোহর দিয়েছে। তবে জানা গিয়েছে, ২০১৩ ইংলিশ ক্লাব টটেনহ্যাম হটস্পার থেকে যে রেকর্ড অঙ্কের চুক্তিতে ওয়েলস তারকা গ্যারেথ বেল রিয়ালে যোগদান করেছিলেন, সেই একই অঙ্কের চুক্তিতে চেলসি থেকে হ্যাজার্ডকে দলে নিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। স্বাভাবিকভাবেই এই রেকর্ড ট্রান্সফার ফি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেনি চেলসি কর্তৃপক্ষ। তাই জুন ২০২০ চুক্তি শেষ হওয়ার একবছর আগেই ইংলিশ ক্লাবে সঙ্গে ৭ বছরের সম্পর্ক শেষ হল হ্যাজার্ডের।

ছয়ের পাতায়

পুর নির্বাচনের আগে বিজেপি ঝড় ঠেকাতে কাউন্সিলরদের নিয়ে কর্মশালা ডাকলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ জুন (হি.স.) : দলীয় সাংসদ ও বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকের পরে এবার রাজ্যের সমস্ত কাউন্সিলরদের বৈঠকে ডাকলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমস্ত কাউন্সিলরকে নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো একটি কর্মশালা করবেন বলে জানা গিয়েছে। আগামী ১৮ জুন নজরুল মঞ্চে বেলা ১১টা থেকে শুরু হবে ওই কর্মশালা। আগামীদিনে কীভাবে চলতে হবে, তা নেত্রী নিজে কাউন্সিলারদের শেখাবেন।

তৃণমূল সূত্রের খবর, দলের কঠিন পরিস্থিতে আগামী দিনগুলিতে কী করা উচিত, আর কী করা উচিত নয় সেটা কাউন্সিলরদের বোঝাবেন নেত্রী।আরও বেশি করে জনসংযোগ বাড়ানোর নির্দেশ দেবেন তিনি। সেই সঙ্গে প্রকল্প থেকে কাউন্সিলররা যে কাটমানি খাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠছে সেবিষয়েও সতর্ক করা হবে বলে তৃণমূল সূত্রের খবর।

লোকসভা ভোটে বাংলায় বিজেপির কাছে বড়সড় ধাক্কা খেয়ে ফের ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া তৃণমূল। ২০২১-এর আগে রাজ্যে বিজেপিকে কোণঠাসা করতে নতুন রণকৌশল নিচ্ছেন নেত্রী। তার আগে দরকার দলের নেতা-কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করা। সেটা বুঝেই দলীয় সংগঠনের সঙ্গে একের পর এক বৈঠক করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরআগে দলীয় সাংসদ, বিধায়ক, জেলাসভাপতিদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন তিনি। সেখানে সংগঠনে একাধিক রদবদল ঘটিয়েছিলেন। এবার কাউন্সিলরদের নিয়ে বসবেন তিনি। তৃণমূল সূত্রের খবর, ফিরহাদ হাকিমকে কাউন্সিলরদের ওই কর্মশালার বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের ১২৫টি পুরসভা ও ছ'টি পুরনিগমের হাজার তিনেক দলীয় কাউন্সিলরকে ওই কর্মশালায় ডাকা হচ্ছে।

বারাকপুর মহকুমায় ভাটপাড়া পুরসভায় ভোটাভুটি করে ক্ষমতা দখল করেছে বিজেপি। হালিশহর পুরসভায় বিজেপি পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করছে। আরও কয়েকটি পুরসভায় সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে তৃণমল। বেশ কিছু পুরসভার দিকে নজর রয়েছে বিজেপি নেতাদের। এদিকে, বছর ঘুরলেই রাজ্যে কলকাতা, বিধাননগর, হাওড়া পুরনিগম সহ ১০০টি পুরসভার ভোট রয়েছে। তার আগে যাতে বিজেপি তৃণমূলের ঘরে থাবা বসাতে না পারে, তার জন্যই এখন থেকে প্রস্তুতি শুরু হচ্ছে বলে তৃণমূল সূত্রের খবর।

লোকসভা নির্বাচনের খোদ কলকাতার একাধিক ওয়ার্ডে তৃণমূলের হার হয়েছে। উত্তর কলকাতার ২৫ টি এবং দক্ষিণ কলকাতার ২৬টি ওয়ার্ডে হেরেছে তৃণমূল। জোড়া ফুলের গর্ভগৃহ দক্ষিণ কলকাতার ৭৩ নম্বর ওয়ার্ড- যেটা মুখ্যমন্ত্রীর ওয়ার্ড, সেখানেই ৪৯৬ ভোটে হেরে গিয়েছেন মমতার প্রার্থী মালা রায়। শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন, হেরে গিয়েছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এক সময় যে ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন সেই ৮১ নম্বর ওয়ার্ডও। সেখানে এখন কাউন্সিলর অরূপের ভাই স্বরূপ বিশ্বাসের স্ত্রী জুঁই। এই ওয়ার্ডে শাসকদল তৃণমূল ৩৩৪৪ ভোটে হেরেছে। কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও দুই মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও শশী পাঁজার বিধানসভার একাধিক ওয়ার্ডে হেরেছে তৃণমূল। মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, জাভেদ খানের বিধানসভা কেন্দ্রেও একাধিক ওয়ার্ডে হেরেছে তৃণমূল। উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী হেরেছেন স্মিতা বক্সির জোড়াসাঁকো কেন্দ্রেও। সূত্রের খবর পুর পরিষেবা নিয়ে জনতার মনে কোনও ক্ষোভ আছে কিনা সেটা সেদিন নেত্রী বোঝার চেষ্টা করবেন।

গোয়া বিমান বন্দরের আগুন

পানাজি, ৮ জুন (হি.স.) : উড়ন্ত বিমান থেকে জ্বালানির ট্যাঙ্ক খুলে আগুন লাগল গোয়া বিমান বন্দরের রানওয়েতে ঊ শনিবার দুপুরে ওড়ার সময় মিগ ২৯ কে বিমান থেকে জ্বালানির ট্যাঙ্ক খুলে পড়ে গেলে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। তবে বিমানটির কোনও ক্ষতি হয়নি।ওড়ার সময় মিগ ২৯ কে বিমান থেকে জ্বালানির ট্যাঙ্ক খুলে পড়ে বিপত্তি গোয়া বিমান বন্দরে ঊ জ্বালানির ট্যাঙ্ক খুলে রানওয়েতে পড়ে গেলে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে।

পাথারকান্দিতে জবরদখল সরকারি জমি, শুরু জরিপের কাজ, প্রতিক্রিয়া

পাথারকান্দি (অসম), ৮ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার মহকুমা সদর পাথারকান্দির প্রাণকেন্দ্রে প্রায় ২৮ বিঘা সরকারি জমি জাল নথিপত্রের মাধ্যমে হাতিয়ে নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে স্থানীয় এক দুষ্টচক্র। এ-সব সরকারি জমি বেদখল হয়ে যাওয়ায় পাথারকান্দির সিংহভাগ সরকারি কার্যালয় অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে হবে। এমতাবস্থায় এলাকাবাসীর বৃহত্তর স্বার্থে দুষ্টচক্রেজর কবল থেকে জবরদখল জমি উদ্ধারে ময়দানে নামতে বাধ্য হয়েছে সচেতন মহল।

আদালতের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে পাথারকান্দি থানা রোডের সম্মুখবর্তী বেদখলকৃত জমির যৌথ জরিপ চালিয়েছে ভূমি ও রাজস্ব দফতর। জরিপের সময় এলাকার বিশিষ্ট নাগরিকরা এই সব শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শপথ নেন। জানা গেছে, কয়েক যুগ থেকে সরকারি ২৮ বিঘা জমির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে থানা, সার্কল অফিস, সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, পূর্ত দফতর, পশু হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ আরও কয়েকটি সরকারি কার্যালয়। কিন্তু বিগত ২০১৪ সালে হঠাৎ করে অর্জুন সিনহা নামে পাথারকান্দির জনৈক ব্যক্তি এ-সব জমি তাঁর নিজের আত্মীয়স্বজনের বলে দাবি করে আদালতে মামলা ঠুকে বসেন। এতেই সৃষ্টি হয় জটলার। জানা গেছে, বির্তকিত ওই ২৮ বিঘা জমি বেশ কয়েকটি দাগে বিভক্ত। বিশেষ করে ২০৬ নম্বর দাগের দুই বিঘা আট কাটা ছয় ছটাক জমির মালিকানা দাবি করে বিগত ২০১৪ সালে সরকারের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন পাথারকান্দির অর্জুন সিনহা। অথচ বর্তমানে এই জমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে অসম সরকারের বিআরসি অফিস, পূর্ত দফতরের এসডিও কোয়ার্টার, মাছ ও সবজি বাজার, অটো স্ট্যান্ড, পাবলিক টয়লেট ইত্যাদি।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সরকারি খাতায় ওই জমির ২০৬ নম্বর দাগের সম্পূর্ণ জমি সরকারি বলে সরকারের খাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। মামলাটি নিম্ন আদালত গড়িয়ে এখন উচ্চ আদালতের বিচারাধীন। এরউ পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি পাথারকান্দি সার্কল অফিসারের কাছে আদালতের নির্দেশ আসে, বিতর্কিত জমির সঠিক জরিপ করতে। সে অনুযায়ী প্রশাসনের কর্মকর্তা-সহ সার্কল অফিসার এল খিনতে, আমিন আব্দুর রৌফ ও জমির মালিকানা বলে দাবিদার অর্জুন সিনহা-সহ স্থানীয় আমজনতার উপস্থিতিতে শুক্রবার যৌথ জরিপ চালানো হয়। জমির জরিপ যখন চলছে, তখন সেখানে উপস্থিত স্থানীয় প্রবীণ বেশ কয়েকজন ক্ষোভে ফেটে পড়েন। মাপজোখ দেকে তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করে ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, এই জমি সরকারি, কোনও দিনই এগুলো অর্জুন সিনহা নামের ব্যক্তির ছিল না। এটা ভূমাফিয়াদের চক্রান্ত। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে উপস্থিত পাথারকান্দির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, বিগত ১৯৫৬ সাল থেকে সরকার জমিদারী প্রথা বাতিল করে প্রথম সেটেলমেন্ট সার্ভে শুরু করে। ১৯৬৬ সাল থেকে ৭৬ সাল পর্যন্ত চলে সার্ভে। তখনকার সময় রাজ্য সরকার এক অধিসূচনা জারি করে প্রকাশ করে বলেছিল, যদি কারও কাছে রাজা কর্তৃক বা জমিদার কর্তৃক প্রদত্ত কোনও জমির 'ফারগ' (প্রমাণপত্র) থাকে তবে সরকার সেই জমি তাঁদের নামে বন্দোবস্ত করে দেবে। পরবর্তীতে ফের ১৯৯৮ সালে সরকার অনুরূপ অধিসূচনা জারি করে জানায়, জমি কেনাবেচায় সরকারের নির্দেশ লাগবে। পরে ১৯৯৯ সালে সেই নির্দেশ বিশেষ কারণে বাতিল হয়ে যায়। এই সুযোগে বর্ণিত সরকারি জমিগুলি অর্জুন সিনহার বলে দলিল তৈরি করে নেওয়া হয়, বক্তব্য স্থানীয় প্রবীণদের। তবে সরকারি নথিতে আজও জমিগুলো সরকারের বলেই লিপিবদ্ধ রয়েছে, বলেন তাঁরা।

এদিকে বিগত ২০১০ সাল থেকে পুনরায় সেই নির্দেশ চালু হওয়ায় অর্জুন সিনহা নিজের কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখার সুযোগ পেয়ে যান। স্থানীয় অনেকেই ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, এই জমিগুলি যদি অর্জুন সিনহার পক্ষে চলে যায় তবে পাথারকান্দিতে সরকারি অফিস বলে বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট থাকবে না। এছাড়া বর্তমানে সদর মহকুমা কার্যালয় তৈরিরও যে প্রচেষ্টা চলছে তাও মাঝপথে আটকে যেতে পারে।

এদিকে এলাকার অন্য এক মহলের মতে, বিগত ১৯০৩ সাল থেকে পাথারকান্দিতে বিভিন্ন সরকারি কার্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। তখন বর্তমানে জমির মালিকানা দাবিদার অর্জুনবাবু কোথায় ছিলেন? তিনি তখন মামলা দায়ের না করে কেন দীর্ঘ এত বছর পর অর্থাৎ ২০১৪ সালে মামলা ঠুকলেন? এই মামলাকে অবৈধ বলে এর পিছনে সার্কল অফিসের একাংশ কর্মচারীর যোগসাজস থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তাঁরা।

বিতর্কিত জমির কাগুজে মালিক অর্জুন সিনহাকে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন, তাই আদালতের রায়ই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। জরিপকার্যে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পাথারকান্দি জেলা পরিষদ সদস্য শান্তিলাল সিনহা, বিজয় বণিক, সুলাল মেহাম্মদ খান, বিশ্বজিত সিনহা, হাজি আব্দুল জলিল, কৃষ্ণ দেবনাথ, নিয়াজ উদ্দিন, মোহন সূত্রধর, সুভাষ সিনহা, নমিতা দাস, জয়নুল হক, আদিত্য সিনহা, কার্তিক সিনহা, সাব্বির আহমদ, ইমরান হোসেন, ফারুক উদ্দিন প্রমুখ।

কাঁথিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃতদুই যাত্রী

কাঁথি, ৮ জুন (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই যাত্রীর। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার সাতসকালেই দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রেকার এবং ডাম্পারের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে কাকলি নামের ওই যুবতীর। কাকলি ছাড়াও মৃত্যু হয়েছে নন্দন জানা নামে আরও এক ব্যক্তির। পলাতক ডাম্পারের চালক এদিন সকালে কাঁথির রাউতারাত এলাকায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় একটি ডাম্পার এবং যাত্রী বোঝাই ট্রেকারের। বিকট শব্দ পেয়েই ছুটে আসেন স্থানীয়রা। দেখা যায় দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে ট্রেকারের সামনের অংশ। তাড়াতাড়ি খবর দেওয়া হয় পুলিশে। কিন্তু তার আগেই উত্তেজিত জনতা আগুন ধরিয়ে দেয় ওই ডাম্পারটিতে।

পদবী পরিবর্তন

আমি মোঃ জালাল উদ্দিন, পিতা মৃত জামাল উদ্দিন, ধলাই জেলার অন্তর্গত আভাঙ্গা গ্রামে স্থায়ী বাসিন্দা। ০১-০৩-২০১৯ইং কমলপুর কোর্টের এফিডেফিট মূলে আমার পদবীতে কিঞ্চিৎ ভুল সংশোধন করিয়া জালাল উদ্দিন আহমেদ নামে পরিচিত হইলাম। জালাল উদ্দিন আহমেদ এবং মোহম্মদ জালাল উদ্দিন একই ব্যক্তি।

বীরগঞ্জে

● প্রথম পাতার পর

করে অন্যান্যদিনের মতোই। রাতে সে তান্ডব চালাতে থাকে। মানুষের সাথে চরম দুর্ব্যবহার ও উশৃঙ্খল আচরণ করতে থাকে। স্থানীয় জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে বীরগঞ্জ থানার পুলিশকে বিষয়টি জানায়। থানার জনৈক পুলিশ আধিকারীক জানিয়েছেন এই মুহূর্তে তাদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। পুলিশের তরফে এই বক্তব্য শোনার পর এলাকার মহিলারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। তারা বাধ্য হয়ে বীরগঞ্জ থানা ঘেরাও করে। বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। শেষ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। এদিকে, পুলিশ পৌঁছার আগে বিশু দাস ও তার ভাই বিকাশ দাস দুজনে মিলে এলাকার লোকজনদের উপর হামলা চালায়। জনগণও পাল্টা হামলা করে। মারধর চলে। তাতে কয়েকজন অল্পবিস্তর আহত হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিশু দাসকে রক্তাক্ত অবস্থায় আটক করে পুলিশ থানায় নিয়ে যাচ্ছিল। তখন সে পুলিশ হেপাজত থেকে পালিয়ে গা ঢাকা দেয়। পুলিশের এই ভূমিকায় জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

আতঙ্ক

● প্রথম পাতার পর

বোম স্কোয়াডের মতে, এটি একটি দেশী বোমা। আতঙ্ক তৈরির জন্য হয়তো ফেলে রাখা হয়েছে রাবার বাগানে। পুলিশ জানিয়েছে, বোম স্কোয়াড বোমাটি নিস্ক্রিয় করেছে। শ্রীরামপুর ফাঁড়ির ওসির কথায়, ওই বোমা খুব একটি শক্তিশালি ছিল না। দেশী বোমা বলেই প্রমাণ মিলেছে। তবে, তাতে বিস্ফোরক ছিল। তাই, বোমাটি নিস্ক্রিয় করা হয়েছে। তিনি বলেন, অযথা আতঙ্কের কোন কারণ নেই। পুলিশ সবদিকে নজরদারি রেখেছে।

বৃদ্ধা

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। রিপোর্ট আসার এই ঘটনায় প্রকৃত রহস্য বেরিয়ে আসবে।

আত্মহত্যা

● প্রথম পাতার পর

রমেন্দ্র নোয়াতিয়ার মৃত্যুতে তার পরিবারের সদস্যরা শোকে ভেঙ্গে পড়েছেন। বিশেষ করে তার বাবা প্রচন্ড কান্নাকাটি করছেন। ছেলের মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ি করছেন তিনি। পুলিশ এই মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়েছে।

মাদ্রিদে হ্যাজার্ড

পাচের পাতার পর

রিয়াল মাদ্রিদের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'ইডেন হ্যাজার্ডের ট্রান্সফার নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ ও চেলসির মধ্যে অবশেষে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। আগামী পাঁচবছর অর্থাৎ ৩০জুন, ২০২৪ অবধি ক্লাবের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন হ্যাজার্ড।' একইসঙ্গে আগামী বৃহস্পতিবার মেডিক্যাল পরীক্ষার পর স্যান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে একটি অনুষ্ঠানে রিয়াল জার্সি গায়ে আত্মপ্রকাশ করবেন বেলজিয়ান এই তারকা।

২০টি ইঞ্জিন

পাচের পাতার পর

কর্মীরা আগুন নেভানোর কাজে লেগে পড়ে। টানা ৪ ঘন্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে সম্ভব হয় দমকল। আগুনের ভয়াবহতা এতটাই ছিল যে ভেঙে পড়ে ছাদের একাংশ। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে আসেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বেআইনি ঝুপড়িতে লাগা আগুন থেকেই তা ছড়িয়ে পাশে রাসায়নিক গুদামে। এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িও ভস্মীভূত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

জগনমোহনের

পাচের পাতার পর

থেকে উঠে আসা পাঁচ নেতা উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এদিন শপথ নেবে। তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, অনগ্রসর শ্রেণী, সংখ্যালঘু, উচ্চবর্ণের কাপুস থেকে উঠে আসা নেতারা উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসতে চলেছেন। সব মিলিয়ে জগনমোহন মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীদের সংখ্যা ২৫।

উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনে ১৫১ আসনে জয়লাভ করে জগনমোহনের ওয়াইএসআর কংগ্রেস। ৩০ মে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তিনি।

মফঃস্বল

● প্রথম পাতার পর

৫১ জন এবং মেয়ে ১৩ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছেন। তাঁরা সোনামুড়ার দুইটি, বিশালগড়, কূর্তি এবং টিলাবাজার মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষা দিয়েছেন। মাদ্রাসা আলিমে প্রথম হয়েছেন মহম্মদ মাহাদি হাসান। তার প্রাপ্ত নম্বর ৭২৯।

আজ পর্ষদ সভাপতি ড. সাহা জানিয়েছেন, এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার ৬৪.৬০ শতাংশ। গতবছর পাশের হার ছিল ৫৯.৫৯ শতাংশ। এদিকে, এডিসি এলাকায় বিদ্যালয়গুলিতে এবছর পাশের হার ৪৯.৮০ শতাংশ। গত বছর পাশের হার ছিল ৩৯.১৪ শতাংশ। তিনি আরো জানান, তপশীলি উপজাতি পরীক্ষার্থীদের পাশের হার ৪৫.৮৪ শতাংশ, গতবছর ছিল ৩৭.৩০ শতাংশ। তপশীলি জাতি পরীক্ষার্থীদের পাশের হার ৬৬.৭১ শতাংশ, গত বছর ছিল ৬৪.৩৬ শতাংশ।

মাধ্যমিকে অংকে ১০০-তে ১০০ পেয়েছেন ১১৯ জন। অথচ, অংকেই পাশের হার সবচেয়ে কম হয়েছে। সবচেয়ে ভাল ফলাফল হয়েছে ইংরেজী বিষয়ে। ইংরেজীতে ৯৫.৯৭ শতাংশ পাশের হার। এছাড়া সমাজবিদ্যায় ৮১.০৪ শতাংশ এবং বিজ্ঞানে ৭৭.৭৭ শতাংশ পাশের হার। ভাষাগত বিষয়গুলির মধ্যে মিজো বিষয়ে পাশের ১০০ শতাংশ। এছাড়া, ককবরকে ৯৬.৮২ শতাংশ, বাংলায় ৯৪.৭৮ শতাংশ এবং হিন্দিতে ৬৭.৮২ শতাংশ পাশের হার।

পর্ষদ সভাপতির কথায়, গত কয়েকবছর ধরে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীরা পরীক্ষায় বেশি অংশগ্রহণ করছে। এদিকে, এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১০০ শতাংশ পাশ করেছে ৫৩টি বিদ্যালয় এবং ১০০ শতাংশ ফেল করেছে ৩৪টি বিদ্যালয়। গত বছর ৪৮টি বিদ্যালয় ১০০ শতাংশ পাশ এবং ৩১টি বিদ্যালয় ১০০ শতাংশ ফেল করেছিল।

এদিকে, কৃতী তালিকায় যারা রয়েছে তারা হল, ১। প্রথম : তথাগত দত্ত, উদয়পুর ইংরেজি মাধ্যম উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের ছাত্র। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৮১। ২। দ্বিতীয় : সুজাতা পাল। তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ছাত্রী । প্রাপ্ত নম্বর ৪৮০। ৩। দ্বিতীয় : নরেনচন্দ্র পাল। মেলাঘর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় । প্রাপ্ত নম্বর ৪৮০। ৪। দ্বিতীয় : সৌরদীপ দাস। নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন । প্রাপ্ত নম্বর ৪৮০। ৫। তৃতীয় : সৌরদীপ ভট্টাচার্য। উমাকান্ত অ্যাকাডেমি । প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৯। ৬। চতুর্থ : শুভনীল ভৌমিক। বাইখোরা উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়। প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৮। ৭। পঞ্চম : জয়দীপ পাল । কামিনি কুমার সিংহ স্মৃতি উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়। প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৭। ৮। ষষ্ঠ : মুসকান দেবনাথ। বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়। প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৬। ৯। ষষ্ঠ : সামন্বিতা সরকার। বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়। প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৬। ১০। ষষ্ঠ : অনুরাধা সাহা। শিশুবিহার উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়। প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৬। ১১। সপ্তম : সুইটি বর্ধন। লঙ্কামুড়া উচ্চ বিদ্যালয়। প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৫। ১২। অষ্টম : মৃন্ময় ধর। নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন। প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৪। ১৩। নবম : অরিজিৎ মজুমদার। বিলোনিয়া সরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়। প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৩। ১৪। নবম : সৌরভ ঘোষ, অফিল টিলা উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়। প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৩। ১৫। নবম : দিয়া বণিক। শিশুবিহার উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়। প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৩। ১৬। নবম : দীপায়ন সাহা। শিশুবিহার উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়। প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৩। ১৭। দশম : সোহম শীল। উদয়পুর ইংরেজি মাধ্যম উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়। প্রাপ্ত নম্বর ৪৭২। ১৮। দশম : রাজেশ দেবনাথ। বৃন্তক শিক্ষা নিকেতন। প্রাপ্ত নম্বর ৪৭২। ১৯। দশম : বৃষ্টি বিশ্বাস। বিবেকানন্দ শিশু নিকেতন। প্রাপ্ত নম্বর ৪৭২।

এসসিইআরটি

● প্রথম পাতার পর

রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যোগ্যতা রয়েছে। কিন্তু, তাঁদের যোগ্যতার মূল্যায়ণ হয়নি। তাঁর চেষ্টা করলে শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন আনতে পারেন, দৃঢ় বিশ্বাস শিক্ষামন্ত্রীর।

এদিকে, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আরো ভাল ফলাফলের জন্য এসসিইআরটি-কে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করতে বলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর কথায়, ওই কমিটি উত্তরপত্র মূল্যায়ণ, প্রশ্নপত্রের ধাঁচ, পরীক্ষকদের ভূমিকা ও তাঁদের অভিজ্ঞতা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গুনমান এ-সমস্ত বিষয়ে খোজ খবর নেবে। প্রয়োজনে পরামর্শও দেবে কমিটি। তাদের পরামর্শ মেনে শিক্ষাব্যবস্থাকে আরো ঢেলে সাজাতে চাইছে ত্রিপুরা সরকার। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ওই কমিটি যদি মনে করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। তাহলে তারা সুপারিশ করবে, সে মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রশপত্র সঠিকভাবে তৈরি হচ্ছে কিনা, তা-ও কমিটি খতিয়ে দেখবে। শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, ছাত্রছাত্রীদের ভাল ভবিষ্যতের প্রশে কোন আপোষ করবে না রাজ্য সরকার।

অধীর চৌধুরির

তিনের পাতার পর

দিয়ে যে বিজেপির মতো দলের প্রচার লঘু করা যাবে না তা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে তৃণমূল নেত্রীর কাছে। তাই প্রচার থেকে যুদ্ধ জয়, পেশাদারিত্বেই ভরসা রাখার পক্ষপাতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তৃণমূল সুপ্রিমোর এই 'ভরসা' নিয়েই সমালোচনায় মুখর অধীর চৌধুরি।

আগুন, মৃত ৩

তিনের পাতার পর

লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় দমকল। এসে পৌঁছয় পুলিশও। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, আগুনে পুড়ে দুই পড়ুয়া সহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। দমকল কাজ করছে। আগুন প্রায় নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। কী কারণে আগুন লাগল, তা এখনও জানা যায়নি।

নিন্দায় মুখর রাহুল

তিনের পাতার পর

সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন রাহুল গান্ধী। উল্লেখ করা যেতে পারে লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশের আমেঠি এবং কেরলের ওয়ানাড থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। আমেঠিতে স্মৃতি ইরানির কাছে হেরে গেলেও ওয়ানাডে হয় পায় রাহুল।

সোমবার গণ-শুনানি

তিনের পাতার পর

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশকে বাধ্য হয়ে শূন্যে কম করেও ১৫ রাউন্ড গুলি চালাতে হয়েছে। গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন নয়জনন। তাদের মধ্যে জামির হুসেন নামের এক যুবকের শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (এসএমসিএইচ) মৃত্যু হয়েছিল। সেদিনের ঘটনায় তিন পুলিশ জওয়ানও আহত হয়েছিলেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রায় ছয়দিন কারফিউবন্দি ছিল হাইলাকান্দি শহর। তাছাড়া ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তি যাতে আর বিস্তারিত না হয় তার প্রতি লক্ষ রেখে বরাক উপত্যকার তিন জেলা কাছাড়, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দিতে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছেল প্রশাসন। টানা পাঁচদিন পর ফের স্বাভাবিক হয় ইন্টারনেট পরিষেবা।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ঘটনার পরের দিন হিন্দুস্থান সমাচার-এর গুয়াহাটির প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল বলেছিলেন, কোনও অশুভ চক্রের অঙ্গুলি হেলনে ওই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে কি না তা তদন্ত করলে বেরিয়ে পড়বে। তিনি বলেছিলেন, হাইলাকান্দির পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনার দিন সন্ধ্যারাতেই অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজীব বরা এবং রাজ্যের পুলিশ-প্রধান কুলধর শইকিয়াকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তাছাড়া গোটা ঘটনার তদন্ত করতে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজীব বরাকে নির্দেশ দিয়ে তিনদিনের মধ্যে তদন্ত-রিপোর্ট দাখিল করতে বলেছিলেন। রাজ্যের বাতাবরণ নষ্ট হতে দেওয়া হবে না। যে-কোনও উপায়ে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখা হবে, জোরের সঙ্গে বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরই পরিপ্রেক্ষিতে চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন রচনার আগে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজীবকুমার বরা হাইলাকান্দি এসে গণ-শুনানি গ্রহণ করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আশিকুলের বিরুদ্ধে

আটের পাতার পর

আলমের প্রথম সাক্ষাত হয়। তবে কিভাবে তারা দু'জন একত্রিত হয়েছিলেন সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলা হয় নি। এ নিয়ে ওই ছদ্মবেশী এজেন্টের সঙ্গে মোমের আলোতে ১০ মাস ধরে বৈঠক চলতে থাকে। এতে পরিকল্পনা, অস্ত্র কেনা নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময়ই আশিকুল আলম আল কায়েদা ও আইএসের প্রশংসা করেন। আদালতের দলিল অনুযায়ী, ২০১১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলাকে তিনি একটি পরিপূর্ণ সফলতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

মিডটাউন ম্যানহ্যাটানে টাইমস স্কয়ারের চারপাশে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সব স্থাপনা। এখানে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু হামলার চেষ্টা হয়েছে। ২০১৭ সালে একটি পাতালপথের করিডোরে পাইপবোমা বিস্ফোরণ ঘটায় এক ব্যক্তি। এই করিডোরটি ব্যস্ততম পোর্ট অথরিটি বাস টার্মিনাল থেকে টাইমস স্কয়ার পর্যন্ত সংযুক্ত করেছে। ওই বিস্ফোরণে তখন কমিউটার যোগাযোগ বিঘিত হয়। ভীতি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। যে ব্যক্তি এই হামলা করেছিলেন তিনিই এতে গুরুতর আহত হন। এ ঘটনায় গত বছর সন্ত্রাসের অভিযোগে অভিযুক্ত হন আইএসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশী আকায়েদ উল্লাহ।

বাংলাদেশে

● প্রথম পাতার পর

চিনের প্রতি বাংলাদেশের পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতির ওপর আলোকপাত করেন। শ্রোতার আসনে প্রথম সারিতে বসা আলোচনাসভার অন্যতম উদ্যোক্তা 'অন্তর রাষ্ট্রীয় সহযোগ পরিষদ' (এআরএসপি)-এর সভাপতি বীরেন্দ্র গুপ্ত এই দুই আলোচকের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেন, এগুলোর ওপর গুরুত্ব না দিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রতিবাদ জানিয়ে মোহিতবাবু বলেন, "ভুল ব্যাখ্যা করবেন না আমি যা বলেছি, নির্দিষ্ট তথ, পর্যবেক্ষনের ভিত্তিতে জানিয়েছি আবার বলছি, এ সব সমস্যার ওপর গুরুত্ব না দিলে দে'দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের প্রক্রিয়া ধাক্কা খাবে"

এই আলোচনায়, এর আগে বাংলাদেশের অধ্যাপক মহম্মদ সালিম বলেন, তিস্তার জল দে'দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের মূল অন্তরায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শেখ মুজিব ১৯৭২-এর জানুয়ারী মাসে বি এম আব্বাসকে তাঁর পরামর্শদাতা হিসাবে ভারতের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে একটা সমাধানে আসার দায়িত্ব দেন। দু'দিনের মধ্যে আব্বাস ভারতে আসেন। কিন্তু তাঁকে ভারত পাকিস্থানের প্রতিনিধি হিসাবে ধরে নিয়েছিলঊ পরে প্রশ্ন ওঠে আব্বাসকে প্রতিনিধি হিসাবে ভারতে এ ব্যাপারে পাঠানো কতটা যুক্তির হয়েছে। এর পর নানা সময় তিস্তার জল নিয়ে আলোচনা হয়েছেঊ আমরা ঋণ বা অন্য সহযোগিতা চাই নাঊ তিস্তার জল চাই।

শাশুড়ি

● প্রথম পাতার পর

নাছোড় বান্দা ছিল। মেয়ের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রেখে বিয়ের জন্য তাদের রাজি করায়। গত সাড়ে তিন মাস আগে দুজনের সামাজিক ভাবে বিয়ে হয়। গৃহবধূর বাপের বাড়ির অভিযোগ এরপর থেকে অন্তরাকে বাপের বারি আসতে দিত না শ্বশুর বাড়ির লোকেরা। তার উপর চালানো হত মানসিক নির্যাতন। এমনকি ফোনে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে কথা বললেও তার উপর চালানো হত নজর দারী। এই অবস্থায় ভেঙ্গে পড়ে অন্তরা। গত বৃহস্পতিবার গৃহবধূ অন্তরাকে স্বামী চিকিৎসক সত্যজিৎ দাস ও শ্বাশুরি অনিমা বৈদ্য মিলে ঘুমের ওষুধ খেতে দেয়। তাকে এই ওষুধ খেতে বাধ্য করা হয়। অপমানে অন্তরা এই ঘুমের ওষুধ খায়। অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে ভর্তি করা হয় টি এম সি হাসপাতালে। শুক্রবার বিষয়টি পরিবারকে জানানো হয়। অবশেষে গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকেরা শুক্রবার সন্ধ্যায় আমতলি থানায় মামলা দায়ের করে। পুলিশ হাপানিয়া দুর্গাপাড়া শ্বশুর বারি গিয়ে অভিযুক্ত স্বামী চিকিৎসক সত্যজিৎ দাসকে পায়নি। অবশেষে শনিবার এই ঘটনায় অভিযুক্ত শ্বাশুরি অনিমা বৈদ্যকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। এই ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে জানায় পুলিশ। গৃহবধূ অন্তরা বনিকের অবস্থা আশঙ্কা জনক বলে জানা গেছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগেই নানান বিতর্ক শুরু হয়ে গেল

বিশ্বকাপের আসরে ভারত-পাক ম্যাচের আগেই নানান বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। তবে, এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে পাক ক্রিকেটাররা। ভারতীয় ক্রিকেটাররা এই ব্যাপারগুলোতে নজর রাখছে না। তাদের সামনে এখন অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ। তবে, বিরাটরা চুপচাপ থাকলেও, পাক ক্রিকেটাররা চুপচাপ থাকতে পারছেন না।বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হলে ভারতের প্রত্যেকটি উইকেট পড়াকে অন্যভাবে সেলিব্রেট করার ইচ্ছা ছিল সরফরাজদের। অবশ্য তাদের আবদারে না করে দিয়েছেন পাক ক্রিকেট বোর্ড। তবে পাক ক্রিকেটারদের হঠাতই কেন এমন ইচ্ছে সেটা কেউই আপাতত বুঝে উঠতে পারছেন না। তবে অনেকে মতামত প্রকাশ করেছেন অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ম্যাচে ভারতীয় দল আর্মি ক্যাপ ব্যবহার করে। তার আগেই পুলওয়ামায় জঙ্গিহানায় মারা গিয়েছিলেন চল্লিশজন সিআরপিএফ জওয়ান। তাদের সম্মান জানানোর জন্যই ভারতীয় দল এই পদক্ষেপ নিয়েছিল। এর পাল্টা হিসেবেই ভারতীয় দলের উইকেট পড়লে বিশেষভাবে উল্লাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল পাক দল। কিন্তু এই ব্যাপারটিতে সায় দেয়নি পিসিবি।পাক বোর্ডের তরফ থেকে সরফরাজদের বলা হয়েছে ক্রিকেটেই মন দাও বিরাট ব্রিগেডের আর্মি ক্যাপ পরার পাল্টা হিসেবে বাড়তি উল্লাসের প্রয়োজন নেই। পাশাপাশি পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান দলের ক্রিকেটারদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছেন, ''তোমরা স্পোর্টসম্যান স্পিরিট দেখিয়ে খেলা খেল। মাঠের মধ্যে এমন কোনও খারাপ কাজ কর না, যা নিয়ে সমালোচনা হোক। আর হ্যা আমার প্রধান কথা হল, খেলার মধ্যে কোনও রাজনীতি যেন না আসে, খেলাটা যেন খেলার মতই হয়''।এদিকে ধোনির গ্লাভসে ''বলিদান'' লোগো নিয়ে পাক মন্ত্রী টুইটারে বলেছিলেন, ''ধোনি ইংল্যান্ডে ক্রিকেট খেলতে গেছেন, মহাভারত নয়''। পাক মন্ত্রীর ট্যুইটকে কটাক্ষ করে জবাব দিয়েছে বিজেপির মুখপাত্র শাহনওয়াজ হুসেন। তিনি বলেন, ''পাকিস্তান সবসময় ভয়ে থাকে, ক্রিকেটারদের মধ্যেও কম্যান্ডো দেখে। পাকিস্তান ভাবে ভারত মাঠেও সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করবে''।

মাঠে নামার আগে বিরাটদের 'সতর্ক বার্তা' দিলেন 'ক্রিকেট ইশ্বর'!

গত ৫ ই জুন, সাউথহাম্পটনে দক্ষিন আফ্রিকার বিরুদ্ধে জয়ের মধ্যে দিয়েই এবারের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছে ভারত।ম্যাচ জিতলেও সেই জয় যে খানিকটা কষ্টার্জিত ছিলো সে বিষয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।সেই ম্যাচের রেশ কাটতে না কাটতেই পরবর্তী ম্যাচে ফের শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া দলের মুখোমুখি হতে চলেছে বিরাটরা।ফিনদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হওয়ার আগে ' মেন ইন ব্লু 'র প্রতি এই বার্তা রাখলেন শচীন তেন্ডুলকর।এদিন শচীন বলেন, যে আত্মবিশ্বাস এখন গোটা দলটার মধ্যে বর্তমান, তা নিয়েই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঝাপিয়ে পড়তে হবে কারন তাদের বিরুদ্ধে ম্যাচ মোটেই সহজ হবেনা।এছাড়াও যে মাঠে খেলা রয়েছে অর্থাত ওভালে।সেখানে বেশি বাউন্স থাকায় বেশি সুবিধা পাবে অস্ট্রেলিয়া।তবে সতর্ক করে দেওয়ার পাশাপাশি এদিন বিরাটদের জয়ের ব্যাপারেও আশাবাদী শচীন, জানিয়েছেন ভারত জিতবে সে বিষয়ে আশাবাদী তিনি।প্রসঙ্গত, সাউথহাম্পটনে এবারের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ জয়ের মধ্যে দিয়ে শুরু করলো ভারত।রোহিত শর্মার দুরন্ত সেনুরি এইদিন ভারতকে ম্যাচের চালকের আসনে বসায়।ছয় উইকেটে ম্যাচ জিতে যখন উদ্দীপ্ত গোটা ভারতীয় শিবির , ঠিক তখন উল্টো দিকেল একরাশ হতাশা সাউথ আফ্রিকা দলের।কালকে হারের মধ্যে দিয়ে এইবার বিশ্বকাপের হারের হ্যাটট্রিক পূর্ন করলো ফাফ দু প্লেসিসের দল।এদিন রোহিত শর্মার ১২২ রানের সুবাদে ১৫ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতে যায় ভারত।অন্যদিকে বিরাটদের কাছে হেরে সেমি ফাইনালের পথ কন্টকময় করে তুললো সাউথ আফ্রিকা।এদিন জসপ্রীত বুমরাহ এবং যুজুবেন্দ্র চাহাল কার্যত কোমড় ভেঙে দেয়ে প্রোটিয়াস ব্যাটিং লাইন আপের।৫০ ওভার শেষে বিরাটদের বিরুদ্ধে তারা লক্ষ্যমাত্রা রাখে ২২৭/৯।শুরুতেই দ্রুত ওপেনার জুটি কে ড্রেসিংরুমে পাঠিয়ে দেয় বুমরাহ তার আগুনে স্পেলে।এদিন শুরুতেই বল হাতে চেষ্টা চালিয়েছিলেন এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা পেস বোলার কাগিসো রাবাদা।ভারতের তারকা ওপেনার শিখর ধাওয়ান কে মাত্র আট রানে ফিরিয়ে বিরাটদের উপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা চালান।ফেলুকায়োর বলে দুরন্ত ক্যাচে কোহলি কে মাঠ ছাড়তে বাধ্য করেছিলেন ডি'' কক।ভারত অধিনায়কের এবারের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ থেকে সংগ্রহ মাত্র ১৮ রান।তবুও এতো চেষ্টার পরেও এদিন ম্যাচ হেরে যায় ডু - প্লেসিসরা।তৃতীয় উইকেটে ৮৫ রানের পার্টনার শিপ তৈরি করে রোহিত শর্মা কে এল রাহুলের সাথে।এদিন ম্যাচে ২৬ রান করেছিলেন রাহুল।এ দিন হাজার চেষ্টাতেও রোহিতকে ফেরাতে পারেনি রাবাদারা।এমনকি ম্যাচে একাধিক বার ' হিটম্যান ' এর ক্যাচ মিস করে প্রোটিয়াস রা।যা এইদিন রোহিতের ২৩ তম ওডিই সেনুরির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।এদিন রোহিতের ইনিংস সাজানো ছিলো ১৩ টা চার এবং ২ টো ছয় দিয়ে।প্রথম ম্যাচে জয় দিয়ে শুরু করা বিরাটরা আগামী রোববার ওভালে মুখোমুখি হতে চলেছে অস্ট্রেলিয়ার।অন্যদিকে হারের হ্যাটট্রিকের পর বিধ্বস্ত সাউথ আফ্রিকা শিবির মুখোমুখি হতে চলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের , আগামী সোমবার।

স্ত্রীর জন্য শাস্তি পেতে পারেন ধোনি!

চলতি বিশ্বকাপের আসর বেশ ভালোভাবেই শুরু করেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। কিন্তু ব্যক্তিগত সময়টা মোটেই ভালো যাচ্ছে না সাবেক অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির। একদিকে সেনাবাহিনীর প্রতীকসহ গ্লাভস পরে আইসিসির রোষানলে পড়েছেন অপরদিকে এবার স্ত্রী সাক্ষীর জন্য বোর্ডের কাছ থেকেও পেতে পারেন বড় শাস্তি। ধারণত মাঠে মহেন্দ্র সিং ধোনি আর গ্যালারিতে থাকেন তার স্ত্রী সাক্ষী ও কন্যা জিভা। এটি ভারতীয় ক্রিকেটের দীর্ঘদিনের পরিচিত দৃশ্য। কিন্তু সেই স্ত্রীর কারণেই এবার ধোনি পড়তে পারেন বড় রকমের ঝামেলায়। থম অবস্থায় বিশ্বকাপে ভারতীয় ক্রিকেটারদের স্ত্রী-বান্ধবীদের সঙ্গে থাকার অনুমতি না দিলেও পরবর্তীতে ২০ দিন পর সঙ্গে থাকার অনুমতি দেয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। এই ২০ দিনের মধ্যে এক সঙ্গে থাকা ছাড়াও মাঠেও আমন্ত্রনে ছিলো নিষেধাজ্ঞা। ২৬ জুনের পর নিজ নিজ সঙ্গীদের ডেকে নিতে পারবেন। তবে সেখানেও বিসিসিআইয়ের শর্ত, দলের পারফরম্যান্স বিবেচনা করে শুধু ১৫ দিনের জন্য সঙ্গীদের কাছে পাবেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা।কিন্তু বোর্ডের এই নিষেধাজ্ঞা গা করেননি ধোনি ও তার স্ত্রী সাক্ষী ধোনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৫ জুন মেয়ে জিভা ধোনিকে নিয়ে সাউদাম্পটনের রোজ বোলে হাজির হন ধোনির স্ত্রী। মেয়েকে নিয়ে সেই ম্যাচে তার তোলা বেশ কিছু ছবি নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম পেজে পোস্ট করেন সাক্ষী।বোর্ড সংশ্লিষ্ট অনেকেরই ধারণা বোর্ডের নিধেষাজ্ঞা অমান্য করায় শাস্তির মুখে পড়বেন ধোনি।

রয়কে ফেরালেন মেহেদি মিরাজ

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুটা দারুণ করেছে স্বাগতিক ইংল্যান্ড। যেখানে উইকেট পেতে রীতিমতো ঘাম ঝরাতে হচ্ছে বাংলাদেশি বোলারদের। দলীয় ৩৫তম ওভারে মেহেদি হাসান মিরাজের করা প্রথম দিন বলেই ছক্কা হাঁকিয়ে ব্যক্তিগত দেড়'শ পূরণ করেন জেসন রয়। তবে চতুর্থ বলে তিনি ফের উঠিয়ে মারলে মাশরাফির ক্যাচে ধরা পড়েন। ১২১ বলে ১৪টি চার ও ৫টি ছক্কায় ১৫৩ করেন এই ইংলিশ ওপেনার। রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ৩ উইকেট হারিয়ে ইংল্যান্ডের সংগ্রহ ৩৬ ওভার শেষে ২৪১ রান।জেসন রয় ও জনি বেয়ারস্টোর ব্যাটে দলীয় সেঞ্চুরির দেখা পায় ইংল্যান্ড। তবে শেষ পর্যন্ত দলীয় ১২৮ রানে বেয়ারস্টোকে ফেরান বাংলাদেশ অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা। ব্যক্তিগত ৫১ রানে মাশরাফির বলে মেহেদি হাসান মিরাজের দুর্দান্ত এক ক্যাচে ফেরেন বেয়ারস্টো।মাশরাফির পর সফলতা পেয়েছেন মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন।

দশম দিনে পড়ল বিশ্বকাপ, একনজরে পয়েন্ট টেবিলে কে কোথায়

৩০ মে ইংল্যান্ডের মাটিতে দ্বাদশতম ক্রিকেট বিশ্বকাপের পর্দা ওঠার পর আজ দশম দিনের খেলা। কার্ডিফে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড, অন্য ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি আফগানিস্তান।দুই ম্যাচ শুরুর আগে, একনজরে দেখা নেওয়া যাক বিশ্বকাপের দশম দিনে পয়েন্ট টেবিলে কোন দল কোথায়-১) নিউজিল্যান্ড- চলতি বিশ্বকাপে, ২ ম্যাচ খেলে দুটিতেই জয় পেয়েছে গত বারের বিশ্বকাপ রানার্স দল নিউজিল্যান্ড।

উনিশের বিশ্বকাপে তারা এখনও পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশকে হারিয়েছে।২) অস্ট্রেলিয়া- কিউয়িদের মতো অজিরাও দুই ম্যাচ খেলে দুটিতে জয় পেয়েছে। প্রথমে আফগানিস্তান ও পরে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় ২ নম্বরে অস্ট্রেলিয়া। নেট রান রেটের বিচারে নিউজিল্যান্ডের থেকে পিছিয়ে রয়েছে অজিরা।৩) শ্রীলঙ্কা- প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে হার, পরে আফগানিস্তানের কাছে জয় ও পাকিস্তানের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি। ফলে ৩ ম্যাচ শেষে ৩ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় ৩ নম্বরে করুণারত্নে অ্যান্ড কোম্পানি।৪)পাকিস্তান- শ্রীলঙ্কার মতো একই অবস্থা পাকিস্তানের। প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিদের বিরুদ্ধে হার,এরপর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয় ও শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে পয়েন্ট ভাগাভাগির পর ৩ ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলে ৪ নম্বরে পাকিস্তান।৫) ওয়েস্ট ইন্ডিজ- প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানকে উড়িয়ে দিয়ে শুরু করলেও অজিদের সামনে তীরে এসে তরি ডুবেছে হোল্ডারদের। ২ ম্যাচ শেষে তাদের পয়েন্ট ২।৬) ইংল্যান্ড- প্রথম ম্যাচে প্রোটিয়াদের হারালেও দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানের কাছে হেরে বসেছে ইংল্যান্ড।সেকারণেই ২ ম্যাচ শেষে মর্গ্যানের দলের পয়েন্ট ২।৭) ভারত- টুর্নামেন্টের সবার শেষে অভিযান শুরু করার কারণে পয়েন্ট টেবিলে এতটা পিছনে ভারত। প্রোটিয়াদের উড়িয়ে দিয়ে ১ ম্যাচ খেলে কোহলিদের পয়েন্ট এখন ২।৮)বাংলাদেশ- শনিবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার আগে ২ ম্যাচ খেলে টাইগারদের পয়েন্ট এখন ২। প্রোটিয়াদের হারিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছে বাংলাদেশ।) দক্ষিণ আফ্রিকা- ৩ ম্যাচ খেলে ৩ ম্যাচ হার, ফলে এখনও পয়েন্ট টেবিলে খাতা খোলা হয়নি দক্ষিণ আফ্রিকাব।১০) আফগানিস্তান- ২ ম্যাচ খেলে এখনও পয়েন্ট টেবিলে খাতা খুলতে পারেনি রশিদরা।

পর পর তিন বিশ্বকাপে এমন ঘটনা ঘটলো ভারতের প্রথম বিশ্বকাপ ম্যাচে

প্রত্যাশা মতোই এবারের বিশ্বকাপে শুরুটা দারুন করেছিলো ভারতীয় ক্রিকেট দল। সাউথহাম্পটনে এবারের বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচে ৬ উইকেটে হারিয়ে দেয় তারা। ম্যাচে শতরান করেন রোহিত শর্মা। এদিন ম্যাচে একাধিক রেকর্ড তৈরি হওয়ার পাশাপাশি তৃতীয় বারের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় ভারতের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে।এদিন দলকে জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কারী রোহিত শর্মা করেন ১৪৪ বলে ১২২ রান। প্রসঙ্গত, এবারের বিশ্বকাপে ভারতের সহ - অধিনায়ক ছিলেন রোহিত। এর আগের দুটো বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম বিশ্বকাপ ম্যাচে শতরান করেছিলেন বিরাট কোহলি এবং বীরেন্দ্র শেহওয়াগ।

২০১৫ এর বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচে ভারত - মুখোমুখি হয় পাকিস্তানের , ম্যাচে ১২৬ বলে ১০৭ রান করেছিলেন বিরাট কোহলি, সেইবার ভারতীয় দলের সহ অধিনায়ক ছিলেন তিনি ,এছাড়া এর আগে ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত ২০১১ এর বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের মুখোমুখি হয়েছিল ' মেন ইন ব্লু ' , সেই ম্যাচেও শুরু থেকে দুরন্ত খেলে সেনুরি করেছিলেন শেহওয়াগ, সেইবার তিনি ছিলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক। অর্থাত এই নিয়ে পরপর তিন বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম ম্যাচে সেনুরি করলেন দলের সহ - অধিনায়করা।

প্রসঙ্গত, সাউথহাম্পটনে এবারের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ জয়ের মধ্যে দিয়ে শুরু করলো ভারত।রোহিত শর্মার দুরন্ত সেনুরি এইদিন ভারতকে ম্যাচের চালকের আসনে বসায়।ছয় উইকেটে ম্যাচ জিতে যখন উদ্দীপ্ত গোটা ভারতীয় শিবির , ঠিক তখন উল্টো দিকেল একরাশ হতাশা সাউথ আফ্রিকা দলের।কালকে হারের মধ্যে দিয়ে এইবার বিশ্বকাপের হারের হ্যাটট্রিক পূর্ন করলো ফাফ দু প্লেসিসের দল।এদিন রোহিত শর্মার ১২২ রানের সুবাদে ১৫ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতে যায় ভারত।অন্যদিকে বিরাটদের কাছে হেরে সেমি ফাইনালের পথ কন্টকময় করে তুললো সাউথ আফ্রিকা।এদিন জসপ্রীত বুমরাহ এবং যুজুবেন্দ্র চাহাল কার্যত কোমড় ভেঙে দেয়ে প্রোটিয়াস ব্যাটিং লাইন আপের।৫০ ওভার শেষে বিরাটদের বিরুদ্ধে তারা লক্ষ্যমাত্রা রাখে ২২৭/৯।শুরুতেই দ্রুত ওপেনার জুটি কে ড্রেসিংরুমে পাঠিয়ে দেয় বুমরাহ তার আগুনে স্পেলে।এদিন শুরুতেই বল হাতে চেষ্টা চালিয়েছিলেন এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা পেস বোলার কাগিসো রাবাদা।ভারতের তারকা ওপেনার শিখর ধাওয়ান কে মাত্র আট রানে ফিরিয়ে বিরাটদের উপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা চালান।ফেলুকায়োর বলে দুরন্ত ক্যাচে কোহলি কে মাঠ ছাড়তে বাধ্য করেছিলেন ডি'' কক।ভাবত অধিনায়কেব এবাবে ব. ব. বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ থেকে সংগ্রহ মাত্র ১৮ রান।বুও এতো চেষ্টার পরেও এদিন ম্যাচ হেরে যায় ডু - প্লেসিসরা।তৃতীয় উইকেটে ৮৫ রানের পার্টনার শিপ তৈরি করে রোহিত শর্মা কে এল রাহুলের সাথে। এদিন ম্যাচে ২৬ রান করেছিলেন রাহুল।এ দিন হাজার চেষ্টাতেও রোহিতকে ফেরাতে পারেনি রাবাদারা।এমনকি ম্যাচে একাধিক বার ' হিটম্যান ' এর ক্যাচ মিস করে প্রোটিয়াস রা।যা এইদিন রোহিতের ২৩ তম ওডিআই সেনুরির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।এদিন রোহিতের ইনিংস সাজানো ছিলো ১৩ টা চার এবং ২ টো ছয় দিয়ে।প্রথম ম্যাচে জয় দিয়ে শুরু করা বিরাটরা আগামী রোববার ওভালে মুখোমুখি হতে চলেছে স্ট্রেলিয়ার।অন্যদিকে হারের হ্যাটট্রিকের পর বিধ্বস্ত সাউথ আফ্রিকা শিবির মুখোমুখি হতে চলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের , আগামী সোমবার।

ইংল্যান্ড-ভারত ফাইনাল হওয়া উচিত: ফ্লিনটফ

দেবাশিস দত্ত,লন্ডন:সামান্য বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য লর্ডস মাঠের ঠিক পাশের রেস্তোরাঁ'লর্ডস ট্যাভার্নে বসেছিলাম। ছাতা মাথায় অনেকে রাস্তার অন্য প্রান্ত থেকে যাতায়াত করছিলেন বটে। হঠাত তাকিয়ে দেখি, বড়সড় চেহারার এক সুদর্শন মানুষ বৃষ্টি উপেক্ষা করেও লর্ডসের প্রধান গেটের দিকে এগোনোর চেষ্টা করছেন। সামনের রাস্তা দিয়ে অনবরত গাড়ি যাতায়াত করছে একই সঙ্গে। আপ এবং ডাউন। এবং গতিতে। একটু থামতেই দেখলাম, তিনি গাড়ির ফাঁক দিয়ে লম্বা পায়ে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছেন। আরে, এ তো চেনা মুখ! ততক্ষণে জ্যাকেটের সঙ্গে যে টুপিটা থাকে, সেটা তিনি নামিয়ে ফেলেছেন। অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ। পিঠের ব্যথা এবং গোড়ালির চোটের কারণে একটু আগেই ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে হয়েছিল। এখনও চেহারাটা ধরে রেখেছেন। ক্রিকেট মাঠে আর ব্যাট-বল হাতে দাপাদাপি করেন না। অথচ একসময় ইয়ান বথামের সঙ্গে তাঁর তুলনা কম করা হয়নি। ইংল্যান্ড অবশ্য বরাবরই এমন কাণ্ড ঘটিয়ে থাকে। এখন যেমন বেন স্টোকসের সঙ্গে তুলনা চলছে বথামের।জানতে চাইলাম, খুব তাড়ায় আছেন কিনা। বৃষ্টি ততক্ষণে অনেকটা ধরেছে। গ্রেস গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা হল। সামনে যখন বিশ্বকাপ, তখন যে কোনও আলোচনাতেই এই প্রসঙ্গ তো উঠবেই। উঠলও।''আমার ধারণা, ইংল্যান্ড এবার ভাল খেলবে। দ্বিতীয় পছন্দ অবশ্যই ভারত। কারণ, গত ২ বছরে এই দুটো দল শুধু উন্নতিই করেনি, হারিয়েছে সব দলকেও। ভারতের কথা বলতে পারি। দক্ষিণ আফ্রিকা অথবা ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড থেকে অস্ট্রেলিয়া যে কোনও ধরনের পরিবেশে ভারত ভাল খেলতে পারছে। তাই, ইংল্যান্ডের পরিবেশে বিরাটদের অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। এখন কাগজে-কলমে তো আর খেলা হয় না! জিততে হলে প্রত্যেক ম্যাচেই ভাল খেলতে হবে। তবেই তো ফাইনালে ওঠার রাস্তা তৈরি হয়। ইংল্যান্ড এবং ভারতের ফাইনালে ওঠা উচিত। এটুকু বলাই যায়।''কিন্তু দেশের মাঠে ইংল্যান্ডকে কি একটু বেশি চাপের মধ্যে থাকতে হবে না? হেসে ফেললেন ফ্লিনটফ, ''চাপ হজম না করলে বিশ্বকাপ জেতা যাবে? যায় কখনও? প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য। ইংল্যান্ডের সামনে ভাল সুযোগ রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে পারছে কিনা। তবে কাজটা মোটেই সহজ নয়। অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডও ছেড়ে কথা বলবে না। আফগানিস্তানের মতো ছোট দলও দেখবেন কয়েকটা ম্যাচে আপসেট ঘটিয়ে দিয়েছে। গত ৫টি বিশ্বকাপে এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল না। এবার একটা মারকাটারি বিশ্বকাপ দেখতে পাব বলে আশা করছি।''আমি আবার দেশের মাঠে বিশ্বকাপ খেলার চাপ নেওয়ার ব্যাপারটায় আনতে চাইছি আপনাকে। এবার ফ্লিনটফ উত্তর দিলেন, ''চাপ নিলেই চাপ। সব কথায় কান দিলে চাপ তো বাড়বেই। সমালোচকরা বসে আছে খুঁত ধরার জন্য। যদি দল ভাল খেলে, তা হলে তো আর সমালোচনা করার সুযোগ থাকবে না। এই ব্যাপারটা কেন মাথায় নিতে পারবে না ক্রিকেটাররা? আমি তো বলব, জাস্ট কনসেনট্রেট ইওর গেম। ফলের ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে ঠকতে হতে পারে। কী দরকার! ড্রেসিংরুমের ভিতরে যেন কলহের পরিবেশ না থাকে। জয় এবং পরাজয় যদি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারা যায়, তা হলে অদ্ভুত একটা স্পিরিট আসে। শুরুতেই নজর দেওয়া উচিত, সমালোচকদের কথা ভেবে খেলতে গেলে বেশিদূর এগোনো যাবে না। আর এটাই বা কেন ক্রিকেটাররা ভুলে যাচ্ছে যে, সমালোচকরা তো নির্বাচক নয়। সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করে, হজম করে খেলতে হবে।''ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ জিততে পারে, এমন আশার পেছনে তো কয়েকটি কারণ আছে। যদি সেই কারণগুলো ব্যাখ্যা করেন। কিছুক্ষণ ভেবে ইংল্যান্ডের এই প্রাক্তন অলরাউন্ডার বলতে শুরু করলেন, ''আমাদের ওপেনিং পার্টনারশিপ জেসন রয়, ডেভিড বেয়ারস্টোরা খুব ভাল ফর্মে আছে। মিডল অর্ডারে অন্তত ৪ জন অলরাউন্ডার থাকছে ক্রিস ওকস, বেন স্টোকস, মইন আলি, লিয়ম প্লাঙ্কেট। মাঝে থাকবে ক্যাপ্টেন মর্গান, জস বাটলার এবং জো রুট। অন্তত ১০ নম্বর পর্যন্ত ব্যাটসম্যান রান করতে পারবে। গোটা দলটা আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে চাইছে। আগে তো ইংল্যান্ডের নির্বাচকরাও একদিনের ক্রিকেটে ভাল খেলার ব্যাপারে ততটা জোরাজুরি করত না। গত দু''বছর ধরে দেখা যাচ্ছে, ইংল্যান্ড টেস্টের সঙ্গে সঙ্গে সীমিত ওভারের ক্রিকেটেও ভাল খেলার দিকে নজর দিয়েছে। হুইচ ইজ গুড। এ কারণেই ইংল্যান্ড এবার এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে, যেখানে নাকি বিশ্বকাপ জেতার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ভেরি গুড। চমতকার নেতৃত্ব দিচ্ছে ইওয়িন মর্গান। একটা তেজি ভাব আছে বটে দলের মধ্যে। তবে, ওই যে বললাম, ভাল খেলতে হবে। সব জায়গায় ম্যাচ উইনার রয়েছে। এখন হল নিজেদের দক্ষতাকে মেলে ধরার কাজটা।''কোনও দুশ্চিন্তা নেই? প্রশ্ন শেষ হওয়ার মাঝেই এল আবার বৃষ্টি। কথাবার্তা তখনও শেষ হয়নি। তবু ভেতরে যাওয়ার জন্য এক পা বাড়িয়েই ছিলেন। গ্রেস গেটের লাগোয়া লর্ডস ট্যাভার্নে ঢোকার পাশেই আছে একটি ছাদওয়ালা সিঁড়ি। অনুরোধ করে সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়ালাম। এবার তিনি বলতে শুরু করলেন, ''স্লো এবং লো উইকেট হলে ইংল্যান্ড সমস্যায় পড়বে। অধিকাংশই স্ট্রোক প্লেয়ার। পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাট করতে পারে জেসন রয়, ইওয়িন মর্গান এবং জো রুট। বাকি ব্যাটসম্যানদের হাতে রয়েছে প্রচুর স্ট্রোক। মন্থর উইকেটে স্ট্রোক নেওয়ার ব্যাপারে মুনশিয়ানা দেখাতে হবে। পায়ের ব্যবহার বাড়াতে হবে তখন। এমন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে অসুবিধে হলেও, রান করতে হবে। কারণ ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন হতে চাইছে। একটা চ্যাম্পিয়ন দলের কাছে এই ধরনের প্রতিকূলতাকে ধর্তব্যের মধ্যে নেওয়া চলবে না। আমি নিশ্চিত, কোচ ট্রেভর বেলিস এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন ক্রিকেটারদের সঙ্গে। এখন হল ধৈর্য ধরে নিজেদের প্রয়োগ করার পালা।''ভারতীয় দল সম্পর্কে বলা হচ্ছে, ৪ নম্বর জায়গাটা একটু নড়বড়ে। বাকি ব্যাপারগুলো নাকি ঠিক আছে। ইংল্যান্ড দলে এই ধরনের কোনও সমস্যা আছে? একটু চিন্তা করে নিয়ে ফ্লিনটফ বললেন, ''মর্গান-বেলিস জুটি সবাইকে ফ্লেক্সিবল হতে বলেছে। প্রাথমিকভাবে প্রত্যেক ব্যাটসম্যানের জন্য একটা নম্বর দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী যে কোনও ক্রিকেটারকে যে কোনও পজিশনে ব্যাট করতে পাঠানো হতেই পারে। তবে না তুমি চ্যাম্পিয়ন হবে। প্রত্যেক ব্যাটসম্যানকে জানতে হবে, উইকেটের চরিত্র এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাট করা। কোনও নির্দিষ্ট পজিশনে আটকে থাকলে, মানসিকভাবে চাপে পড়ে যেতে হতে পারে। দ্যাট ইজ ব্যাড। দলের প্রয়োজনে খেলো এটাই হল ওয়ান ডে ক্রিকেটের মর‍্যাল। এখন আধুনিক ক্রিকেটে সবাইকে ফ্লেক্সিবল হিসেবে থাকতে হয়। গেট রেডি, বি রেডি টু ফেস এনি চ্যালেঞ্জ।''জফ্রা আর্চার হুড়মুড় করে শেষ মুহূর্তে ইংল্যান্ড দলে ঢুকে পড়লেন। এতে নিশ্চয়ই ইংল্যান্ডের শক্তি আরও খানিকটা বেড়ে গেল। প্রথমে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, ''অবশ্যই। চমতকার ক্রিকেটার। দুর্দান্ত অ্যাথলিট। গতিময় ইয়র্কার ডেলিভারি করতে পারে অনায়াসে। বার্বাডোজজাত এই ক্রিকেটার দলে আসায় ডেথ ওভারে বোলিংয়ের সমস্যাটা অনেকটাই মিটল। প্রথম থেকেই আপনাকে বলে আসছি, যতই নামডাক থাকুক না কেন, ২২ গজে নিজেকে মেলে ধরাটাই হল আসল ব্যাপার। আর সেটা না পারলে তখন কিন্তু কাগজে-কলমে ফেবারিট হওয়ার তকমাটা বিশেষ কাজে লাগে না। পারফরমেন্সই শেষ কথা।''হাতের ফাইল এবং তার ভেতরের কাগজপত্রগুলো নেড়েচেড়ে দেখে নিলেন বৃষ্টির জলে ভিজে গেছে কিনা। তারপর ''এনজয় দ্য ওয়ার্ল কাপ'' বলে লর্ডসের ভেতরে চলে গেলেন।

মাধ্যমিকে কৃতিরা

সুজাতা পাল
দ্বিতীয়

নরেনচন্দ্র পাল
দ্বিতীয়

সৌরদ্বীপ দাস
দ্বিতীয়

সৌরদ্বীপ ভট্টাচার্য
তৃতীয়

শুভনীল ভৌমিক
চতুর্থ

জয়দ্বীপ পাল
পঞ্চম

মুসকান দেবনাথ
ষষ্ঠ

শ্যামান্বিতা সরকার
ষষ্ঠ

অনুরাধা সাহা
ষষ্ঠ

সুইটি সাহা
সপ্তম

মৃন্ময়ী ধর
অষ্টম

অরিজিৎ মজুমদার
নবম

সৌরভ ঘোষ
নবম

দীয়া বণিক
নবম

দ্বীপায়ন সাহা
নবম

সোহম শীল
দশম

রাজেশ দেবনাথ
দশম

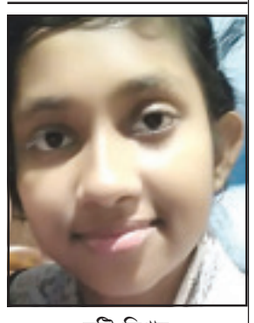
বৃষ্টি বিশ্বাস
দশম

মাধ্যমিকের কৃতী তালিকার প্রথম তিনজনেরই পছন্দ বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চশিক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ উদয়পুর/তেলিয়ামুড়া, ৮ জুন।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় সেরা দশে স্থান পেয়েছেন ১৯ জন। তাদের মধ্যে ৮ জন মেয়ে এবং ১১ জন ছেলে রয়েছে। প্রথম স্থান অর্জন করেছেন উদয়পুর ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ের তথাগত দত্ত। এছাড়া দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে তিনজন। তারা হলেন সুজাতা পাল, নরেন চন্দ্র পাল এবং সৌরদীপ দাস। তৃতীয় হয়েছেন সৌরদীপ ভট্টাচার্য্য। প্রথম স্থানাধিকারী তথাগত দত্ত পাঁচটি বিষয়ে লেটার মার্ক পেয়েছে। ইংরেজীতে ৯৮, বাংলায় ৮৮, অংকে ১০০, বিজ্ঞানে ৯৯ এবং সোশ্যাল স্টাডিজে ৯৬। তার প্রাপ্ত মোট নম্বর ৪৯১। টেস্ট পরীক্ষায় পেয়েছিল ৪৭৯.৫ নম্বর। তথাগত জানিয়েছে, দৈনিক চার-পাঁচ ঘন্টা পড়াশোনা করেছে। তার ছয়জন গৃহশিক্ষক ছিল। পড়াশুনার পাশাপাশি সে গল্পের বইও পড়তো। তবে তার ফলাফলের ক্ষেত্রে সে বাংলা বিষয়ে রিভিউ করবে। এদিকে ছেলের ফলাফলে অত্যন্ত খুসি মা ও বাবা। বাবা সুশান্ত দত্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষা দপ্তরের এলডিসি। মা সোমা বৈদ্য দত্ত গৃহিনী। তথাগত জানিয়েছে, আগরতলার কোন স্কুলে সে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করতে চায়। মা বাবা পাশাপাশি স্কুল শিক্ষক ও গৃহ শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

এদিকে, কৃতী তালিকায় যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে মেলাঘর উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র নরেন চন্দ্র পাল। প্রাপ্ত নম্বর ৪৮০। তার বাবা নারায়ণ চন্দ্র পাল শিক্ষা দপ্তরে কর্মরত। অন্যদিকে মা গীতারাণি পাল গৃহিনী। নরেন জানিয়েছে, তার ছয়জন গৃহশিক্ষক ছিল। একই স্কুলে সে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করতে চায়। নরেন পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি বই পড়তে ভালবাসে। তাছাড়া অবসর সময়ে বন্ধুদের সাথে ক্রিকেট খেলতে ভালবাসে।অন্যদিকে, আগরতলার নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ছাত্র সৌরদীপ দাস যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৮০। তারবাবা সুদীপ দাস সরকারী স্কুলের শিক্ষক। মা গৃহিনী। সৌরদীপ ভবিষ্যতে ডাক্তারী নিয়ে পড়াশুনা করতে চায়। তার সাতজন শিক্ষকের কাছে নিয়মিত পড়াশুনা করেছে। দৈনিক পাঁচ ছয় ঘন্টা পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তার প্রিয় বিষয় হচ্ছে ফিজিক্স এবং বায়োলজি। গত বছর ইন্টারনেশনাল মেথামেটিক ওলিম্পায়েড ইন নর্থইস্ট এর প্রথম হয়েছিল। এদিকে, মাধ্যমিকের কৃতী তালিকায় যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রী সুজাতা পাল। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৮০। এক সাক্ষাৎকারে সুজাতা জানিয়েছে ছয় জন শিক্ষকের কাছে নিয়মিত পড়াশুনা করেছে। ভবিষ্যতে সে বিজ্ঞানী হতে চায় বলে জানায়। পড়াশুনা ছাড়া সে গান, নাচ, খেলাধুলা ও ছবি আঁকা পছন্দ করে। বাবা সুজিত পাল ব্যবসায়ী এবং মা গৃহিনী। তার ফলাফলে তেলিয়ামুড়ার নেতাজীনগর এলাকায় খুশির হাওয়া বইছে।

ওবিসি মোর্চার উদ্যোগে সাংসদ রেবতী কুমার ত্রিপুরাকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। শনিবার ওবিসি মোর্চার উদোগে ৫৪ কুর্তীকদমতলা বিধানসভার কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির হলে সাংসদ রেবতী কুমার ত্রিপুরাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

রাজ্যে পিছিয়ে পড়া জনজাতি সহ গোটা রাজ্যের উন্নয়নে বিজেপির সাংসদরা কাজ করে যাবেন।

সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্যা নিয়ে ত্রিপুরা সহ গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে এগিয়ে নিয়ে সংসদে বিষয়গুলো তুলে ধরবেন। সাধারণ গরিব ঘরের ছেলে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের সাংসদ রেবতি কুমার ত্রিপুরা সংবাদমাধ্যমকে জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবকা সাথ সবকা বিকাশ এর লক্ষ্য। ত্রিপুরায় যখন বামেদের নির্বাচিত দুজন সাংসদ ছিলেন তখনো প্রধানমন্ত্রী ঢালাও হারে ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য অর্থ দিয়েছেন। এবার দুজন সংসদে বিজেপি দলের নির্বাচিত প্রতিনিধি।

শনিবার উত্তর জেলার ৫৪ কুর্তী কদমতলা বিধানসভা কেন্দ্রের কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির হলে ওবিসি মোর্চার উদ্যোগে এক সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত হয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন পূর্ব ত্রিপুরা ২নং আসনের সাংসদ রেবতী কুমার ত্রিপুরা। তাঁর প্রশ্ন, পহেলা জাতী পরে পার্টি স্লোগান দিয়ে রাজ্যের কি হয়েচে। এ রাজ্যের পিছিয়ে পড়া জনজাতিদের জন্য এতদিন রাজপরিবার কি করেছিল? তিনি আরো বলেন, বাম সাংসদরা ভোটের সময় মানুষের কাছে আসতেন ভোটের পরে তাদের আর দেখা যেত না। এবার যেহেতু মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির উপর বিশ্বাস রেখে তাদেরকে জয় যুক্ত করেছেন সুতরাং তাঁরা সদা সর্বদা মানুষের পাশে থাকবেন। ওবিসি মোর্চার এই সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ওবিসি মোর্চার চেয়ারম্যান তাপস মজুমদার, সাংসদ রেবতী কুমার ত্রিপুরা, বিজেপি উত্তর জেলার সভাপতি ভবতোষ দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব বর্গ। উক্ত সভায় সাংসদসহ বাকিদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। তাছাড়া সংবর্ধনা দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিত ছিল লক্ষ্যণীয়।

মূর্তি উন্মোচনের জন্য পেছালো পরীক্ষা, অভিযোগ শিক্ষা মহলের

কলকাতা, ৮ জুন (হি.স.): ফের খবরের শিরোনামে বিদ্যাসাগর কলেজের বিতর্কউ এবার শিক্ষার অন্দরমহলে রাজনীতির প্রবেশ এই বিতর্ক উঠেছে তুঙ্গেউ আগামী ১১ জুন বিদ্যাসাগর কলেজে ছিল বায়ো-কেমিস্ট্রির প্র্যাকটিকাল পরীক্ষাউ কিন্তু সেইদিনই আবার বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করবেন মমতা বন্দোপাধ্যায়উ এই জন্যই বদল করা হয়েছে পরীক্ষার নির্ধারিত সূচীউ কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, আগে থেকেই পেছানো হয়েছিল পরীক্ষার দিন।

লোকসভা নির্বাচনের আগে শহরে অমিত শাহের রোড-শোকে ঘিয়ে অশান্ত হয়েছিল কলেজ স্ট্রীট চত্বরউ সাথে আগুনে ঘি দিয়েছিল বিদ্যাসাগর কলেজের বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার ঘটনাউ এরপরেই কেন্দ্র রাজ্যের পরস্পরের বিরুদ্ধে দোষারোপের পর্ব শেষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, রাজ্য সরকার নতুন বিদ্যাসগরের মূর্তি বানিয়ে দেবে। এবার সেই মূর্তি উন্মোচনকে কেন্দ্র করেও শুরু হল বিতর্ক। ১১ ও ১২ জুন বিদ্যাসাগর কলেজে বায়ো-কেমিস্ট্রির প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা ছিল। জানা গিয়েছে, সেই পরীক্ষার দিন পিছিয়ে করা হয়েছে ১৩ ও ১৪ জুন। ঘটনাচক্রে ১১ জুন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে মিছিল করে বিদ্যাসাগর কলেজে গিয়ে নতুন মূর্তির উন্মোচন করবেন তিনি। যদিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই সব যুক্তি মানতে নারাজউ

রাজ্য বিজেপির তরফে অভিযোগ করে বলা বলা হয়েছে বিজেপির এক রাজ্য নেতা বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপি সব কিছুর মধ্যে রাজনীতি করে। এখন বিদ্যাসাগরের মূর্তি উন্মোচনকে কেন্দ্র করে তিনি নিজেই রাজনীতি করছেন। মানুষ সব দেখছে। এর ফল তিনি পাবেন।এই প্রসঙ্গে শিক্ষা মহলের একাংশেরও মত একইরকমউ তাঁদের বক্তব্য, শিক্ষার মধ্যেও এ বার ঢুকে গিয়েছে রাজনীতি। ১১ জুন মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যাসাগরের মূর্তি উন্মোচন করবেন বলেই পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা। এই সিদ্ধান্তের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে বলেও অভিযোগ তাঁদের।

কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিযোগকে নস্যাৎ করে দিয়ে জানিয়েছেন, "পরীক্ষার দিন পিছনো নিয়ে আগে থেকেই পিছানো ছিল"উ পরীক্ষা নিয়ামক বোর্ডের সঙ্গে কথা বলেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাঁদের সঙ্গে কথা বলেই পরীক্ষার দিন পিছনো হয়েছিলউ মুখ্যমন্ত্রীর মূর্তি উন্মোচনের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই বলে দাবি সোনালী চক্রবর্তীর।

পাথারকান্দির সাতটি বাড়িতে একই রাতে নিশিকুটুম্বে র হানা, আতঙ্ক

পাথারকান্দি (অসম), ৮ জুন (হি.স.) : শুক্রবার রাতে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দির সাতটি বাড়িতে একই রাতে নিশিকুটুম্বে র হানায় চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। চাঞ্চল্যকর ঘটনার খবর পেয়ে আজ শনিবার দুপুরে দলবল নিয়ে তদন্তে নেমেঞ্চছেন খোদ ডিএসপি সদর সুধন্য শুক্দবৈদ্য।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, সাধারণ মানুষজন যখন রাতের খাবার-দাবার শেষ করে ঘুমে আচ্ছন্ন, ঠিক তখনই একদল চোর পাথারকান্দি থানা এলাকার বিভিন্ন গৃহস্থের বাড়িতে হানা দিয়ে ঘরের সামগ্রী লুপাট করে গা ঢাকা দিয়েছে। চোরেরা গৃহস্থদের নগদ টাকা, স্বর্ণালঙ্কার, কাপড়-চোপড়, মোবাইল সেট, জরুরি কাগজপত্র-সহ অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী হাতিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে খবর পাওয়া গেছে। এমন কাণ্ডে এলাকাজুড়ে চোরের আতঙ্ক সৃষ্টি হয়ছে। জানা গেছে, চোরেরা প্রথমে পাথারকান্দি থানাধীন জামিরয়ালা গ্রামের খেলেন্দ সিনহার ঘরের দরজা ভেঙে ভিতর প্রবেশ করে তাদের তাণ্ডবচালায়। নিদ্রাচ্ছন্ন গৃহস্থের পরিবারের মানুষ কিছু বোঝার আগেই চোরেরা তাদের কাজ হাসিল করে গা ঢাকা দিয়ে দেয়। একই রাতে একই ভাবে চোরের দল গুঙ্গাবাড়ির আকিব উদ্দিন, আবুল কালাম, জফুর উদ্দিন, কুবাদ উদ্দিন, ফয়জুর রহমান ও শিবাদুল হকের ঘরে প্রবেশ করে তাঁদের সর্বস্বান্ত করে চম্পট দিয়েছে।

আজ সকালে চুরির ঘটনা জানাতে একে একে ভুক্তবোগীরা পাথারকান্দি থানায় এসে জড়ো হন। তাঁরা পুলিশকে লিখিতভাবে বিস্তারিত উল্লেখ করে পৃথক পৃথক এফআইআর দাখিল করেন। খবর যায় করিমগঞ্জ সদর ডিএসপি সুধন্য শুক্লবৈদ্যের কাছে। খবর পেয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটে আসেন পাথারকান্দি থানায়।

এক প্রশ্নের জবাবে ডিএসপি শুক্লবৈদ্য জানান, গতকাল রাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। এই সুযোগেত চোরেরা এ-ধরনের দুঃসাহসিক কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। বৃষ্টির ফলে স্মেল ক্লু নষ্ট হয়ে যাওয়ায় গোয়েন্দা কুকুরও কাজে লাগানো যাচ্ছে না। তবে পুলিশি তদন্ত জোরদার করা হবে। ডিএসপি সুধন্যবাবুর কথায়, এ-ধরনের কাজে স্থানীয় সন্দেহভাজন যুবকরাই জড়িত বলে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে ধরা পড়েছে। এদের গতিবিধির ওপর পুলিশের নজরদারি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বলেন, আমরা আশাবাদী, শীঘ্রই চোরের দল পুলিশের জালে ধরা পড়বে বলে।

বাম ছাত্র যুব সংগঠনের উদ্যোগে গাছের চারা বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের অঙ্গ হিসেবে শনিবার বাম যুব সংগঠন ডিওয়াই এফ আই এবং টিওয়াই এক রাজধানী আগরতলা শহরে ব্যবসায়ীদের মধ্যে গাছের চারা বিতরণ ও লিপলেট প্রদান করেন। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এবছরের মূল থিম হলো বায়ু দূষেনের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা। রাষ্ট্র সংঘের আহ্বানে সামিল হয় যুব সংগঠন। ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক জানান, পরিবেশকে নির্মল রাখার আহ্বান জানিয়ে তারা পদচারণ ও সচেতনা মূলক প্রচারে সামিল হয়েছেন।

নিউ ইয়র্কে হামলার পরিকল্পনার অভিযোগ বাংলাদেশি আশিকুলের বিরুদ্ধে

ঢাকা, ৮ জুন (হি.স.) : নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়্যারে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর পরিকল্পনা করার অভিযোগ আনা হয়েছে বাংলাদেশী অভিবাসী আশিকুল আলমের বিরুদ্ধে। গত ৭ জুন তার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। এর আগে ৬ জুন তাকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি কুইন্সে বসবাস করতেন।

কর্তৃপক্ষ বলেছে, জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস এবং আল কায়েদার সাবেক প্রধান ওসামা বিন লাদেনের ভীষণ প্রশংসা করেন আশিকুল আলম। তিনিই টাইমস স্কোয়ারে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। এ জন্য ছদ্মবেশী এক গোয়েন্দা এজেন্টের কাছ থেকে একজোড়া আধা-স্বয়ংক্রিয় পিস্তল কেনার বন্দোবস্ত করেছিলেন। বলা হয়েছিল, ওই পিস্তলের ক্রমিক নম্বর তুলে ফেলে তার কাছে সরবরাহ করতে হবে।

এই অস্ত্র দিয়ে তিনি জনবহুল ম্যানহাটানে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের আইন মন্ত্রণালয় থেকে দেয়া এক বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়েছে। এই খবর প্রকাশ করেছে টাইমস অব ইসরাইল, মালয়েশিয়ার নিউ স্ট্রেইটস টাইমস। খবরে বলা হয়েছে, আশিকুল আলম চোখে চশমা ব্যবহার করেন। কিন্তু হামলা চালানোর সময় যদি চশমা পড়ে যায় তাহলে তার দৃষ্টিশক্তির সমস্যা হবে। এ জন্য তিনি সম্প্রতি চোখের দৃষ্টিশক্তি উন্নত করাতে অস্ত্রোপচার করিয়েছেন। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, তিনি টাইমস স্কয়ারে আত্মঘাতী ভেস্ট অথবা এআর-১৫ রাইফেল দিয়ে হামলা চালাতে চেয়েছিলেন। এ জন্য তিনি ও ছদ্মবেশী ওই এজেন্ট বেশ কয়েকবার প্রাথমিক অনুমান হিসাব নির্ধারণে টাইমস স্কয়ার পরিদর্শন করেছেন। আশিকুর মনে করেছিলেন, সেখানে এমন হামলা চালানো গেলে 'লিজেন্ডে' পরিণত হবেন।

কিন্তু তাকে সঙ্গ দেয়া ব্যক্তি যে ছদ্মবেশী এজেন্ট তা বুঝতে পারেন নি আশিকুল আলম। অভিযোগে বলা হয়েছে, তার খায়েস ছিল একটি রকেট লঞ্চার দিয়ে লোয়ার ম্যানহ্যাটানে নতুন বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র ধ্বংস করে দেয়ার। তিনি ওসামা বিন লাদেনের ভূয়সি প্রশংসা করেন। বলেন, লাদেনের মিশন পুরোপুরি সফল হয়েছে। তার হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের হাজার হাজার সেনা নিহত হয়েছে এবং শত শত কোটি ডলার ক্ষতি হয়েছে যুদ্ধে। নিউ ইয়র্কে এফবিআইয়ের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা উইলিয়াম স্বয়েনি বলেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল একটি সন্ত্রাসী হামলা চালানো। তিনি অস্ত্র কিনে এই ভয়াবহ হামলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। হত্যা করতে চেয়েছিলেন নিউ ইয়র্কারদের, টার্গেট করতে চেয়েছিলেন নির্বাচিত কর্মকর্তাদের এবং হামলা করতে চেয়েছিলেন পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, ২০১৮ সালের আগস্টে ছদ্মবেশি ওই গোয়েন্দা এজেন্টের সঙ্গে আশিকুল ছয়ের পাতায় দেখুন

কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা চেয়ে মোদীকে চিঠি পাক প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি.স.) : দ্বিতীয়বার শপথের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন ইমরান খান। এবার কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা চেয়ে মোদীকে চিঠি লিখলেন পাক প্রধানমন্ত্রী।

দেশের ভার ফের নরেন্দ্র মোদীর হাতে। জঙ্গি দমনে জিরো টলারেন্সের নীতি নিয়েছে মোদী সরকার। তারপরই পাক বিদেশমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশি চিঠি লিখেছিলেন ভারতীয় বিদেশমন্ত্রীকে এস জয়শঙ্করকে। সেই চিঠিতেই কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয় বলে জানা যায়। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া মেলেনি।চলতি মাসের ফেব্রুয়ারিতে ঘটে পুলওয়ামায় আত্মঘাতী জঙ্গি হামলার ঘটনা। শহিদ হল বহু সেনা জওয়ান। তারপরই ফের দু'দেশের সম্পর্কের তীক্ততা বাড়ে। ক্রমাগত জঙ্গি মদতের অভিযোগে প্রতিবশী পাকিস্তানের সঙ্গে সবরকমের সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা জানায় ভারত। আন্তর্জাতিত ক্ষেত্রেও জঙ্গি দমনে পাক পদক্ষেপের সমালোচনা করা হয়। কোণঠাসা ইমরানের পাকিস্তান।এরপরই জঙ্গি দমনে নিজেদের উদ্যোগী প্রমাণে তৎপর হয় পাকিস্তান সরকার। কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে গুরুত্ব আরোপ পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। আলোচনার প্রস্তাব আসতে শুরু করেছে ভারতের কাছে। কিরঘিজিস্তানে রয়েছে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন ভুক্ত দেশগুলের সম্মেলন। সেখানে অংশ নেবে ভারত। যোগ দেবে পাকিস্তানও। মনে করা হচ্ছিল এই সম্মেলনের এক ফাঁকে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হতে পারে দুই প্রতিবেশী দেশের। কিন্তু নয়াদিল্লির তরফে তা নাকচ করে দেওয়া হয়। কিন্তু তার পরও হাল ছাড়ে নি ইসলামাবাদ। অনেকটা আগ বাড়িয়েই দেওয়া হচ্ছে আলোচনার প্রস্তাব।ফের দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েই ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীর ঘোষণা ছিল, 'সন্ত্রাস ও আতঙ্কমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলাটা সবার আগে প্রয়োজন।' পাক সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট অনুযযায়ী, ইমরান খানও চিঠিতে আলোচনার মধ্যে দিয়ে কাশ্মীর সমস্যা মেটেনোর কথা বলেছেন। দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ভার-পাক একযোগে কাজ করা উচিত বলেও মনে করেন ইমরান। তাই আলোচনার এই প্রস্তাব।

অতীত অভিজ্ঞতা সুখের নয়। নয়াদিল্লি আলোচনার পক্ষে থাকলেও নাওয়াজ শরিফ থেকে মুশারফ- প্রত্যেকবারেই প্রতারণার শিকার ভারত। কূটনীতিকদের মতে তাই মেপে পা ফেলতে চাইছে মোদী সরকার।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।